শ্রীশ্রীউপনিষদ্গ্রন্থমালা
ওঁ নমো বেদান্তবেদ্যায়
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ
প্রশ্নোপনিষৎ
সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি (কঠশ্রুতিঃ)
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো। (শ্রীগীতা)
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ
স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ-
র্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা
পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা
দেবায় তস্মৈ নমঃ। (শ্রীমদ্ভাগবতম্
ত্রিদণ্ডিস্বামিনা শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তিনা সম্পাদিতা

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য-

শ্রীমদ্ রঙ্গরামানুজ-

মুনীন্দ্র-বিরচিত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যোপেতা

গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তসম্মত-সানুবাদান্বয়ানুবাদ-ভূমিকা-

সূচীপত্রাদি-সমেতা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর-ব্রহ্ম-মাধ্ব-

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকপ্রবর-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট-ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামি-প্রভুপাদানাং

শ্রীপাদপদ্মানুকম্পিতেন শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানস্য

অন্যতম-প্রতিষ্ঠাতৃ-সভাপতি-আচার্য্যেণ-

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ-

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-সিদ্ধান্তি-গোস্বামি-

মহারাজেন রচিতয়া শ্রীমদ্ভাগবতানুগয়া শ্রীচৈতন্য-মতানু-

মোদিতাচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারপরয়া 'তত্ত্বকণা'নাম্ন্যা

চানুব্যাখ্যয়া সহ তেনৈব সম্পাদিতা।

অস্য প্রতিষ্ঠানস্য পণ্ডিতপ্রবর মহোপাধ্যায় স্বধামপ্রাপ্ত নৃত্যগোপাল

পঞ্চতীর্থ-বেদান্তরত্ন-ভক্তিভূষণ-কৃতয়া 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-

সমাখ্যয়া টীকয়া সমন্বিতা।

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়াসন-মিশন-প্রতিষ্ঠানতঃ প্রকাশিতা।

উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত প্রশ্নোপনিষদ্ গ্রন্থখানি শ্রুতিমন্ত্র, অন্বয়ানুবাদ, অনুবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রঙ্গ-রামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্য, শ্রুত্যর্থ-বোধিনী-টীকা ও সম্পাদক কর্ত্তৃক রচিত তত্ত্বকণা-নাম্নী অনুব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রাবির্ভাব-বাসর

গৌরাব্দ—৪৮৬, বাংলা—১৩৭৮ সাল, ইংরাজী—১৯৭২ সাল।

—প্রকাশক—

স্বধামপ্রাপ্ত সতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, 'বিদ্যার্ণব', 'ভক্তিপ্রমোদ'

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-বাসর

গৌরাব্দ—৫০৫, বাংলা—১৩৯৮ সাল, ইংরাজী—১৯৯১ সাল।

—প্রকাশক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিরঞ্জন সাগর
বর্ত্তমান সভাপতি ও আচার্য্য
শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন।

—মুদ্রাকর—

শ্রীনির্ম্মল মিত্র

দি ইণ্ডিয়ান প্রেস্ প্রাইভেট্ লিমিটেড্

৯৩এ, লেলিন সরণী, কলিকাতা-১৩

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশন,

(১) ২৯বি, হাজরা রোড্, কলিকাতা-২৯
(২) সাতাসন রোড্, স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।
(৩) রাধাবাজার, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

উৎসর্গপত্রম্,

পরমারাধ্যতম-মদভীষ্ট-শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক - সংরক্ষকপ্রবর - শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় - নবমাধস্তনাশ্রয়বর - শ্রীস্বরূপ -শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ-শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভা-পাত্ররাজানাং শ্রীনবদ্বীপধামা-ন্তর্গত - শ্রীগৌরাবির্ভাবস্থলে - শ্রীধামমায়াপুরস্থ বিশ্ববিশ্রুতাকরমঠরাজ - শ্রীচৈতন্যমঠস্য তচ্ছাখা-শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহস্য চ প্রতিষ্ঠাতৄণাম্ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদাষ্টোত্তরশতশ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - গোস্বামি - প্রভুপাদানাং মনোহভীষ্টানুসারেণ তৎপ্রীত্যর্থং তদীয় শ্রীপাদপদ্মরেণু - সেবাকাঙ্ক্ষিণা দাসাধমেন সম্পাদ্যমানোপনিষদ্-গ্রন্থমালান্তর্গতা প্রশ্নোপনিষদিয়ং তেষাং শ্রীকরকমলেষু সমর্প্যতে—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রাবির্ভাব-বাসরে,
গৌরাব্দষষ্ঠাশীত্যুত্তরচতুঃশতকে
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসন-মিশন-
প্রতিষ্ঠানাৎ কলি-২৯ সংখ্যান্তর্গতে
২৯বি, সংখ্যকে হাজরা বর্ত্মনি।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতী-কিঙ্করাভাস-
শ্রীভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তিনা।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুরো। ভবৎকরুণয়া প্রারব্ধুমিষ্টা 'কণা-
তত্ত্বানাং' বিমলোপপত্তিমহিতা সম্পূর্য্যতাং বাং নুমঃ।
ঈশাকেনকঠৈতরেয় বিলসচ্ছান্দোগ্যযুক্ তৈত্তিরী
যা শ্বেতাশ্বতরাপি মুণ্ডকমথো আরণ্যকং যদ্ বৃহৎ॥

যা প্রশ্নোপনিষৎ সহৈব রমতে মাণ্ডূক্যনাম্ন্যাঽন্বয়া
তা একাদশবিশ্রুতোপনিষদঃ প্রারম্ভতঃ সংস্তুমঃ।
ভেদাভেদমতান্ত্যচিন্ত্যসরণৌ সিদ্ধান্তভূতানি চ
নিত্যং মে হৃদয়ে স্ফুরন্তু চ গুরুর্দীনে প্রসীদেন্ময়ি॥

শ্রীশ্রৌতানি বচাংসি নৈব পুরুষৈরুক্তানি তানীশ্বরা-
ভেদ-শ্রৌতপথে চরন্তি চ নিজপ্রামাণ্যসিদ্ধানি হি।
আচার্য্যাঃ পরিপূজয়ন্ত্যভিধয়া বৃত্ত্যাঽনুশীল্যাত্মনাং
তত্ত্বং তেন ময়াঽধমেন চ কৃতস্তদ্বোধনায় শ্রমঃ॥

দীনাতিদীন-
গ্রন্থ-সম্পাদকেন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ·· ······বক্ষ্যতীতি, তে হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ। (প্রঃ ১।১)

সদ্‌গুরুর লক্ষণ—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ (মুণ্ডক ১।২।১২)

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণী—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ, সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। ······(প্রশ্ন ৬।৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥

(ভাঃ ১০।৪০।১০)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উদ্ঘাটনী

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠমহাত্মনে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে॥

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ং (সোঽয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি
স্বপদান্তিকম্॥

বন্দে শিক্ষাগুরুং শ্রীলং ভক্তিবিবেকভারতীম্।
সরস্বত্যগ্রিমং বিজ্ঞং সদা নামপরায়ণম্॥
বৈষ্ণবাচার্য্যপাদায় গুরুসেবৈকজীবিনে।
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়াসনস্থাপনকারিণে॥

সংসারমোহনাশায় প্রাপকায় গুরোঃ পদম্ ।
ভক্তিবর্ত্ম দর্শকায় নমস্তস্মৈ কৃপাব্ধয়ে ॥

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে ! পাদাম্ভোজায় তে নমঃ ॥

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

গৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দ্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম-শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

শ্রুতিরাবর্ত্তয়েন্মূকম্ পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ।
অনায়াসে হয় যেন বাঞ্ছিত-পূরণ ॥

শ্রীগুরু, শ্রীবৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের স্মরণপূর্ব্বক বন্দনাকরতঃ তাঁহাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার অন্তর্গত **ঈশ, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতর, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য-নামক ষড়্-উপনিষদের** সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার পর **শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের** অপরিসীম করুণা ও প্রেরণার কথা ভাবিয়া তাঁহাদের রাতুলচরণে নিত্যদাস্ত লাভের প্রার্থনা পূর্ব্বক মাদৃশ ক্ষুদ্রাধম এই **প্রশ্নোপনিষদের** সম্পাদনার উদ্দেশে **'উদঘাটনী'**-নাম্নী ভূমিকা লিখনে প্রয়াস পাইতেছে।

প্রশ্নোপনিষৎখানিও অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। **'মুণ্ডক'** ও **'প্রশ্ন'**— এই দুইখানি উপনিষদের মধ্যে প্রতিপাদ্য-বিষয়ের যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। মুণ্ডকে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে প্রশ্নোপনিষদে তাহাই আবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত। আবার কোথায়ও প্রশ্নোপনিষদে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত, তাহাই মুণ্ডকোপনিষদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন,—প্রশ্নোপনিষৎখানি যেন মুণ্ডকোপনিষদের ব্রাহ্মণ-ভাগ। কেহ বলেন,—দুইখানি আথর্ব্বণ উপনিষদের মধ্যে প্রশ্নোপনিষৎ ব্রাহ্মণ ও মুণ্ডকোপনিষৎ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। আবার কেহ প্রশ্নোপনিষৎখানিকে অথর্ব্ববেদের পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত মনে করেন। অপর কেহ এই প্রশ্নোপনিষৎখানিকে অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়াও মনে করেন।

এই উপনিষদে ছয় জন মুনি আচার্য্য **মহর্ষি পিপ্পলাদের** শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং আচার্য্য পিপ্পলাদ তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। সেই প্রশ্নোত্তর-সংবলিত এই উপনিষৎখানির নাম প্রশ্নোপনিষৎ। ইহাকে ষট্প্রশ্নী উপনিষৎও বলা হয়।

'ইতিবৃত্ত'—

কোন এক সময়ে সুকেশা নামে ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, সত্যকাম-নামে শিবি-পুত্র, সৌর্য্যায়ণী-নামে গর্গবংশোদ্ভূত মুনি, কৌশল্য-নামে

অশ্বলের পুত্র, ভৃগুবংশীয় বিদর্ভদেশীয় ভার্গবনামে এক মুনি এবং কবন্ধী নামে কত্যমুনির প্রপৌত্র—এই ছয় জন মুনি, ইহাঁরা প্রথমে বেদপরায়ণ হইয়া অপরা বিদ্যার উপাসক ছিলেন, সে-কারণ বেদোক্ত ফলপ্রদযজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকেই মুক্তির সাধন মনে করিয়া তাহাতেই রত ছিলেন কিন্তু পরে যখন জানিলেন যে পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভকরতঃ তাঁহার উপাসনাই মুক্তির পথ, তখন সেই পরা বিদ্যার বিষয় পরব্রহ্মকে জানিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বজ্ঞগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্যবোধে ভগবান্ পিপ্পলাদ মহর্ষিকেই গুরুরূপে মনস্থ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে গুরুসেবার উপকরণস্বরূপ সমিদ্‌হস্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসুরূপে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

মহর্ষি পিপ্পলাদ পূর্ব্বোক্ত ছয় জন মুনিকেই পরব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় তাঁহার নিকট সমাগত জানিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—মুনিগণ! তোমরা যদিও পূর্ব্বেই তপস্যাদিসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তথাপি পুনরায় সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য-আস্তিক্য-বুদ্ধি ও শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া এক-বৎসরকাল আমার সমীপে বাস কর। তদনন্তর তোমাদের অভিলষিত প্রশ্ন করিও।

তাঁহারা মহর্ষি পিপ্পলাদের আজ্ঞানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুসেবা-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার সহিত একবৎসর গুরুগৃহে বাসের পর একে একে ছয় জন মুনি ছয়টি প্রশ্ন করিলেন এবং মহর্ষি পিপ্পলাদ সেগুলির যথাযথ উত্তর দিলেন। ইহাই প্রশ্নোপ-নিষদের মর্ম্মকথা।

প্রথম প্রশ্ন—কবন্ধী মুনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোন্

নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হইতে দেবতা ও মনুষ্যাদি প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে কাত্যায়ন। বেদে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, সমগ্র প্রাণী বা জীবগণের অধিপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে প্রজাসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া সঙ্কল্পরূপ তপস্যা দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী ও পুরুষরূপ মিথুন উৎপাদন করিলেন। তাহারাই রয়ি ও প্রাণ-নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অদনকর্ত্তা আদিত্য বা সূর্য্যই প্রাণ এবং ভোগ্যবস্তুমাত্রই অন্ন-শব্দে অভিহিত। তাহাই চন্দ্র বা রয়ি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মূল-কথা—প্রজাপতি পরমেশ্বর চন্দ্র ও সূর্য্যগত রয়ি ও প্রাণে প্রবেশ পূর্ব্বক উক্ত মিথুনকে নিমিত্ত করিয়া প্রজাশরীর সৃষ্টি করিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—অতঃপর ভৃগুবংশীয় বৈদর্ভি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কতগুলি দেবতা প্রজাগণকে পালন করিয়া থাকেন? ইহাঁদিগের মধ্যে কাঁহারা বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন? অর্থাৎ পরমেশ্বর কতগুলি দেবতাকে নিমিত্ত করিয়া প্রজাগণের স্থিতি ও বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকেন? এবং ঐসকল দেবতাগণের মধ্যে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে ভার্গব! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী—এই কার্য্যস্বরূপ পঞ্চভূতে অভিমানী দেবতাগণই প্রজাগণের ধারক এবং বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্রের অভিমানী দেবতাগণই বিষয় প্রকাশের হেতু। তদতিরিক্ত যাহা কিছু আছে, সকলই স্থিতির কারণ জানিবে। উক্ত ধারক ও প্রকাশক

দেবগণ কোন এক সময় পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন কিন্তু মুখ্যপ্রাণই প্রাণিগণের শরীরে নিজেকে অপানাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া শরীরের ধারক ও প্রকাশক হইয়া থাকে। কারণ শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইলে অপর কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম থাকে না। অতএব মুখ্যপ্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। এ-বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন—কৌসল্য মুনি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোন্ পুরুষ হইতে উক্ত লক্ষণসম্পন্ন প্রাণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে? এবং কি কারণে বা এই শরীরে আগমন করে? কিরূপেই বা নিজেকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে? কিরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং কিরূপেই বা বাহ্য অর্থাৎ অধিভূত ও অধ্যাত্ম বিষয় সমূহকে ধারণ করিয়া থাকে?

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন,—হে কৌসল্য! এই প্রাণ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হয়, জানিবে। ছায়া বা প্রতিবিম্ব যেমন শরীরের অধীন তদ্রূপ এই প্রাণাদি সকলই পরমাত্মার অধীন বা বশবর্ত্তী। পরমাত্মা এই প্রাণাদিকে যেরূপে পরিচালনা করেন, প্রাণাদি তদ্রূপ করিয়া থাকে। পরমাত্মার প্রেরণাতেই সেই প্রাণ এই শরীরে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সম্রাট্ কর্ত্তৃক তদধীন রাজগণের কার্য্যে নিয়োগের ন্যায় প্রাণই ইন্দ্রিয়গণকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকে। প্রাণ অপানবায়ুরূপে পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক মলমূত্র অপনয়ন করে। শ্বাসাদি প্রণয়নহেতু প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ স্বীয়রূপে আন্তর বায়ুতে অধিষ্ঠান করিয়া শ্রোত্র, চক্ষুঃ, মুখ ও নাসিকাতে অবস্থান করে। আর সমান বায়ুতে

অধিষ্ঠান করতঃ প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে বিরাজ করে। সেই প্রাণ ভুক্ত অন্নকে যথোচিতভাবে শরীরে সঞ্চালন করে বলিয়া সমান নামে বিখ্যাত। তদ্দ্বারাই জ্ঞানেন্দ্রিয়বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণদ্বারাই রূপরসাদি বিষয় প্রকাশ ও শ্রবণ-দর্শনাদি হইয়া থাকে।

সারকথা এই—**জীবাত্মা হৃদয়ে বাস করেন।** জীব-শরীরে ১০১টি নাড়ী আছে, প্রত্যেকটির আবার শত শত শাখানাড়ী আছে। সর্ব্ব-সমেত ৭২০০০ নাড়ী শরীরকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ব্যানবায়ু এই নাড়ীতে বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না নাড়ী উর্দ্ধগামিনী। উদানবায়ু সুষুম্নার সাহায্যে উর্দ্ধগামী হইয়া পুণ্যকর্ম্মী জীবকে স্বর্গে, পাপকারীকে নরকে এবং পাপ ও পুণ্যকারীকে মনুষ্যলোকে লইয়া যায়।

মৃত্যুকালে জীবের মনঃ যে বিষয়ে আসক্ত থাকে, জীব সেই মনের সহিত মুখ্যপ্রাণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, মুখ্যপ্রাণও আবার তেজোযুক্ত হইয়া জীবকে তাহার আত্মার সহিত অভীষ্ট লোকে লইয়া যায়।

যিনি পরমাত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, তদিচ্ছাতে শরীরে প্রবর্ত্তন, পায়ু ও উপস্থাদিতে অবস্থান, প্রাণাদিভেদে পঞ্চবিধ বিভাগ, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিষয়সমূহের ধারকত্ব এবং উৎক্রমণ-বিষয় বিশেষরূপে জানেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। পঞ্চধা বিভক্ত প্রাণ দ্বিবিধ। এক প্রাণ মুখ্যপ্রাণ হইতে প্রাদুর্ভূত কিন্তু তদতিরিক্ত, অপর প্রাণ মুখ্যপ্রাণ-স্বরূপ। বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ প্রশ্ন—গার্গ্য সৌর্য্যায়ণী মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! জীবের সুপ্তাবস্থায় শরীরের মধ্যে কোন্

কোন্ দেবতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সুপ্ত অর্থাৎ স্বব্যাপার হইতে বিরত হয়? কে কে জাগিয়া থাকে? কে স্বপ্ন দর্শন করে? কে কে সুখানুভব করে? পরাধীন ইন্দ্রিয়সকল কোন্ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ কাহার উপরই বা উহাদের অবস্থান?

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ তদুত্তরে বলিলেন,—সৌর্য্যায়ণী! সুষুপ্তিকালে সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিরত থাকে। বাগিন্দ্রিয়াদি জাগ্রদ্ মনে মিলিত হয়। নিদ্রাবস্থায় প্রাণরূপী অগ্নিত্রয় সর্ব্বদা জাগরিত থাকে। নবদ্বারবিশিষ্ট দেহে অপানবায়ু সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নিস্থানীয়। ব্যানবায়ু দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ, তাহা দ্বারা আহার্য্যাদি-পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে প্রাণবায়ু অপানবায়ু হইতে পৃথক্ হইয়া মুখ ও নাসা দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু এইপ্রকারে গার্হপত্য স্থানীয় অপান বায়ু হইতে প্রণীত হয়, অতএব প্রণয়ন সাম্যবশতঃ প্রাণই আহবনীয়। আর সমান বায়ু উচ্ছ্বাসরূপ ও নিশ্বাসরূপ আহুতিদ্বয়কে শরীর রক্ষার্থ সমভাবে স্থাপন করে। অতএব উহা অগ্নিস্থানীয় হইয়াও হোতা। **মনই যজমান।** উদানবায়ু ইষ্টফলস্বরূপ।

জাগ্রৎ সময়ে পঞ্চেন্দ্রিয় যাহা যাহা অনুভব করিয়াছে, মনঃ তাহাই স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করে। এমন কি, এ-জীবনে যাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত বা অননুভূত; তাহাও উপলব্ধি করে।

মনঃ যখন সৌরতেজদ্বারা অভিভূত থাকে, তখন আর স্বপ্ন দেখে না। তখন জীব এই শরীরেই সুষুপ্তি-সমুত্থ আনন্দ অনুভব করে।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়সমূহ কুলায়াভিমুখে ধাবমান পক্ষীদিগের ন্যায় পরিণামে পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে।

এই যে দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অর্থাৎ জীব, তিনিও অক্ষর পরমাত্মাতেই তখন প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যিনি তমোবিবর্জ্জিত, প্রাকৃত-শরীররহিত, রজোগুণশূন্য, আত্মস্থ বিশুদ্ধসত্বাত্মক সচ্চিদানন্দময় অক্ষর পরব্রহ্মকে বিদিত হ'ন, তিনি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। আর তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মা হইয়া থাকেন।

পঞ্চম প্রশ্ন—মহামুনি সত্যকাম শৈব্য মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! মনুষ্যের মধ্যে যিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (যাবজ্জীবন) ওঁকারের অভিধ্যান অর্থাৎ আরাধনা করেন, তিনি তদ্দ্বারা কোন্ লোক প্রাপ্ত হন?

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ সেই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, এই ওঁকারই পর ও অপর ব্রহ্ম। অতএব ওঁকারের অভিধ্যান দ্বারা তদুভয়ের একতরকে প্রাপ্ত হ'ন। যিনি ওঁকারের সকল মাত্রাবিভাগ না জানিয়া কেবল একমাত্রার অর্থাৎ অকারের তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ব্বক উপাসনা করেন, তিনি ঋগ্‌বেদরূপ প্রথম মাত্রা দ্বারা মনুষ্যলোকে নীত হন এবং ঐ মনুষ্য জন্মে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া মহিমা অর্থাৎ বিভূতি অনুভব করেন।

যিনি অকার ও উকারস্বরূপ দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকারকে মনে চিন্তা করেন, তিনি দ্বিতীয় মাত্রারূপ যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরীক্ষস্থিত সোম-লোকে নীত হ'ন। তিনি সোমলোকে মহিমা অনুভব করিয়া পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করেন।

যিনি এই ত্রিমাত্রাযুক্ত পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপ ওঁকারের তত্ত্ব-জানিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তৃতীয় মাত্রারূপ সামবেদ দ্বারা মায়ামুক্ত হইয়া পরব্যোমে গমন করেন।

ওঁকারের একমাত্রার উপাসনায় ঋঙ্‌মন্ত্রদ্বারা মর্ত্ত্যলোক, দ্বিমাত্রার উপাসনায় যজুর্মন্ত্র দ্বারা অন্তরীক্ষলোক, এবং ত্রিমাত্রার উপসনায় সামমন্ত্র দ্বারা পরব্রহ্ম-ধাম প্রাপ্ত হন. তাহা জ্ঞানী ব্যক্তি বিদিত আছেন। বিদ্বান্ মনুষ্য এই ওঁকারকে অবলম্বন করিয়া সেই শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ষষ্ঠ প্রশ্ন—ভরদ্বাজগোত্রীয় সুকেশা মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোসল দেশীয় রাজপুত্র হিরণ্যনাভ একসময়ে আমার কাছে ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষের বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি সে বিষয় জানি না বলিয়া তাঁহাকে সেই মর্ম্ম বলিতে পারি নাই। এক্ষণে আমি ত্বৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সেই ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষের বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই পুরুষ কে? এবং তিনি কোথায় অবস্থিত?

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—মহর্ষি পিপ্পলাদ সেই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন,—হে সৌম্য, যাহা হইতে এই প্রাণাদি ষোড়শকলা উৎপন্ন হয়, সেই পুরুষ এই শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। কল্পের আদিতে ষোড়শ কলার সৃষ্ট্যর্থ সেই পুরুষ আলোচনা করিলেন যে, কে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, আর কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব? তিনি এইরূপ আলোচনার পর প্রথমে প্রাণকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সমষ্টিজীবাভিমানী হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। এবং প্রাণ হইতে অর্থাৎ প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া তাহা হইতে জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের হেতুভূতা শ্রদ্ধা, পরে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও অন্ন সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর অন্ন হইতে অর্থাৎ অন্নকে নিমিত্ত করিয়া বীর্য্য, তপঃ, ঋগাদি মন্ত্র, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম, স্বর্গাদি লোকসকল

এবং লোকসমূহের নাম সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে ষোড়শসংখ্যক কলা সৃষ্টি করেন।

গতিশীল নদীসমূহের সমুদ্রকে আশ্রয় করার ন্যায় এই ষোড়শ-কলা পুরুষকে আশ্রয় করে। রথনাভিতে অরবৎ সমস্ত কলা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই বেদ্য পরমপুরুষকে অবগত হইলে আর জন্ম-মৃত্যুজনিত কোন দুঃখভোগ থাকে না।

অবশেষে মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন, হে শিষ্যগণ! সেই পরব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। ইহাতে শিষ্যগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া বলিলেন,—হে গুরুদেব! আপনি আমাদিগকে অবিদ্যার পরপারে উত্তীর্ণ করিলেন। আপনি আমাদিগের পিতা, এই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক পরমঋষিদিগকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই **প্রশ্নোপনিষদ্খানি** মুদ্রিত হওয়ায় **রূপ লেখা প্রেসের** স্বত্বাধিকারী ও মুদ্রাকর শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ নন্দী, বি, এস্, সি, 'ভক্তিকলানিধি' মহাশয়ের আন্তরিকতার বিষয় প্রশংসা না করিয়া পারি না। তিনি কেবল সাধারণ মুদ্রাকর-মাত্র নহেন, তিনি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মাত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধালু। সে-কারণ যেরূপ আগ্রহ ও আন্তরিকতা লইয়া গ্রন্থ-মুদ্রণকার্য্য সুনিষ্পন্ন করেন, তদ্দর্শনে আমি বিশেষ মুগ্ধ এবং চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

আমি সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও পতিতপাবন শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের একমাত্র অহৈতুকী কৃপা অবলম্বন করিয়াই এই সকল দুরূহ গ্রন্থ-সম্পাদনে ব্রত হইয়াছি। কিন্তু নিজের অযোগ্যতানিবন্ধন যে সকল দোষ ও

ত্রুটী গ্রন্থমধ্যে প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি; তৎপরে পাঠকগণের প্রতিও আমার নিবেদন যে, তাঁহারা নিজগুণে মাদৃশ অধমের দোষ ক্ষমাকরতঃ গ্রন্থের মর্ম্ম অবধারণ করিলে আমি বিশেষ সুখী ও কৃতার্থ হইব। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে এই উপনিষদ্ গ্রন্থমালা **গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুযায়ী** সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ পাইতেছেন। সেইজন্য অনবধানবশতঃ কিছু ভ্রম প্রকাশ পাইতে পারে, তাহা পরবর্ত্তী পূজনীয় বৈষ্ণববর্গের দ্বারা সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইবেন; ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তাই এক্ষণে, গললগ্নীকৃতবাসে পূজনীয় সতীর্থগণের প্রতি আমার কাতরভাবে প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যদি কৃপাপূর্ব্বক গ্রন্থে দৃষ্ট ভ্রমসমূহ আমাকে অবহিত করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাদের শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞ রহিব ও ভবিষ্যতে সংশোধনের চেষ্টায় থাকিব।

পরিশেষে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতাসহকারে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই উপনিষদ্-গ্রন্থমালা-সম্পাদনে আমাকে বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নমূর্ত্তি মদীয় অন্যতম শিক্ষাগুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠের তথা তৎশাখা শ্রীগৌড়ীয়মঠসমূহের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজক-আচার্য্যবর ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী** মহারাজ। তাঁহার অহৈতুকী করুণা ও স্নেহ আমার বর্ত্তমান জীবনের অবলম্বন তো বটেই, ভাবি অনন্ত জীবনের অবলম্বন হইয়া যেন **শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের রাতুল শ্রীচরণের** সেবাধিকার প্রদান করে, ইহাই অধমের প্রার্থনা।

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের সেবকগণের সাহচর্য্যও আমাকে এই গ্রন্থ-সম্পাদনকার্য্যে বিশেষ উপকার করিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও গ্রন্থপ্রচার-বিভাগে যেরূপ সেবাপ্রচেষ্টা লইয়া গ্রন্থপ্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেছি ও তাহার পারমার্থিক কল্যাণ কামনা করিতেছি।

অলমতিবিস্তরেণ। ইতি।

শ্রীল শ্রীবাসপণ্ডিতের আবির্ভাব-তিথি। গৌরাব্দ ৪৮৬, ৯ বিষ্ণু, বাং ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৭৮ সাল। ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯৭২ সন।	শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিত্য কৈঙ্কর্য্যাভিলাষী— দীনাতিদীন— শ্রীভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গ্রন্থ-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী করুণায় অল্পদিনের মধ্যেই **প্রশ্নোপনিষৎখানি** আত্মপ্রকাশ পাইলেন দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইলাম।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীতে মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-দ্বয় প্রকাশিত হওয়ার পর **শ্রীশ্রীরামনবমী-তিথিতে** অথর্ব্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষৎখানি প্রকাশ পাইতেছেন।

মুণ্ডক ও প্রশ্নোপনিষৎ উভয়ই অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদ্, উভয়ের মধ্যে প্রতিপাদ্য-বিষয়ের যথেষ্ট ঐক্য রহিয়াছে।

ছয় জন মুনি আচার্য্য পিপ্পলাদের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক ছয়টি বিষয়ে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই উত্তর এই উপনিষদে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম **'প্রশ্নোপনিষৎ'** হইয়াছে।

পরমপূজ্যপাদ মদীয় শিক্ষাগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-**স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী গোস্বামী মহারাজ** অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে উপনিষদ্-গ্রন্থমালার সম্পাদন-কার্য্য যে ভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার সঙ্কল্পিত একাদশ প্রসিদ্ধ উপনিষৎ অনতিবিলম্বে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অমূল্যনিধিস্বরূপ **গৌড়ীয়-ভাষ্য-সম্বলিত** হইয়া বৈষ্ণবকরকমলে শোভা পাইবেন। মাদৃশ বৃদ্ধ ব্যক্তিও এই গ্রন্থ দর্শন ও অধ্যয়ন করিয়া ধন্যাতিধন্য হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই।

এই গ্রন্থসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইতঃপূর্ব্বে এত সহজ ও সরল বঙ্গভাষায় উপনিষদের গম্ভীর ও দুর্ব্বোধ্য বিষয়গুলি এত পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একে ত' গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্মত উপনিষদ্ ব্যাখ্যা পাওয়াই যায় না, তদুপরি এত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সুগভীর ভাবার্থ পরিব্যক্ত হইয়াছে, যাহা অত্যন্ত দুর্লভ।

আশা করি, সুধী ও ভক্তমণ্ডলী এই গ্রন্থ-অনুশীলনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত তত্ত্ববোধ লাভ করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীসতীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
(গ্রন্থ-প্রকাশক)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

বিষয়-সূচী

প্রথম প্রশ্ন

দ্বিতীয় প্রশ্ন

তৃতীয় প্রশ্ন

চতুর্থ প্রশ্ন

পঞ্চম প্রশ্ন

১। শিবির পুত্র সত্যকামের জিজ্ঞাসা,—যাবজ্জীবন ওঁকারের ধ্যানকারীর কোন্ লোক প্রাপ্তি ঘটে? তদুত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক ওঁকারের মাত্রানুরূপ বিজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনা ও তাহার ফল কথন। ১৪১—১৬৬

ষষ্ঠ প্রশ্ন

১। সুকেশা নামে ভরদ্বাজের পুত্র কর্ত্তৃক ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষবিষয়ক জিজ্ঞাসা এবং পিপ্পলাদ কর্ত্তৃক তদুত্তরে ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্টি-বিষয়ে আলোচনা ও প্রাণাদির উৎপত্তি এবং লয় নিরূপণ এবং পরিশেষে শিষ্য ভারদ্বাজাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক মহর্ষি পিপ্পলাদের স্তুতিমুখে গ্রন্থ-সমাপ্তি। ১৬৭—১৯৪

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মন্ত্র-সূচী

(বর্ণমালানুক্রমে)

মন্ত্র	প্রশ্ন-সংখ্যা শ্রুতি-সংখ্যা		পত্রাঙ্ক
আ			
[তস্মৈ স হোবাচ—] আকাশো হ বা এষ দেবঃ	২।২	···	৫৩
আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।	৩।৩	···	৮৫
আদিত্যো হ বৈ প্রাণো—রয়িরেব চন্দ্রমাঃ	১।৫	···	১৬
আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ	৩।৮	···	৯৬
ই			
ইন্দ্রস্তং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা	২।৯	···	৭০
ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য ! স পুরুষঃ	৬।২	···	১৭৩
উ			
উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা	৩।১২	···	১০৬
ঋ			
ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং সামভিঃ	৫।৭	···	১৫৮
এ			
এতদ্বৈ সত্যকাম ! পরং চাপরং চ ব্রহ্ম	৫।২	···	১৪৩
এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা,	৪।৯	···	১৩৩
এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো	২।৫	···	৬১
ত			
তদ্ যে'হ বৈ তৎপ্রজাপতিব্রতং চরন্তি	১।১৫	···	৪৫
তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ	১।৪	···	১৩
তস্মৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা	২।২	···	৫৩
তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি,	৩।২	···	৮৩
তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য ! মরীচয়ঃ	৪।২	···	১১১
তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য !	৬।২	···	১৭৩
তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথ	২।৩	···	৫৬

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অথর্ব্ববেদীয়া

প্রশ্নোপনিষৎ

শ্রীশ্রীউপনিষদ্-গ্রন্থমালা—৪

প্রথমঃ প্রশ্নঃ

শান্তিপাঠঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাꣳসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] দেবাঃ (ভগবদ্‌শক্ত্যাহিত-শক্তিশালিন্ দেবতাগণ!) কর্ণেভিঃ (কর্ণসমূহের দ্বারা) [বয়ম্—আমরা] ভদ্রম্ (ভগবদ্ভজনানুকূল বাক্য) শৃণুয়াম (যেন শ্রবণ করিতে সমর্থ হই) [হে] যজত্রাঃ (যজমান-পালক দেবগণ!) অক্ষভিঃ (চক্ষুর দ্বারা) [আমরা] ভদ্রম্ (ভগবদ্ভজনানুকূল মঙ্গলময় শ্রুতিপ্রতিপাদ্য-বিষয়) পশ্যেম (দর্শন করিতে যেন সমর্থ হই) স্থিরৈঃ (দৃঢ় ও অবিকল) অঙ্গৈঃ (হস্তপদাদি অবয়ব) [এবং] তনূভিঃ (শরীরের সহিত) [যুক্ত হইয়া] তুষ্টুবাংসঃ (শ্রীভগবানের স্তব করিতে করিতে) দেবহিতং (ভগবদুপাসনাযোগ্য) যদায়ুঃ (যে জীবন বা পরমায়ুঃ) ব্যশেম (তাহা যেন প্রাপ্ত হই)।

বৃদ্ধশ্রবাঃ ইন্দ্রঃ (মহতীকীর্ত্তি যাঁহার সেই অসমোর্দ্ধৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর) নঃ (আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের) স্বস্তি (মঙ্গল) দধাতু (বিধান করুন অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমাদের শ্রুতিজ্ঞান উৎপাদন করুন) [তথা] বিশ্ববেদাঃ (তথা সর্ব্বজ্ঞ) পূষা (পোষক সূর্য্য অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান-প্রকাশক শ্রীহরি) নঃ (আমাদিগের) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ বিধান করুন) অরিষ্টনেমিঃ (অকুণ্ঠিত চক্রধার বিষ্ণুর বাহন) তার্ক্ষ্যঃ (গরুড়দেব) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (কল্যাণ-ময় গন্তব্যস্থানে লইয়া চলুন) [তথা] বৃহস্পতিঃ (বাক্‌পতি বা বুদ্ধির অধিপতি) নঃ (আমাদিগকে) স্বস্তি [দধাতু] (পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তিপ্রদান করুন)॥

ওঁ (হে ভগবন্ পরমাত্মন্ !) শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ত্রিবিধ তাপ ও বিঘ্নের উপশম হউক)॥

অনুবাদ—হে মঙ্গলবিধায়ক ভগবচ্ছক্ত্যাহিত-শক্তিশালী ইন্দ্রাদি দেবগণ ! আমরা (গুরু-শিষ্য সম্প্রদায়) কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরিচালক আপনাদের অনুগ্রহে যেন কল্যাণময় বিষয় নির্ব্বাধে উপাসনা ও উপনিষদের বাণী-শ্রবণ করিতে পারি। হে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা যজমান-পালক দেবগণ ! চক্ষুর্দ্বারা যেন ভগবদুপাসনার অনুকূল বিষয় দর্শন করি। দৃঢ় অঙ্গ ও শরীর লইয়া শ্রীভগবানের স্তবে নিরত থাকিয়া যেন উপাসনাযোগ্য পরমায়ুঃ আমরা প্রাপ্ত হই। অসমোর্দ্ধৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর আমাদিগকে কল্যাণ দান করুন। সূর্য্যরূপী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরি আমাদিগের নির্ব্বিঘ্নে পাঠ সমাপ্তি বিধান করুন। যাঁহার চক্রধারা কুত্রাপি কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই বিষ্ণুরথ অথবা বিষ্ণুবাহন গরুড় শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞনকারী আমাদিগকে গন্তব্য-স্থানে লইয়া যাউন। বাক্‌পতি দেবগুরু আমাদিগের পঠন-পাঠনে ও বোধে শক্তি বিতরণ করুন॥

শ্রুতিঃ—ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ,
সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ,
ভার্গবো বৈদর্ভিঃ, কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা-
ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ, এষ হ বৈ তৎ সর্ব্বং
বক্ষ্যতীতি, তে·হ সমিৎপাণয়ো ভগবন্তং
পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[ঋষি পিপ্পলাদের নিকট সুকেশা প্রভৃতি ছয়টি ব্রহ্মবিদ্যার্থীর ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক প্রশ্ন ও ঋষির প্রশ্নোত্তর লইয়া একটি আখ্যায়িকা বিদ্যার প্রশংসার্থ আরব্ধ হইতেছে। মন্ত্রে যে বিষয়টি সঙ্‌ক্ষিপ্তভাবে নিগূঢ় আছে, তাহারই বিস্তৃতভাবে অনুবাদী এই ব্রাহ্মণ-বাক্য] ওঁ (পরব্রহ্মের নাম স্মরণ পূর্ব্বক উপনিষদারম্ভ) সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ (সুকেশা নামে ভরদ্বাজের পুত্র), শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ (সত্যকাম নামে শিবির পুত্র), সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ (সূর্য্যের পুত্র সৌর্য্য, তাহার পুত্র সৌর্য্যায়ণি নামে গর্গবংশ-জাত), কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ (কৌসল্য নামে অশ্বলমুনির পুত্র) ভার্গবো বৈদর্ভিঃ (ভৃগু বংশীয় এক মুনি যিনি বিদর্ভদেশসম্ভূত), কবন্ধী কাত্যায়নঃ (কবন্ধী নামে কত্য মুনির পুত্র, ইঁহার জীবদ্দশায় পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত ছিলেন), তে এতে হ (প্রসিদ্ধ আছে—এই ছয় জন মুনি, ইঁহারা) ব্রহ্মপরাঃ (অপর ব্রহ্মকে ব্রহ্মবোধে উপাসক) ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ (এবং বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে-নিরত ছিলেন) [কিন্তু যখন দেখিলেন বেদোক্ত কর্ম্মের ফল অনিত্য ও দুঃখসম্মিশ্র তখন তাঁহারা] পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্মকে অর্থাৎ যাহা নিত্য, পূর্ণ এবং আনন্দঘন, পরমপুরুষার্থ তাঁহাকে) অন্বেষমাণাঃ (জিজ্ঞাসু হইয়া আচার্য্যের অন্বেষণ করিতে করিতে) এষ হ বৈ (ইনিই—এই পিপ্প-

লাদ মুনিই) [হ বৈ—নিশ্চিত] তৎ (সেই পরব্রহ্ম) সর্ব্বং (নিরবশেষে) বক্ষ্যতি (উপদেশ করিবেন) ইতি (ইহা) [মনে করিয়া] তে হ (সেই ছয় জন মুনি) সমিৎপাণয়ঃ (শাস্ত্রোক্তবিধি-অনুসারে সমিদ্‌ভার হাতে লইয়া) ভগবন্তং (তত্ত্ববিদ্‌) পিপ্পলাদং (পিপ্পলাদ নামক মহর্ষিকে আচার্য্যরূপে) উপসন্নাঃ (আশ্রয় করিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—(এক সময়) সুকেশা নামে ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, সত্যকাম নামে শিবি-পুত্র, সৌর্য্যায়ণি নামে গর্গবংশসম্ভূত মুনি, কৌশল্য নামে অশ্বলের পুত্র, ভৃগুবংশীয় বিদর্ভদেশীয় এক মুনি এবং কবন্ধী নামে কত্যমুনির প্রপৌত্র, এই ছয়টি মুনি, ইঁহারা প্রথমে বেদপরায়ণ হইয়া অপরা বিদ্যার উপাসক ছিলেন, সে-কারণ বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে মুক্তির সাধন মনে করিয়া তাহাতেই রত ছিলেন. যখন জানিলেন পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান এবং তাঁহার উপাসনাই মুক্তির পথ, তখন সেই পরা বিদ্যার বিষয় পরব্রহ্মের অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবান্‌ পিপ্পলাদ মুনিকে 'ইনিই আমাদের জিজ্ঞাস্য সেই পরব্রহ্মের উপদেশ করিবেন' ইহা মনে করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানু-সারে গুরুসেবার উপকরণস্বরূপ সমিদ্ভার-উপহারহস্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ।

অথ প্রশ্নোপনিষৎ। (তত্র প্রথমঃ প্রশ্নঃ)।

রঙ্গরামানুজবিরচিতপ্রকাশিকাসমেতা।

অতসীগুচ্ছসচ্ছায়মঞ্চিতোরঃ স্থলং শ্রিয়া।

অঞ্জনাচলশৃঙ্গারমঞ্জলির্মম গাহতাম্‌॥

সুকেশা......কাত্যায়নঃ॥

ভরদ্বাজস্যাপত্যং পুমান্‌ ভারদ্বাজঃ। নামতঃ সুকেশা। শিবেরপত্যং

শৈব্যঃ। নামতঃ সত্যকামঃ। সূর্য্যায়ণস্যাপত্যং সৌর্য্যায়ণিঃ। ঈকারশ্ছান্দসঃ। গোত্রতো গার্গ্যঃ। কৌসল্যো নামতঃ। অশ্বলায়নস্যাপত্যমাশ্বলায়নঃ। ভার্গবো গোত্রতঃ। বিদর্ভস্যাপত্যং বৈদর্ভিঃ। কবন্ধী নামতঃ। কাত্যায়নো গোত্রতঃ।

তে······মাণাঃ।

তে হ প্রসিদ্ধাঃ। এত উক্তাঃ সুকেশসত্যকামসৌর্যায়ণিকৌসল্যভার্গবকবন্ধিনঃ ষড়্ ঋষয়ো ব্রহ্মপরা বেদৈকশরণাঃ। ব্রহ্মনিষ্ঠা বেদার্থতাৎপর্য্যবন্তঃ। যদ্বা ব্রহ্মপরা ব্রহ্মজ্ঞানতৎপরাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ। বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্মেত্যুক্তেঃ। পরং ব্রহ্ম পরমুৎকৃষ্টং নিরুপচিতং ব্রহ্ম স্বরূপতো গুণতশ্চ বৃহদ্ভূতং বস্ত্বন্বেষমাণা বিজিজ্ঞাসমানা ইত্যর্থঃ।

এষ হ······মুপসন্নাঃ॥

হ শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। বৈশব্দোঽবধারণে। এষোঽস্মদ্‌বুদ্ধৌ বর্ত্তমানঃ পরব্রহ্মবিত্তেন প্রসিদ্ধঃ পিপ্পলাদ এব। যন্নামস্মাকং জিজ্ঞাসিতানর্থান্ স্বকৃং প্রভবতীতি পর্য্যালোচ্য সমিত্তারাদ্যুপায়নপাণয়ঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা পূজ্যং পিপ্পলাদমুপগতা ইত্যর্থঃ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আচার্য্য-শিষ্য সংবাদেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রস্তূয়তে। তত্র আচার্য্যঃ পিপ্পলাদো নাম, ব্রহ্মবিদ্যার্থিনঃ সুকেশাদয়ঃ ষড়্‌মুনয়ঃ, তে খলু ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থমাচার্য্যমন্বিষ্যন্তঃ যথোপযুক্তং পিপ্পলাদমাচার্য্যং মন্বানাস্তমুপজগ্মুঃ। ক্রমেণ ষট্ মুনয়ঃ একৈক প্রশ্নেন ব্রহ্মবিদ্যামধিজগ্মুঃ তেনেয়ং ষট্‌প্রশ্নী নাম প্রশ্নোপনিষৎ প্রবৃত্তা। ইয়ং হি অথর্ব্ববেদান্তর্গতা। কে তে? সুকেশা নামতঃ ভরদ্বাজস্যাপত্যং পুমান্, শোভনাঃ কেশাঃ সন্তি অস্যেতি সুকেশশব্দান্ মত্বর্থীয়োঽন্ প্রত্যয়ঃ,

ইত্যেকোমুনির্নামতোগোত্রতশ্চ নির্দ্দিষ্টঃ। এবং দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নকর্ত্তা সত্যকামনামা শৈব্যঃ শিবেরপত্যং পুমান্। তৃতীয়োঽপি সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ নাম্না সৌর্য্যায়ণিঃ সূর্য্যস্যাপত্যং সৌর্য্যঃ, তস্যাপত্যং সৌর্য্যায়ণী ছান্দসোদীর্ঘঃ, স হি গার্গ্যঃ গর্গস্য প্রসিদ্ধব্রহ্মবিদো গোত্রাপত্যম্ ইতি যণ্ প্রত্যয়সিদ্ধম্ পদম্। চতুর্থোঽয়ং কৌসল্যো নাম স আশ্বলায়নঃ অশ্বলস্যাপত্যং পুমানিতি অশ্বলশব্দাৎফক্, আয়নাদেশঃ, ভার্গবো-বৈদর্ভিঃ ইতি পঞ্চমঃ প্রষ্টা ভৃগোর্গোত্রাপত্যমিত্যণ্, অনেন গোত্র-পরিচয়ঃ কৃতঃ, ন নামতঃ। বৈদর্ভিরিতি দেশপরিচয়ঃ বিদর্ভেষু ভবঃ, শিষ্টঃ কবন্ধী কাত্যায়নঃ ষষ্ঠঃ, কবন্ধী নামতঃ, কাত্যায়ন ইতি কত্যস্য মুনেঃ গোত্রাপত্যং যুবা প্রপৌত্র ইত্যর্থঃ, তে হ ইতি শ্রূয়তে প্রথমং ব্রহ্মপরাঃ বেদপরায়ণাঃ অপরা বিদ্যোপাসকা আসন্, তেন ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ বেদোক্তযজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়িনশ্চ বভূবুঃ, ততস্তে বেদোক্ত-কর্ম্মণাং ক্ষয়িষ্ণুত্বমবগম্য নিত্যং পূর্ণং পরমানন্দস্বরূপং পরমার্থরূপঞ্চ পর-ব্রহ্ম বেত্তুমন্বিষ্যমাণাঃ ক্রমেণ পিপ্পলাদং মুনিম্ 'এষ হবৈ, নিশ্চয়ে তৎসর্ব্বং পরব্রহ্মতত্ত্বম্ উপদেক্ষ্যতি বক্ষ্যতি উপদেষ্টুং সমর্থ ইত্যবধার্য্য তে 'হ' ইতি শ্রূয়তে, তে মুনয়ঃ গুরূপাসনার্থং সমিৎপাণয়ঃ সমিদ্ভারহস্তা ভগবন্তং তত্ত্ববিদং পিপ্পলাদং নাম আচার্য্যম্ পিপ্পলমশ্বত্থফলমত্তীতি তৎফল-ভক্ষণেন জীবনং নির্ব্বাহয়তীতি তদ্ব্যপদেশবীজম্। উপসন্নাঃ প্রাপ্তাঃ, তৎসমীপমুপজগ্মুরিত্যর্থঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—জননী যেমন নিজ সন্তানের কল্যাণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন সেইরূপ শ্রুতিমাতাও আমাদের ন্যায় সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত সন্তানগণকে পরমাত্মা-পরব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণী-সাহায্যে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত দুরধিগম্য বিদ্যার বিস্তারার্থই ষট্‌প্রশ্নী নামা প্রশ্নোপনিষৎ আরম্ভ

হইতেছেন। প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই এই আখ্যায়িকা দ্বারা বিদ্যার প্রশংসা-মুখে আথর্ব্বণী এই ব্রাহ্মণোপনিষদের প্রবৃত্তি।

ইহাতে প্রসিদ্ধবংশীয় সুবিখ্যাত ছয় জন বেদপরায়ণ এবং বেদোক্ত আচরণনিষ্ঠ ঋষি একসময়ে পরব্রহ্মের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবান্ পিপ্পলাদ ঋষিকেই পরব্রহ্মের পরম-তত্ত্ববিৎ নিশ্চয় করিয়া গুরুসেবার উপকরণ-হস্তে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। সেই ছয় জন ঋষির পরিচয় যথা—(১) ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, (২) শিবিপুত্র সত্যকাম, (৩) গর্গগোত্রীয় সৌর্য্যায়ণি, (৪) কোসলদেশনিবাসী অশ্বলপুত্র আশ্বলায়ন, (৫) বিদর্ভদেশীয় ভার্গব, (৬) কত্যবংশধর কবন্ধী। ইহাঁরা প্রথমে বেদপরায়ণ হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে রত ছিলেন পরে যখন জানিতে পারিলেন যে, বেদোক্ত কর্ম্মের ফল অনিত্য ও দুঃখমিশ্রিত ; একমাত্র পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক পরব্রহ্মের উপাসনাতেই জীবের মুক্তি ও নিত্যমঙ্গল সাধিত হয়। পরব্রহ্মই নিত্য, পূর্ণ ও আনন্দময়। তখন তাঁহাকে জানিবার বা পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মের তত্ত্ববিৎ গুরুর আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য, এই বোধে তাঁহারা অন্বেষণ করিতে করিতে ভগবান্ পিপ্পলাদকেই একমাত্র উপযুক্ত গুরু নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠাদি অথবা গুরুসেবার উপকরণস্বরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি লইয়া পিপ্পলাদ ঋষির শ্রীচরণাশ্রয় করিলেন। পিপ্পলাদ ঋষিই তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য তত্ত্বের বিষয় যথার্থ উপদেশ করিতে সমর্থ, ইহাও তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন।

শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞান-লাভের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয়ের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রেই পাই,—

মুণ্ডকোপনিষদে পাই,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥" (মুঃ ১।২।১২)

ছান্দোগ্যে পাই,—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (ছাঃ ৬।১৪।২)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"(ভাঃ ১১।৩।২১)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

এমন কি, সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসার ১১শ সংখ্যা-ধৃতবচন—

"জননমরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরাজলরাশিমিব।
উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি" ॥১॥

**শ্রুতিঃ—তান্ হ স ঋষিরুবাচ—ভূয় এব তপসা
ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ।
যথাকামং প্রশ্নান্ পৃচ্ছত।
যদি বিজ্ঞাস্যামঃ, সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি ॥২॥**

অন্বয়ানুবাদ—হ (এইরূপ শুনা যায়) স ঋষিঃ (মন্ত্রদ্রষ্টা সেই পিপ্পলাদ মুনি), তান্ (উপস্থিত সেই ছয় জন তপস্বীকে) উবাচ

(আদেশ করিলেন) ভূয়ঃ এব (পুনরায়, যদিও তোমরা তপস্বী ও ব্রহ্মচারী আছ, তাহা হইলেও পরব্রহ্মোপাসনাতে আরও অধিক তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আবশ্যক) তপসা (তপস্যা দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযম দ্বারা) ব্রহ্মচর্য্যেণ (বিশেষরূপে ব্রহ্মচর্য্যের অঙ্গানুষ্ঠান দ্বারা) শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্য বুদ্ধি লইয়া) সংবৎসরং (এক বৎসরকাল) সংবৎস্যথ (সম্যক্ গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বাস করিবে) [পরে] যথাকামং (ইচ্ছানুরূপ), প্রশ্নান্ (জিজ্ঞাসিত সমস্ত তত্ত্ব) পৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিও), যদি (যদি) [আমি] বিজ্ঞাস্যামঃ (জানি, গর্ব্ব-পরিহারার্থ তিনি সম্ভাবনার্থে 'যদি' শব্দ প্রয়োগ করিলেন) [বিজ্ঞাস্যামঃ—তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় জ্ঞাত থাকি, তাহা হইলে] বঃ (তোমাদিগকে) সর্ব্বং (সমস্তই নিঃশেষে অর্থাৎ বঞ্চনা না করিয়া) বক্ষ্যামঃ (বলিব, অকপটে উপদেশ করিব) ইতি (এই কথা বলিলেন)। [অভিপ্রায় এই—যদি আমার উপর তত্ত্বজ্ঞতা-সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ থাকে এবং বহু ক্লেশসাধ্য তপস্যাদিতে তোমাদের প্রবৃত্তি না হয় তবে তোমরা যথেষ্ট স্থানে সুখে যাইতে পার। গুরুর তত্ত্বজ্ঞতা-সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হইয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শুশ্রূষা করিতে থাক, এই হইল শিষ্যদের করণীয়, আর গুরুপক্ষে যেন তেন প্রকারে শিষ্য-সংগ্রহের জন্য তাঁহার নিতান্ত আগ্রহও পরিত্যাজ্য] ॥২॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণার্থ উপস্থিত ছয়টি মুনিকে ঋষি পিপ্পলাদ আদেশ করিলেন, তোমরা আরও তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা লইয়া এক বৎসরকাল (গুরুসেবা পরায়ণ হইয়া) বাস কর, পরে তোমাদের ইচ্ছামত জিজ্ঞাসিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিও, যদি আমার জ্ঞাত থাকে, তবে সমস্তই (অকপটভাবে) তোমাদিগকে বলিব ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তান্ হ......রুবাচ।

শব্দার্থঃ। ভূয়......ইতি॥

যদ্যপি পূর্ব্বমেব ভবন্তস্তপোব্রহ্মচর্য্যাদিসম্পন্নাস্তথাঽপি ব্রহ্মবিদ্যা-গ্রহণার্থং পুনরপি শরীরশোষণাদিলক্ষণতপসা যোষিৎস্মরণকীর্ত্তনকেলি-প্রেক্ষণগুহ্যভাষণসংকল্পাধ্যবসায়ক্রিয়ানির্বৃতিলক্ষণাষ্টবিধমৈথুনবর্জ্জনরূপ-ব্রহ্মচর্য্যেণাস্তিক্যবুদ্ধিলক্ষণয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ সন্তঃ সংবৎসরমাত্রং বাসং কুর্ব্বন্থিতি যাবৎ। ততঃ স্বেচ্ছানুবোধেন প্রষ্টব্যানর্থান্ পৃচ্ছত। যদি তানর্থান্বয়ং বিজ্ঞাস্যামস্তদা বঞ্চনমন্তরেণ সর্ব্বং বক্ষ্যামঃ। যদ্যস্মাসু জ্ঞাতৃত্বনিশ্চয়াভাবেন সংবৎসরব্রহ্মচর্য্যতপ আদৌ বহুক্লেশসাধ্যে প্রবৃত্তির্ন যুষ্মভ্যং রোচতে তদা সুখেন গন্তব্যমিতি ভাবঃ। ততশ্চ গুরোর্জ্ঞাতৃত্বপরীক্ষামন্তরেণৈব শুশ্রূষা কার্য্যেত্যয়মর্থঃ শিক্ষিতো ভবতি। তথা গুরোরপি শিষ্যসংগ্রহে নাতীবাদরঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ সূচিতঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথোপগতাংস্তপস্বিনঃ পরব্রহ্মবিদ্যার্থিনো জ্ঞাত্বা স ঋষিঃ ব্রহ্মবিদ্ তান্ উবাচ আদিষ্টবান্ যূয়ং ভূয়এব পুনরপি যদ্যপি যূয়ং তপস্বিনো ব্রহ্মচারিণঃ শ্রদ্ধাবন্তশ্চ ভবথ তথাপি পুনর্বিশেষেণ ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণস্যাঙ্গভূতানি তপঃপ্রভৃতীনি আচরণীয়ানীত্যর্থঃ। তত্র তপঃ শরীরশোষণং কর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যমষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জ্জনং যদুক্তং 'স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃতিরেব চ। এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্ট-লক্ষণ'মিতি। শ্রদ্ধা আস্তিক্যবুদ্ধিঃ গুরৌ জ্ঞাতৃত্বনিশ্চয়ো বা, সংবৎসরং বর্ষমেকং ব্যাপ্য বৎস্যথ গুরুশুশ্রূষাপরাস্তিষ্ঠথ অথ অধিকারলাভাৎ পরং প্রশ্নান্ জিজ্ঞাসিতব্যান্ বিষয়ান্ পৃচ্ছত, যদি বয়ং 'অস্মদোদ্বয়োশ্চ' ইত্যনুশাসনাৎ একত্বেঽপি বহুবচনম্ যদীতি স্বস্য বিনয়প্রদর্শনার্থম্। বিজ্ঞাস্যামঃ জানীমঃ, তদা অকপটেন সর্ব্বং বক্ষ্যামঃ উপদেক্ষ্যাম ইতি। বঃ যুষ্মভ্যামিতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—মহর্ষি পিপ্পলাদ পূর্ব্বোক্ত ছয় ঋষিকে পরব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া তাহার নিকট সমাগত জানিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,

—তোমরা যদিও পূর্ব্বেই তপস্যাদিসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তথাপি পুনর্ব্বার সর্ব্বেন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও আস্তিক্যবুদ্ধিরূপ শ্রদ্ধাসমন্বিত হইয়া একবৎসরকাল আমার সমীপে বাস কর। তদনন্তর যথাভিলষিত প্রশ্ন করিও। তিনি বিনয়-সহকারে আরও বলিলেন যে, যদি আমি তোমাদিগের প্রশ্নের উত্তর অবগত থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের নিকট বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

গুরুর তত্ত্বজ্ঞতা-সম্বন্ধে শিষ্যের কোনপ্রকার সন্দেহ থাকিলে গুরুসেবা-পরায়ণ হইয়া একবৎসর গুরুসমীপে বাস করিলে তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে। এইজন্য শাস্ত্রে শিষ্যকে পরীক্ষার্থ এক বৎসর গুরুগৃহে বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ শিষ্যের তত্ত্বজ্ঞান-লাভের প্রকৃত আগ্রহ আছে কিনা, তাহাও বৎসরাবধি শরীরশোষক কৃচ্ছ্র তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত পালনের দ্বারা জানা যাইবে। এইজন্য শাস্ত্রের উপদেশ। কোন প্রকার স্নেহ বা লোভবশতঃ শিষ্য প্রাপ্তিমাত্রেই গ্রহণ করাও তত্ত্বজ্ঞ গুরুর কর্ত্তব্য নহে, তাহাও লক্ষণীয়।

গুরুর গুণ বা যোগ্যতা-সম্বন্ধে হরিভক্তিবিলাস ১।৩৫ শ্লোকধৃত বিষ্ণুস্মৃতি বচনে পাই,—

"পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্নহি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সংচ্ছেত্তাহনলসো গুরুরাহৃতঃ॥"

শিষ্যের লক্ষণেও পাওয়া যায়,—

"অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোহর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শ্রীভাগবত-বচন—হঃ ভঃ বিঃ ১।৪৪)

গুরু-শিষ্যের বর্ষ-পরীক্ষার বিষয়েও হরিভক্তিবিলাসে পাওয়া যায়,—

শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত শ্রীভাগবত-বচন,—

"তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্য-স্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতাচেতি নান্যথৈবেতিনিশ্চয়ঃ ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৫০) ॥২॥

শ্রুতিঃ—অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ—ভগবন্! কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (এক বৎসর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা সহকারে গুরুগৃহে বাসের পর) কবন্ধী কাত্যায়নঃ (কত্য মুনির প্রপৌত্র কবন্ধীমুনি) উপেত্য (মহর্ষির নিকট আসিয়া) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন), ভগবন্! (হে মহাপ্রভাবশালিন্!) কুতঃ হ বৈ (কোথা হইতে অর্থাৎ কোন্ উপাদান-কারণ হইতে) হ বৈ (বাস্তব ও প্রসিদ্ধ) ইমাঃ প্রজাঃ (এই পরিদৃশ্যমান লোকসকল) প্রজায়ন্তে ইতি (জন্ম-গ্রহণ করে,—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ—এক বৎসর তপস্যাচরণ, শ্রদ্ধা (গুরুসেবা) ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর কবন্ধী কাত্যায়ন গুরুর নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, হে মহাপ্রভাবশালিন্! এই সমস্ত লোক কোথা হইতে উৎপন্ন হইতেছে? ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ……পপ্রচ্ছ।

সংবৎসরবাসানন্তরমন্তেরনুজ্ঞাতঃ কবন্ধী পিপ্পলাদস্য সমীপং যথাবিধ্যু-পগম্য পপ্রচ্ছ। কিমিতি—

ভগবন্ কুতো……ইতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আচার্য্যাদেশানুসারেণ সংবৎসরকালং যাবৎ পালিততপোব্রহ্মচর্য্যঃ শ্রদ্ধাবাংশ্চ কাত্যায়নঃ কবন্ধীনাম গুরুমুপগম্য পৃষ্টবান্ ভগবন্! কুতঃ কারণাৎ উপাদানাৎ নিমিত্তাচ্চ ইমাঃ পরিদৃশ্যমানাঃ প্রজাঃ জনাঃ 'প্রজা স্যাৎসন্ততৌ জনে' ইত্যমরঃ, প্রজায়ন্তে-উৎপদ্যন্তে। কার্য্যমাত্রং প্রতি কারণসত্তায়া আবশ্যকত্বাৎ ইয়ং কারণ-জিজ্ঞাসা। তত্র প্রষ্টুঃ সন্দেহস্যায়মবকাশঃ ন হি লোকঃ স্বস্বপিতৃন্ আশ্রিত্য জায়ন্ত ইতি লোকপ্রসিদ্ধং, তেষামপ্যুৎপত্তৌ কারণান্বেষণে অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ, অতোঽদৃশ্যং কিমপি কারণং, ন চ পঞ্চভূতানি, তেষামপি জন্যত্বাৎ জড়ত্বাচ্চ, কিঞ্চ চেতনানধিষ্ঠিতানাং তেষাং কারণত্বে সর্ব্বদৈবোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, অতঃ স্বতন্ত্রঃ চৈতন্যবান্ তৎকর্ত্তাঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তেন ন জড়ায়াঃ প্রকৃতেঃ কারণত্বম্, নাপি জীবস্য তস্যাস্বতন্ত্রত্বাৎ সৃষ্টেঃ প্রাগনুপলম্ভাচ্চ, নাপীশ্বরঃ তদনুপলম্ভাদিতি ভগবান্ সর্ব্বেষাং ন প্রত্যক্ষগোচরঃ ইতি। প্রশ্নাভিপ্রায়ঃ ॥৩॥

তত্ত্বকণা—মহর্ষি পিপ্পলাদের আজ্ঞানুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরু-সেবা-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার সহিত বিধিপূর্ব্বক এক বৎসর-কাল গুরুগৃহে নিবাসান্তে কত্যবংশীয় কবন্ধী মহর্ষির সমীপে সমাগত হইয়া শ্রদ্ধা ও বিনয়-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কোন্ নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হইতে দেবতা-মনুষ্যাদি প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"আদৌ গুরুপদাশ্রয়, তৎপরে সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা।" ॥৩॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স হোবাচ—প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ,
স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা
স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ
প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ হ (প্রসিদ্ধ আছে আচার্য্য পিপ্পলাদ) তস্মৈ

(প্রশ্নকারী কবন্ধীকে) উবাচ (উত্তর করিলেন) বৈ (পুরাবৃত্ত এই—) প্রজাপতিঃ (পরমেশ্বর স্বয়ং) প্রজাকামঃ (লোক সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়াছিলেন) সঃ (সেই জগৎসিসৃক্ষু প্রজাপতি) তপোঽতপ্যত (স্রষ্টব্য-বিষয়ক আলোচনা—চিন্তারূপ তপস্যা করিলেন) স তপঃ তপ্ত্বা (কি সৃষ্টি করিব ? কাহার দ্বারা কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিব ? এই ঈক্ষণের অর্থাৎ পর্য্যালোচনার পর) মিথুনং (প্রকৃতি ও পুরুষরূপযুগল যাহারা সৃষ্টির সাধন) উৎপাদয়তে (সৃষ্টি করিলেন) [তাহারা কে ?] রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চ ইতি (রয়ি—সোম ও প্রাণ—আদিত্য এই দুইটি) [সমস্ত প্রজা সৃষ্টির কামনা করিয়া দুইটি সৃষ্টি করিলেন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন] এতৌ (এই দুইটি) মে (সমগ্র প্রজাসিসৃক্ষু আমার) বহুধা (বহুপ্রকার নামরূপাত্মক) প্রজাঃ (প্রজাবর্গ) করিষ্যতঃ (সৃষ্টি করিবে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে আমি আবিষ্ট হইয়া সমস্ত সৃষ্টি করিব) ইতি (এই প্রকার চিন্তা করিয়াছিলেন) ॥৪॥

অনুবাদ—মহর্ষি পিপ্পলাদ প্রশ্নকর্ত্তা কবন্ধীকে তাহার প্রশ্নের সমাধানার্থ বলিলেন, প্রসিদ্ধি আছে—প্রজাপতি পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টি-কামনায় তপস্যা অর্থাৎ স্রষ্টব্য-বিষয়ের ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ আলোচনা করিলেন। তিনি সেই তপস্যারূপ পর্য্যালোচনা করিবার পর রয়ি ও প্রাণনামক যুগল সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হইল—এই দুইটিই আমার অভিপ্রেত বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিবে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে আমি আবিষ্ট হইয়া সমস্ত করিব, ইহারা সৃষ্টির নিমিত্তমাত্র হইবে ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মৈ……হোবাচ।

এবং পৃষ্টবতে কবন্ধিনে পিপ্পলাদ উবাচ—প্রজা……তপ্যত।

অত্র প্রজাপতিশব্দো ব্রহ্মপরঃ। অস্য কারণবাক্যাদ্ব্যাসার্যৈঃ সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণেঽত্রত্যপ্রজাপতিশব্দস্য ব্রহ্মপরত্বস্য সমর্থিতত্বাৎ।

স প্রসিদ্ধঃ প্রজাপতিঃ পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টিকামনয়া স্রষ্টব্যালোচনরূপং তপোঽতপ্যত কৃতবান্। স............চেতি।

এবং স্রষ্টব্যং পর্য্যালোচ্য রয়িপ্রাণশব্দিতপ্রকৃতিপুরুষাখ্যং মিথুনমুৎপাদিতবানিত্যর্থঃ।

কেনাভিপ্রায়েণেত্যত আহ—এতৌ............ইতি।

প্রজাকামস্য মমেতৌ রয়িপ্রাণাবনেকপ্রকারান্প্রাণিন উৎপাদয়িষ্যত-ইত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রশ্নকর্ত্তৃঃ সংশয়নিরাকরণার্থং স ঋষিঃ পিপ্পলাদঃ, উবাচ—প্রজানামুপাদানকারণকথনমুখেন উক্তবান্—কিমিতি? সৃষ্ট্যাদৌ স প্রজাপতিঃ পরমাত্মা কেচিত্তু প্রজাপতির্হিরণ্যগর্ভ ইত্যাহুঃ। তেষাং হিরণ্যগর্ভঃ তদ্ভাবভাবিতঃ কল্পাদাবুৎপন্নো জগৎ সসর্জ ইত্যর্থ ইত্যবিরোধঃ, অন্যথা সাক্ষাৎতস্য জগৎকর্ত্তৃত্বে শ্রুতিব্যাকোপঃ স্যাৎ যথাহ—শ্রুতিঃ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিবিশন্তী'ত্যাদিঃ, 'জন্মাদ্যস্য যত' ইতি পারমর্ষং সূত্রঞ্চ বিরুধ্যেত। 'স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' ইতি পরমাত্মন এব জগৎসৃষ্টৌ স্রষ্টব্যালোচনরূপ-তপোঽপরনাম্ন ঈক্ষণমূলকত্ব শ্রুতিশ্চ। তপস্তপ্ত্বা এবং পর্য্যালোচ্য, মিথুনম্ স্ত্রীপুংসরূপং যুগলম্ উৎপাদয়তে উদপাদয়ৎ উৎপাদিতবান্। তচ্চ মিথুনং সূর্য্যাসোমরূপং তথাচ—মন্ত্রঃ—'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দি'তি। ভগবদাবিষ্টস্য হিরণ্যগর্ভস্য প্রপঞ্চসৃষ্টৌ তপসঃ সাধনত্বমাহ—স্মৃতিঃ—'ভূয়স্ত্বং তপ আতিষ্ঠ বিদ্যাঞ্চৈব মদাশ্রয়াম্। তাভ্যামন্তর্হৃদি ব্রহ্মল্লোঁকান্ দ্রক্ষ্যস্যপাবৃতানি'তি। ভাঃ ৩।৯।৩০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিক্রমেণ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সৃষ্টিরিতি ন প্রসিদ্ধিবিরোধঃ ইতি মন্তব্যম্ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—কবন্ধী ঋষির প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন—হে কাত্যায়ন ! বেদে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, সমগ্র প্রাণী বা জীবগণের অধিপতি পরমেশ্বর সৃষ্টির আদিতে প্রজা সৃষ্টি করিবার জন্য ইচ্ছা করিলে তাঁহার সংকল্পরূপ তপশ্চরণ হয়। সেই তপস্যা হইতে সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী ও পুরুষরূপ মিথুন উৎপন্ন হয়। তাঁহারা রয়ি এবং প্রাণ-নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য যে, এই উভয়ে মিলিত হইয়া বহুবিধ প্রজা সৃষ্টি করিবে। তিনি ইহাও মনে করিলেন যে, ইহারা আমার প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইবে ॥৪॥

শ্রুতিঃ—আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ,
রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং, যন্মূর্ত্তং চামূর্ত্তঞ্চ ;
তস্মান্ মূর্ত্তিরেব রয়িঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—প্রজাপতি প্রজা-সৃষ্টির জন্য রয়ি ও প্রাণ-নামে মিথুন সৃষ্টি করিলেন, এক্ষণে সেই রয়ি ও প্রাণ হইতে কিরূপে চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট হইল, তাহাই দেখাইতেছেন] আদিত্যঃ (অদন কর্ত্তা) হ বৈ (নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ) প্রাণঃ (প্রাণ-শব্দে শব্দিত) [ত্রিবিধ অগ্নির মধ্যে আদিত্যাগ্নিকে প্রাণ জানিবে অর্থাৎ তাহাই ভোক্তা আত্মা] চন্দ্রমাঃ (চন্দ্র—যাহা মনোরঞ্জন করে অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুমাত্রই) রয়িঃ এব (রয়ি-শব্দবাচ্য, বিষয়া-ভিমানিনী দেবতা) রয়ির্বা এতৎ সর্ব্বং (অথবা এই তেজ, অপ্ ও অন্ন এই সমুদয়ই রয়ি-শব্দে শব্দিত), [তাহা কি ?] যৎ মূর্ত্তং (যাহা মূর্ত্তিমান্—স্থূল) অমূর্ত্তঞ্চ (এবং যাহা মূর্ত্তিহীন—সূক্ষ্ম) [অতএব এই উভয়ই রয়িস্বরূপ] তস্মাৎ (সেই অমূর্ত্ত হইতে পৃথগ্ভূত

মূর্ত্ত বস্ত্ত) মূর্ত্তিরেব (সুতরাং মূর্ত্তিই মূর্ত্ত) রয়িঃ (তাহাই রয়ি, যেহেতু অমূর্ত্ত আত্মা কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়) ॥৫॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অত্তা ও অন্ন এই দুইটি পদার্থ জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, তন্মধ্যে যাহা মূর্ত্ত তাহাই রয়ি বা অন্ন এবং যাহা অমূর্ত্ত তাহাই প্রাণ বা অত্তা। এক্ষণে আদিত্য ও চন্দ্রে প্রাণ ও রয়ি ধ্যানের জন্য বলিতেছেন—আদিত্যই অদনকর্ত্তা বলিয়া প্রাণশব্দবাচ্য, আর ভোগ্যবস্তু প্রাণের রঞ্জক বলিয়া চন্দ্র শব্দদ্বারা বোধ্য। অতএব জগতে পরিদৃশ্যমান যাহা কিছু তৎসমুদয় মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদে প্রাণের ভোগ্য বলিয়া রয়ি নামে প্রসিদ্ধ। সুতরাং রয়ি মূর্ত্তিস্বরূপ ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—রয়িপ্রাণশব্দার্থমাহ—আদিত্যো……চন্দ্রমাঃ।

আদত্ত ইত্যাদিত্যো ভোক্তা স এব প্রাণ ইত্যর্থঃ। আদিত্য-শব্দিতভোক্তৃপ্রতিদ্বন্দ্বতয়া ভোগ্যবর্গস্য চন্দ্রত্বেন নির্দ্দেশঃ। তস্য প্রাণ-শব্দিতত্বে হেতুং সমনন্তরমেব বক্ষ্যতি। রয়িরেব চন্দ্রমা ইত্যস্যাভি-প্রেতমর্থমাহ—রয়ির্বাঃ……রয়িঃ॥

মূর্ত্তিশব্দেন পৃথিব্যপ্তেজাংসি উচ্যন্তে। অমূর্ত্তশব্দেন বায়্বন্তরিক্ষে উচ্যেতে। সর্ব্বমপি ভূতজাতং রয়িরন্নং ভোগ্যমিত্যর্থঃ। তস্মান্মূর্ত্ত-শব্দিতং পাঞ্চভৌতিকং শরীরং সর্ব্বং ভোগ্যমেবেত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ জগন্নিমিত্তীভূতয়ো রয়িপ্রাণয়োঃ স্বরূপমাহ—আদিত্যঃ দ্যুলোকাগ্নিঃ সূর্য্যঃ স খলু অত্তীতি আদিত্য উচ্যতে, আদিত্য-এব প্রাণঃ প্রাণ-শব্দবাচ্যঃ, হ বৈ ইতি নিপাতদ্বয়ং প্রসিদ্ধ্যর্থে। চন্দ্রমাস্তু চন্দ্রঃ চন্দয়তি রঞ্জয়তি অত্তারমিতি ভোগ্যংবস্তু ইত্যেতৎ রয়িরেব অন্ন-মেব সোমঃ স এব রয়িরুচ্যতে। ইতি প্রমাণসিদ্ধঞ্চৈতৎ ইত্যাহ—'রয়ির্বা

এতৎ সর্ব্বমি'তি। এতৎ পরিদৃশ্যমানং বিশ্বং রয়ির্বৈ রয়িরেব অন্নমেব ভবতি, কিন্তৎ যৎ মূর্ত্তং স্থূলং তেজোঽবন্নলক্ষণং, অমূর্ত্তঞ্চ সূক্ষ্মং বায়্বন্তরিক্ষরূপম্ এতৎসর্ব্বং রয়ির্ভবতি ভোগ্যত্বাৎ, ততশ্চ যদ্যদ্ ভোগ্যং বস্তু তত্তদ্রয়িঃ যশ্চ ভোক্তা স প্রাণ, ইত্যাম্নাতম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রাণ এবং রয়ির স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন। মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিলেন যে, অদনকর্ত্তা বলিয়া আদিত্য ভোক্তা এবং তিনিই প্রাণ, আর ভোগ্যবস্তুমাত্র অন্ন-শব্দে অভিহিত বলিয়া চন্দ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট। মূর্ত্তি-শব্দে পৃথিবী, অপ্ ও তেজ কথিত হয়, আর অমূর্ত্ত শব্দের দ্বারা মূর্ত্তিহীন বায়ু ও অন্তরীক্ষ কথিত হয়। সমুদয় ভূতজাত দ্রব্য রয়ি বা অন্ন অর্থাৎ ভোগ্যপদার্থ। অতএব মূর্ত্তশব্দিত পাঞ্চভৌতিক শরীর সব ভোগ্যই।

প্রজাপতি পরমেশ্বর চন্দ্র-সূর্য্যগত রয়ি এবং প্রাণে প্রবেশ পূর্ব্বক উক্ত মিথুনকে নিমিত্ত করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন ॥৫॥

শ্রুতিঃ—অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি,
তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে।
যদ্দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধো, যদূর্দ্ধং,
যদন্তরা দিশো, যৎ সর্ব্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্ব্বান্
প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে প্রাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন—প্রাণ অমূর্ত্ত হইলেও যেহেতু অত্তা সেজন্য তাহার ভোগ্য সমস্তই—যেমন] আদিত্যঃ (সূর্য্য) উদয়ন্ (যখন উদিত হন) [তখন] প্রাচীং দিশং (পূর্ব্বদিক্) প্রবিশতি (ব্যাপ্ত করেন) তেন (সেই নিজ ব্যাপ্তিদ্বারা) রশ্মিষু (স্বকীয় কিরণরাজিতে) প্রাচ্যান্ (পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী) প্রাণান্

(প্রাণী—দিক্‌পতি ইন্দ্র ও তৎপত্নী প্রভৃতিকে) সন্নিধত্তে (সন্নিবেশিত করেন অর্থাৎ সূর্য্য নিজের প্রকাশস্বরূপ ব্যাপক রশ্মিসমুদায়ের ব্যাপ্য প্রাণীদিগকে ধারণ করেন অর্থাৎ প্রাণবন্ত করেন, প্রাচ্য প্রাণের রশ্মিমধ্যে সন্নিবেশহেতু পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণিগণ প্রাণবান্ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য) [এবং] দক্ষিণাম্ (দক্ষিণদিক্‌কে যখন রশ্মিদ্বারা ব্যাপ্ত করেন তখন সেইদিগ্‌বর্ত্তী দেবতা প্রভৃতিকে ধারণ করেন) যৎ প্রতীচীম্ (ঐ প্রকার পশ্চিমদিক্) যদুদীচীং (উত্তরদিক্) যদধঃ (অধোদিক্) যদূর্দ্ধং (উর্দ্ধদিক্) যদন্তরা দিশঃ (মধ্যবর্ত্তীদিক্—অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণগুলিকে) [এবং] যৎসর্ব্বং (তদ্‌ভিন্ন যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়কে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন অর্থাৎ প্রকাশক কিরণদ্বারা ব্যাপ্ত করেন) তেন (সেই প্রকাশব্যাপন দ্বারা) সর্ব্বান্ প্রাণান্ (সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণিগণকে) রশ্মিষু (স্বকীয় প্রকাশক কিরণমধ্যে) সন্নিধত্তে (ব্যাপ্ত প্রাণদিগকে ধারণ করেন) ॥৬॥

অনুবাদ—অতঃপর আদিত্যকে প্রাণ বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন, যুক্তি এই—সূর্য্য যখন উদিত হন তখন তিনি রশ্মিমধ্যে সন্নিবেশিত নিজ-প্রকাশশক্তি দ্বারা পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী প্রাণবায়ুকে রশ্মিমধ্যে সন্নিবেশিত করেন অর্থাৎ তাদৃশ প্রকাশক রশ্মিসংযুক্ত প্রাণগুলির সম্পর্কে প্রাণীদিগকেও প্রকাশ করেন। এইরূপ দক্ষিণ দিকের প্রাণিগণকে রশ্মিব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত করেন, তদ্রূপ পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ, অধো ও চতুষ্কোণ দিগ্‌বর্ত্তী প্রাণকে প্রাণবন্ত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রকাশাত্মক রশ্মিসংযোগে প্রাণগুলিকে প্রকাশ করেন, অধিক কি, যে সমস্ত বস্তু তিনি প্রকাশ করেন, তাহারা সমস্তই সূর্য্যের রশ্মি-সম্পর্কে প্রাণবন্ত হয় অর্থাৎ জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়, এইজন্য সমস্ত তত্ত্বকে এইরূপে আত্মবান্ বলা হয় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথাদিত্যঃ। রয়িনিরূপণানন্তরমাদিত্যো বর্ণ্যত-ইতি শেষঃ। আদিত্যশব্দিতস্য ভোক্তুঃ প্রাণশব্দিতত্বে হেতুরুচ্যত ইতি যাবৎ। উদয়ন্……সন্নিধত্তে॥

অয়ং জীবঃ সুষুপ্তিস্থানাৎপ্রবুধ্যমান এব সন্প্রাচীং দক্ষিণাং প্রতীচীমুদীচীমধশ্চোর্ধ্বমন্তরা দিশশ্চ সর্ব্বং প্রকাশয়ংস্তত্তদ্দিগ্‌গতীন্দ্রিয়াণি ধর্মভূতজ্ঞানাখ্যরশ্মিদ্বারা বিভর্তি। তস্মাৎ স এব সর্ব্বপ্রাণশব্দিতেন্দ্রিয়-নির্ব্বোঢ়ৃত্বাৎপ্রাণ ইত্যর্থঃ। প্রাচীং দিশং প্রবিশতি প্রকাশয়তি প্রাচ্যান্‌পদার্থানুপলভত ইতি যাবৎ। তেন তস্মাদ্বেতোঃ প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিপদার্থপ্রকাশকচক্ষুরাদীন্‌প্রাণান্‌ধর্মভূত-জ্ঞানাখ্যরশ্মিমুখেনাধিতিষ্ঠতি প্রেরয়তি। ধর্মভূতজ্ঞানেন তদধিষ্ঠাতৃত্ব-লক্ষণসন্নিধানাভাবে চক্ষুরাদিনা করণেন রূপাদ্যুপলম্ভো ন স্যাৎ। চেতনানধিষ্ঠিতস্য করণস্য কার্য্যাসমর্থত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্দক্ষিণাং যৎ প্রতীচীং যদুদীচীমিত্যাদৌ যদ্দক্ষিণাং প্রবিশতি তেন দাক্ষিণাত্যান-প্রাণান্‌রশ্মিষু সন্নিধত্তে যৎপ্রতীচীং প্রবিশতি তেন প্রতীচ্যান্‌প্রাণান্‌-রশ্মিষু সন্নিধত্ত ইত্যাদিশেষঃ পূরণীয়ঃ। লাঘবার্থং প্রতিপর্য্যায়ং তদনুক্তিঃ। অত্র প্রজাঃ সিসৃক্ষুঃ পরমাত্মা প্রকৃতিং পুরুষং চ সসর্জ্জেতি বক্তব্যে পরোক্ষরূপেণ রয়িপ্রাণশব্দাভ্যাং তদভিলাপো রয়ি-প্রাণয়োশ্চন্দ্রাদিত্যশব্দাভ্যামভিলাপশ্চ 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ' [ঐতঃ ১৩] ইতি রীত্যা রহস্যার্থস্য স্ফুটতরোপদেশানর্হত্বসূচনার্থঃ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সূর্য্যঃ কথং জগতাং প্রাণঃ, ইত্যেতৎ যুক্ত্যা উপপাদয়তি অথেত্যাদিনা, অথ রয়িনিরূপণানন্তরম্ আদিত্যঃ—সূর্য্যঃ। আদিত্যস্য প্রাণশব্দিতত্বে হেতুরুচ্যতে—উদয়ন্ উদয়ং লভমানঃ, সূর্য্য-ইতি শেষঃ, প্রাচীং পূর্ব্বাং দিশং প্রবিশতি স্বপ্রকাশেন ব্যাপ্নোতি ইতি যৎ স্বপ্রকাশদ্বারাব্যাপনং তেন ব্যাপনেন প্রাচ্যান্ পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিনো

দিক্পালাদীন্ প্রাণান্ প্রাণিনঃ, রশ্মিষু প্রকাশাত্মসু স্বকিরণেষু সন্নিধত্তে সন্নিবেশয়তি প্রকাশসন্নিবেশাৎ ইন্দ্রাদীনাং প্রাণা অপি প্রাণবন্তশ্চেতনাপ্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। এবং দক্ষিণাম্, পশ্চিমাম্ উত্তরাম্, অগ্ন্যাদিকোণান্, ঊর্দ্ধদিশমধোদিশম্, দশদিশঃ এবং এতদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ সর্ব্বং যৎ প্রকাশেন ব্যাপ্নোতি তেন ব্যাপনেন রশ্মিদ্বারা প্রকাশসংযোগেন সর্ব্বং প্রাণবৎ ভবতি অতঃ প্রকাশাত্মা আদিত্যএব তেষাং প্রাণ ইতি স্থিতম্ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে সমগ্র প্রাণিগণের শরীরে যে জীবনীশক্তি আছে, উহার সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। ভাবার্থ এই যে—রাত্রি অতীত হইলে যখন সূর্য্য উদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে স্বীয় প্রকাশ প্রদর্শন করেন, তখন প্রাণিগণের প্রাণকে নিজ কিরণমধ্যে ধারণ করেন অর্থাৎ উহার জীবনীশক্তি সূর্য্যের কিরণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া নবীন স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এইপ্রকার যে সময়ে যেদিকে যেথায় সূর্য্য নিজ প্রকাশ প্রদর্শন করেন, সে সময়ে সেদিকেই প্রাণিগণের স্ফূর্ত্তি দিয়া থাকেন, অতএব সূর্য্যই সমস্ত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ। সেই প্রাণস্বরূপ সূর্য্য উদিত হইয়া স্বীয় প্রকাশের সহিত পূর্ব্বদিকে যে প্রবেশ করেন, তদ্দ্বারা পূর্ব্বদিক্পালসকল এবং পূর্ব্বদিক্স্থ প্রাণিসকলের উৎপাদন হেতু প্রাণশব্দে কথিত ইন্দ্র ও তৎপত্নী এবং অগ্নি ও তৎপত্নীকে স্বীয় রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপে দক্ষিণদিকে প্রবেশপূর্ব্বক দক্ষিণদিগ্গত দিক্পাল ও তদ্দিগ্গত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ যম ও তৎপত্নী এবং নিঋর্তি তৎপত্নীকে স্বীয় রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমদিকে প্রবেশপূর্ব্বক পশ্চিমদিক্স্থ দিক্পাল ও তদ্দিগ্গত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ বরুণ ও তৎপত্নী এবং বায়ু ও তৎপত্নীকে স্বীয় রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন।

উত্তরদিকে প্রবেশ করিয়া তদ্দিগ্‌গত দিক্‌পাল ও তদ্দিগ্‌গত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ সোম ও তৎপত্নী এবং ঈশান ও তৎপত্নীকে নিজ রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন। অধোদিকে প্রবেশানন্তর অধঃস্থ প্রাণীদিগের প্রাণস্বরূপ শেষ সর্প ও তৎপত্নী এবং মিত্র ও তৎপত্নীকে স্বীয় রশ্মিতে ধারণ করেন। উর্দ্ধে প্রবেশানন্তর উর্দ্ধদিগ্‌গত প্রাণীর প্রাণস্বরূপ ইন্দ্র ও তৎপত্নী এবং কাম ও তৎপত্নীকে নিজ রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবান্তরদিক্ সকলে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্রস্থ প্রাণসমূহকে নিজ রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি এইরূপে সমস্ত প্রকাশ করিয়া সর্ব্বলোকের সর্ব্বপ্রাণ স্বীয় রশ্মিতে ধারণ করিয়া থাকেন। মূলতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌ই আদিত্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাতে শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"নির্ব্বর্ত্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চ্চেৎ সমাহিতঃ।
অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্য্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি॥"

(ভাঃ ৮।১৬।২৮) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ
প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—স এষঃ (এই সেই আদিত্যস্বরূপ ভোক্তা) প্রাণঃ (প্রাণ) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে) উদয়তে (উদিত হন) [কিরূপ প্রাণ ?] বৈশ্বানরঃ (সকল নরের পরিচালকত্বহেতু বৈশ্বানর নামক) [তিনি] বিশ্বরূপঃ (সর্ব্বাত্মা) [এইজন্য—অগ্নিঃ উদয়তে—উদিত হন অর্থাৎ প্রতিদিন সকল দিগ্‌বর্ত্তী প্রাণিগুলিকে প্রকাশমানরূপে পরিণত করেন]। তদেতৎ (এই তত্ত্ব) ঋচা (মন্ত্রদ্বারাও) অভ্যুক্তম্ (বর্ণিত আছে) ॥৭॥

অনুবাদ—এই সেই আদিত্য অত্তা—প্রাণ সকলের প্রকাশক অতএব সর্ব্বাত্মক বৈশ্বানর অগ্নি প্রত্যহ উদিত হইয়া সমস্ত দিগ্‌বর্ত্তী প্রাণীদিগকে স্বপ্রকাশসংযোগে প্রকাশময় করিতেছেন। ইহা মন্ত্রদ্বারাও বর্ণিত আছে ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আদিত্যো হ বৈ প্রাণ ইতি প্রাণাদিত্যশব্দ-নির্দ্দিষ্টস্য ভোক্তৃবর্গস্যোদয়মানস্য পরমাত্মাত্মকতামাহ—স……দয়তে।

যঃ প্রাক্‌প্রস্তুতঃ প্রজাপতিশব্দিতো বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বেন বৈশ্বানরশব্দবাচ্যঃ সর্ব্বশরীরতয়া বিশ্বরূপশব্দিতঃ। অগ্রনেতৃত্বাদিগুণ-যোগেনাগ্নিশব্দিতঃ স এব প্রাক্‌প্রজাপতিশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মাদিত্যো হ বৈ প্রাণ ইতি প্রাণশব্দিতভোক্তৃরূপঃ সন্নুদয়ত ইত্যর্থঃ। অয়ং চ মন্ত্রো বৈশ্বানরাধিকরণে পরমাত্মপরতয়া সিদ্ধবৎকৃত্য ভগবতা ভাষ্য-কৃতা ব্যবহৃতঃ। অত এবং ব্যাখ্যাতমিতি দ্রষ্টব্যম্। তদেত……ক্তম্।

তদেতদ্দৃষ্টান্তাভিমুখীকৃত্য ঋচা মন্ত্রেণাপ্যুক্তম্ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অয়মত্তা প্রাণ আদিত্যোঽগ্নিশ্চ স বৈশ্বানরঃ বিশ্বস্য নরস্য প্রকাশাত্মকঃ, অতএব বিশ্বরূপঃ সর্ব্বাত্মা, অগ্নিঃ অগ্নিস্বরূপ-আদিত্যঃ প্রত্যহম্ উদয়তে উদয়ং লভতে। উদিতশ্চ সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিনঃ প্রাণিনঃ প্রকাশভূতান্ করোতি। এতত্তত্ত্বম্ ঋচা মন্ত্রেণ অভ্যুক্তম্ বর্ণিতম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—সেই প্রাণ আদিত্যে অবস্থান করিয়া থাকেন বলিয়া আদিত্যই প্রাণস্বরূপ, তিনি সকল নরের প্রকাশক এজন্য বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপ, অদন অর্থাৎ ভক্ষণ হেতু অগ্নি।

আদিত্যই প্রাণ। প্রাণ ও আদিত্যশব্দ-নির্দ্দিষ্ট উদীয়মান ভোক্তৃবর্গের পরমাত্মকতা বলিতেছেন। যিনি প্রজাপতি শব্দে পূর্ব্বে

বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই বিশ্বের নরগণের নেতৃত্ব বা পরিচালকত্ব-হেতু বৈশ্বানরশব্দবাচ্য। সর্ব্বশরীরে অবস্থানহেতু বিশ্বরূপ। অগ্রনেতৃত্বাদিগুণযোগহেতু তিনিই আবার অগ্নি-শব্দে শব্দিত।

বেদান্তসূত্রের বৈশ্বানরাধিকরণ (বেঃ সূঃ ১।২।২৫) দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাওয়া যায়,—

"বৈশ্বানরং যাতি……নৃপ শিশুমারম্।" (ভাঃ ২।২।২৪)।

শ্রীগীতায় পাই,—

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।" (গীঃ ১৫।১৪)॥৭॥

শ্রুতিঃ—বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ
প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্রহ্মবিদঃ—ব্রহ্মবিদ্‌গণ আদিত্যকে এইভাবে জানেন, কিরূপ ?] বিশ্বরূপং (তিনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বরূপের কেন্দ্র) হরিণং (রশ্মিমান্) জাতবেদসম্ (সর্ব্ববিদ্) পরায়ণং (সর্ব্বপ্রাণীর পরমাশ্রয়) জ্যোতিঃ (সকল প্রাণীর চক্ষুরূপে অবস্থিত প্রকাশময় বস্তু) একম্ (অদ্বিতীয়) তপন্তম্ (তপনক্রিয়াকারী) [তিনি] সহস্ররশ্মিঃ (সহস্রধা প্রকাশমান) [যেহেতু] শতধা বর্ত্তমানঃ (প্রাণি-ভেদে অনেকরূপে স্থিত) প্রজানাং (প্রাণিগণের) প্রাণঃ (প্রাণভূত জীবনদাতৃরূপে) এষঃ সূর্য্যঃ (এই আদিত্য) উদয়তি (উদিত হইয়া থাকেন) ॥৮॥

অনুবাদ—আদিত্যই প্রাণ বা পরমাত্মা, একথা মন্ত্রদ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে। পরমাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ এই আদিত্যকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন,

তিনি সর্ব্বস্বরূপ, প্রকাশস্বভাব, সর্ব্ববিদ্, জীবের একমাত্র আশ্রয়, প্রতি প্রাণীর শরীরে চক্ষুরূপে অবস্থিত, জগতে যাহা কিছু তাপন, শোষণ, পাচন প্রভৃতি ক্রিয়া আছে, তাহাদের সম্পাদক। তিনি সহস্রধা প্রকাশময়, প্রাণিভেদে অনন্তরূপে বর্ত্তমান, সকল প্রাণীর প্রাণস্বরূপ পরমাত্মা এই সূর্য্যরূপে প্রত্যহ উদিত হইতেছেন। সূর্য্যেতে তদন্তর্য্যামী পরমাত্মদৃষ্টিরূপ উপাসনার জন্য মন্ত্রের এই বিবৃতি ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিশ্বরূপং······সূর্য্যঃ ॥

বিশ্বরূপং সর্ব্বশরীরম্। জাতানি বেদাংসি যস্মাৎ স জাতবেদাঃ। 'প্রজ্ঞা চ তস্মাৎপ্রসৃতা পুরাণী' [শ্বেঃ ৩।১৮] ইতি সর্ব্বজ্ঞানোৎপাদকং পরায়ণং পরমপ্রাপ্যং জ্যোতিঃ সর্ব্বপ্রকাশকং দীপ্তিমন্তমেকমদ্বিতীয়ং তপন্তং জঠরাগ্ন্যাদিরূপেণ তপন্তম্—

সন্তাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকম্।
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।

প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্। [গীঃ ১৫।১৪]; ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্। হরিণং হরিমিত্যর্থঃ। হরিশব্দস্য নান্তত্বং ছান্দসম্। বর্ত্তমানোঽনুবর্ত্তমানস্তদ্বিধেয়তয়া তচ্ছরীরভূত ইতি। সহস্ররশ্মির্নানাবিধবিষয়কজ্ঞানবান্। প্রজানাং স্থাবরজঙ্গমাত্মকানাং প্রাণো ধারকঃ সূর্য্যবৎপ্রকাশকঃ। এষ জীবঃ শতধা দেবমনুষ্যাদিনানাবিধদেহাত্মাভিমানশালিতয়া সুষুপ্তিস্থানাদ্ধৃদয়তে সর্গকাল উদয়ত ইতি বাঽর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—য এষ গগনে প্রত্যহমুদয়ন্ সর্ব্বা দিশ আত্মযোগং নয়তি এষ প্রজানাং প্রাণ ইতি বোদ্ধব্যমিত্যাহ—বিশ্বরূপমিত্যাদিনা। ব্রহ্মবিদঃ পরমাত্মানমন্তারং সূর্য্যং বিজানন্তঃ, কীদৃশং

বিশ্বরূপং সর্ব্বস্বরূপং হরিণং হরিমিত্যর্থঃ ছান্দসোনকারঃ রশ্মিমন্তং করিণমিতি পাঠে করশব্দান্ মত্বর্থীয় ইন্ প্রত্যয়ঃ ইতি বা। জাতবেদসং জাতং বেত্তীতি বিদেরসিঃ প্রত্যয়ঃ, সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ, বা জাতানি বেদাংসি শাস্ত্রাণি যস্মাৎ স জাতবেদাঃ, পরায়ণং পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ তম্ পরমপ্রাপ্যম্, জ্যোতিঃ চৈতন্যস্বরূপং সর্ব্বপ্রকাশকং সর্ব্বপ্রাণিনাং চক্ষু-রূপেণ বর্ত্তমানম্, একং অদ্বিতীয়মিত্যর্থঃ, তপন্তম্ তপনাদিক্রিয়াং কুর্ব্বন্তম্। কোঽসৌ বিজ্ঞেয় আদিত্য ইত্যাহ—যঃ সহস্ররশ্মিঃ সহস্রধা প্রকাশকরূপঃ, যতঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণিভেদেন বহুভিঃ প্রকারৈঃ বর্ত্তমানঃ, প্রজানাং প্রাণিনাং প্রাণঃ প্রাণধারকঃ মুখ্যঃ প্রাণবায়ুঃ জীবনাধায়ক ইত্যর্থঃ, পরমাত্মা এষ সূর্য্যঃ এষঃ প্রাণঃ সূর্য্যরূপেণ উদয়তি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—আদিত্যমণ্ডলস্থ প্রাণরূপ পরমাত্মাকে বিশ্বরূপ, প্রকাশময়, সর্ব্বজ্ঞ, প্রাণিগণের পরমাশ্রয়, প্রধান প্রকাশক ও তপনাদিক্রিয়া-সম্পাদক জানিতে হইবে। অনন্তরূপে সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিত যে অনন্ত-তেজঃস্বরূপ প্রাণ, তিনিই প্রজাগণের উৎপত্তির নিমিত্ত সূর্য্যে অবস্থান পূর্ব্বক উদিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"অন্নুপ্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু।"

(ভাঃ ২।১০।১৬)

আরও পাই,—

"অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেণ ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥"

(ভাঃ ১১।২৭।৯)

"অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।"

(ভাঃ ১০।৪০।১৩) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যায়নে
দক্ষিণঞ্চোত্তরঞ্চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপুর্ত্তে
কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভি-
জয়ন্তে। ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে। তস্মাদেতে
ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে।
এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সংবৎসরে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে প্রজাপতি-দৃষ্টির জন্য বলিতেছেন—সংবৎসর ইত্যাদি বাক্যদ্বারা] সংবৎসরঃ বৈ প্রজাপতিঃ (সংবৎসর কালকে প্রজাপতির আশ্রিত বলিয়া অবধারণ করিবে) তস্যায়নে দক্ষিণং চ উত্তরং চ (সেই সংবৎসরাখ্য কালের দক্ষিণ ও উত্তর নামে দুইটি ভাগ আছে, ইহাদের অধিষ্ঠাতা রয়ি ও প্রাণ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত) তদ্ যে হ বৈ (তাহাদের মধ্যে যাঁহারা নাকি) তদ্ ইষ্টাপূর্ত্তে কৃতমিতি যজ্ঞ ও কূপারামাদি উৎসর্গ—অনিত্য ফলপ্রদ কর্ম্মকে) উপাসতে (অনুষ্ঠান করিয়া থাকে) তে (তাহারা—কর্ম্মোপাসকগণ) চন্দ্রমসমেব লোকম্ (মৃত্যুর পর পিতৃযাণে চন্দ্রলোকে) অভিজয়ন্তে (উদ্দেশ করিয়া গমন করেন) ত এব [—তে এব] (তাহারাই অর্থাৎ কর্ম্মাবলম্বীরাই) পুনঃ আবর্ত্তন্তে (আবার জন্মগ্রহণ করে, কর্ম্মফল ভোগের পর পুনরায় ইহলোকে অথবা এতদপেক্ষা নিকৃষ্টলোকে দেহ পরিগ্রহ করে), তস্মাৎ (যেহেতু তাহারা স্বর্গাদিকে কর্ম্মফল—পুরুষার্থরূপে নিষ্পাদন করে, সেইজন্য) এতে ঋষয়ঃ (এই স্বর্গদ্রষ্টা কর্ম্মিগণ) প্রজাকামাঃ (ফলতঃ পুত্রাদির প্রার্থী গৃহস্থ) দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে (মৃত্যুর পর দক্ষিণ পথ—পিতৃযাণ প্রাপ্ত হয়) যঃ পিতৃযাণঃ (যাহা পিতৃযাণসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত অর্থাৎ পিতৃযাণোপলক্ষিত চন্দ্র) এষ হ বৈ রয়িঃ (ইহাই অন্ন অর্থাৎ প্রজাপতি পরমেশ্বর যে রয়ি ও প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছেন,

তাহাদের মধ্যে প্রাণ অত্তা আদিত্য, আর চন্দ্র রয়ি অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু। কর্ম্মনিষ্ঠদিগের কর্ম্মফলে চন্দ্রলোকে গমন হয় ও তাহা হইতে পুনরাবৃত্তি হয়) ॥৯॥

অনুবাদ—সংবৎসরাত্মককালে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রজাপতিরূপী পরমাত্মধ্যান কর্ত্তব্য। প্রজাপতি যে মিথুন সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রাণ অত্তা, তিনি আদিত্য, একথা বলা হইয়াছে ; এক্ষণে রয়ির পরিচয় দিতেছেন—সংবৎসরাত্মক কালের দুইটি অংশ আছে—দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। তন্মধ্যে যাহারা ইষ্ট ও পূর্ত্ত অনিত্য কর্ম্মের উপাসক, তাহারা মৃত্যুর পর কর্ম্মফলভোগার্থ চন্দ্রোপলক্ষিত রয়িলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহারাই ভোগজনক কর্ম্ম ক্ষয়ের পর এই ভূলোকে মনুষ্য যোনিতে অথবা ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট যোনিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু তাহারা কর্ম্মদ্বারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়, এই কারণে তাহাদের স্বর্গই লক্ষ্য, ইহারা পুত্রাদির মায়ায় আবদ্ধ গৃহস্থ। তাহারা স্বোপার্জ্জিত দক্ষিণায়নোপলক্ষিত যে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়—এই চন্দ্রই রয়ি, অর্থাৎ অন্ন, ইহাকেই পিতৃযাণ বলা হয় ॥৯॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবং সূক্ষ্মপ্রকৃতিজীবশরীরকস্য প্রজাপতে রয়ি-প্রাণশব্দিতপ্রকৃতিপুরুষরূপভোগ্যভোক্ত্রাত্মনা বিভাগমুপবর্ণ্য তস্যৈব পরমাত্মনোঽখণ্ডকালরূপেণ স্থিতস্য খণ্ডকালরূপেণ বিভাগং দর্শয়িষ্যং-শ্চিত্তাবতারণায় বোপাসনার্থং বা সংবৎসরাখ্যপ্রজাপতের্দক্ষিণোত্তরায়-ণাত্মকং রয়ি-প্রাণরূপং বিভাগং তথা মাসাখ্যপ্রজাপতে রয়ি-প্রাণ-শব্দিতং কৃষ্ণশুক্লপক্ষাত্মকং বিভাগমহোরাত্রাত্মককালরূপপ্রজাপতে-রয়িপ্রাণাত্মকং রাত্র্যাহরাত্মকং বিভাগং তৎপ্রসঙ্গেন রয়িশব্দার্থদক্ষিণা-য়নকৃষ্ণপক্ষরাত্র্যাপেক্ষয়া প্রাণশব্দার্থভূতোত্তরায়ণশুক্লপক্ষে দিবসানামুৎ-কর্ষং চ বক্তুমারভতে—সংবৎসরো……চ।

বৎসরাখ্যকালরূপস্য প্রজাপতের্দক্ষিণোত্তরশব্দিতে দ্বে অয়নে সূর্য্যগত্যাধারভূতে দ্বে রূপে স্তঃ। তস্থে……বর্ত্তস্থে।

হ বৈ ইতি প্রসিদ্ধৌ স্মরণে বা। অয়মর্থঃ—যে পুরুষা ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিতি তৎকর্ম্মোপাসত ইত্যর্থঃ। 'য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে' [ছাঃ ৫।১০।৩] ইতি শ্রুত্যন্তরৈকার্থ্যাৎকৃতশব্দো দত্তপরঃ। ইষ্টং যাগাদি। পূর্ত্তং খাতাদি। ইতিশব্দঃ প্রকারবচনঃ। যাগদানবাপীকূপাদিকং কর্ম্ম যেঽনুতিষ্ঠন্তি তে চন্দ্রমসঃ সম্বন্ধিনং লোকমভিজয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তি ত এব পুনরাবর্ত্তন্তে, ন ধ্যানোপাসকা-উত্তরমার্গেণ গতা ইত্যর্থঃ। তস্মাদেক……পিতৃযাণঃ॥

তস্মাদ্ধেতোরেকে কর্ম্মঠাঃ প্রজাস্বর্গাদিলক্ষণক্ষুদ্রফলকামা ঋষয়ঃ ক্ষুদ্রফলদ্রষ্টারো দক্ষিণংপন্থানং পিতৃযাণশব্দিতং প্রতিপদ্যন্তে। এষ-এব পিতৃযাণো রয়িরন্নপ্রধানো বৈষয়িকভোগাত্মক ইতি যাবৎ। যদ্যপি ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণ ইত্যাদিপ্রমাণপ্রতিপন্নঃ পুরাণেষু দক্ষিণ-মার্গো নির্দ্দিষ্টো ধূমাদিশ্চন্দ্রান্তঃ, পিতৃযাণোঽপ্যন্যঃ, সংবৎসরাবয়বভূতঃ ষণ্মাসাত্মা দক্ষিণায়ননির্দ্দিষ্টোঽপ্যন্যঃ, তথাঽপি দক্ষিণায়নশব্দেন দ্বয়োরপি ব্যবহ্রিয়মাণত্বাৎকালমার্গয়োরেকীকৃত্য ব্যবহার উপপদ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ সংবৎসরাত্মককালে তদধিষ্ঠাতৃ প্রজাপতি-দৃষ্টিং বিদধাতি সংবৎসরো বৈ ইত্যাদিনা। সংবৎসরাত্মককালঃ প্রজাপতিঃ তস্য রয়িশ্চ প্রাণশ্চ দ্বে অয়নে, তত্র দক্ষিণায়নং—রয়িঃ—ভোগার্থিভিঃ কর্ম্মনিষ্ঠাভির্নিবর্ত্ত্যেষ্টাপূর্ত্তদানকর্ম্মফলরূপত্বাৎ। কুত? ইত্যাহ—তদ্ যে হ বৈ জ্ঞানকর্ম্মোপাসকেষু মধ্যে যে যাজ্ঞিকাঃ হ বৈ প্রসিদ্ধৌ, ইষ্টাপূর্ত্তে ইষ্টং—শ্রৌতং যাগাদি, পূর্ত্তং—স্মার্ত্তং কূপারামাদিদানং কৃতং দানমেবম-নিত্যং কর্ম্ম ইতি এবার্থে উপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, নান্যৎ নিত্যং নিষ্কামং

জ্ঞানং নোপাসতে ইতি ভাবঃ, তে চান্দ্রমসং চন্দ্রমসশ্চন্দ্রস্য ইমম্, ইতি চন্দ্রোপলক্ষিতং রয়িময়ভূতং লোকম্ অভি উদ্দিশ্য জয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তি তে এব কর্ম্মাবলম্বিনঃ ন তু জ্ঞান-যোগিনঃ একান্তিনো ভক্তাশ্চ চন্দ্র-লোকং গচ্ছন্তি তে খলু সূর্য্যাচ্ছিদ্রেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ অক্ষলোকং গচ্ছন্তি এতেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ 'ন স পুনরাবর্ত্ততে' ইতি শ্রুতেঃ। কর্ম্মাবলম্বিনশ্চ ভোগফলককর্ম্মক্ষয়াৎ পরম্ ইহ বা অন্যত্র বা নীচযোনৌ লোকে পুনরুৎপদ্যন্তে। তস্মাৎ—যস্মাদন্নাত্মকং প্রজাপতিং ফলত্বেনা-ভিনির্ব্বর্ত্তয়ন্তি অতএব তে ঋষয়ঃ স্বর্গদ্রষ্টারঃ, প্রজাকামাঃ গৃহস্থাঃ দক্ষিণং দক্ষিণায়নোপলক্ষিতং রয়িং চন্দ্রং মৃত্যোঃ পরং প্রাপ্নুবন্তি। এষ হ বৈ রয়িঃ প্রজাপতের্মিথুনান্তর্গতোরয়িশব্দবাচ্যঃ, স কঃ? যো বৈ পিতৃযাণঃ পিতৃযাণোপলক্ষিতশ্চন্দ্র ইতি। দেবযানঃ পিতৃযাণশ্চ দ্বে হ বৈ গতী তত্র দ্বে সৃতী অশৃণবং দেবানামুতপিতৄণামিতি শ্রুতিঃ 'একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ' ইতি স্মৃতিশ্চ। 'এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ।' এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তীত্যাদয়ঃ স্মৃতয়োঽত্রানুসন্ধেয়াঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে বলিতেছেন যে, প্রজাপতি সংবৎসরে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রজাসকল উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। সূর্য্যচন্দ্রাত্মক প্রজাপতিই সংবৎসর। রয়ি ও প্রাণ যথাক্রমে দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণের অধিষ্ঠাতা। যে সকল গৃহস্থ মোক্ষেতর-ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ইষ্ট, পূর্ত্তাদি সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দক্ষিণায়ণে পিতৃযাণ ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় স্বকর্ম্মফলভোগের পর সেই চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন। চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রয়িকেই পিতৃযাণাধিষ্ঠাত্রী জানিতে হইবে।

ইষ্ট—'অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাং চানুকম্পনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে'॥

পূর্ত্ত—'বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে'।

কর্ম্মিগণের আবৃত্তিমার্গের বিষয় শ্রীগীতাতে পাই,—

"ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥" (গী: ৮।২৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্"

(ভাঃ ৩।৯।৪১) ॥৯॥

**শ্রুতিঃ—অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া
বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে।
এতদ্বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ-
পরায়ণমেতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত ইত্যেষ
নিরোধস্তদেষ শ্লোকঃ ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—অথ (রয়ি-নিরূপণের পর) উত্তরেণ (সংবৎসরের অংশ উত্তরায়ণ দ্বারা) আদিত্যং (পরমাত্মার অংশ অত্তা প্রাণস্বরূপ আদিত্যকে) অভিজয়ন্তে (প্রাপ্ত হয়) [কোন্ সাধন দ্বারা ?] তপসা (ভক্তির অনুকূল কায়-ক্লেশাদি দ্বারা) ব্রহ্মচর্য্যেণ (ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারা) শ্রদ্ধয়া (শাস্ত্রার্থে ও ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা) বিদ্যয়া (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) অন্বিষ্য (উপাসনা করিয়া) [আদিত্যম্—অত্তা প্রাণকে] [অভিজয়ন্তে—পরমাত্মস্বরূপরূপ আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়]। এতদ্ বৈ (ইহাই—এই পরমাত্মাই) প্রাণানাং (সমস্ত প্রাণীর) আয়তনম্ (পরম আশ্রয়) এতৎ অমৃতম্ (ইহা অমৃতস্বরূপ, রয়ির মত বিনাশী

নহে) অভয়ম্ (চন্দ্রের মত ক্ষয়বৃদ্ধিও ভয়যুক্ত নহে) এতৎ পরায়ণম্ (ইহা উপাসকদিগের চরম প্রাপ্য বস্তু) ইতি (যেহেতু) এতস্মাৎ (এই বৈষ্ণবপদ হইতে) ন পুনঃ আবর্ত্তন্তে (আর সংসারে আসে না, মুক্ত হয়) এষঃ (প্রজাপতি-শব্দে শব্দিত পরমাত্মা) নিরোধঃ (স্বভক্তের পুনরাবৃত্তির নিরোধক) তৎ (সে-বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্রও আছে)॥১০॥

অনুবাদ—তাহার পর উত্তরায়ণ-পথে গমনকারীদের গতি বলা হইতেছে—যাঁহারা প্রাণকে উপাসনা করেন তাঁহারা কায়ক্লেশজনক নিষ্কাম অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মদ্বারা (ইহা গৃহস্থের পক্ষে), অষ্টবিধ স্ত্রী সঙ্গ বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা (ব্রহ্মচারীর পক্ষে), শ্রদ্ধা দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে ও গুরুপদেশে বিশ্বাসপূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা (বানপ্রস্থীর পক্ষে), বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও উপাসনা দ্বারা (সন্ন্যাসীর পক্ষে) অথবা উপাসকমাত্রই তপস্যা প্রভৃতি চারিটি সাধনদ্বারা প্রাণরূপী সূর্য্য অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ আশ্রয় করিয়া অন্তা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন, এই আদিত্যই অর্থাৎ পরমাত্মাই সকলপ্রাণীর আশ্রয়, ইহা অবিনাশী, ইহা সর্ব্বপ্রকার ভয়রহিত অতএব পরমপুরুষার্থস্বরূপ। যাঁহারা এই পরমেশ্বরের (প্রাণ ব্রহ্মের) উপাসনা করেন তাঁহাদের আর ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না সুতরাং তিনিই পুনরাবৃত্তির নিবর্ত্তক। এ বিষয়ে এই মন্ত্রও কথিত আছে॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথোত্তরেণ······জয়ন্তে।

অথ শব্দো বাক্যান্তরোপক্রমে। যে তাবৎকিং প্রজয়া করিষ্যাম ইতি বিরক্তা ঋষয়ঃ কায়ক্লেশাদিলক্ষণেন তপসা, স্ত্রীসঙ্গরাহিত্য-লক্ষণেন ব্রহ্মচর্য্যেণাস্তিক্যবুদ্ধিলক্ষণয়া শ্রদ্ধয়া প্রত্যগাত্মবিদ্যয়া পরমা-

স্থানমুপাস্যার্চিরাদিনোত্তরেণায়নেন "আদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্‌ব্রহ্ম গময়তি" [ছাঃ ৫।১০।২] ইত্যুক্তপ্রকারেণ ব্রহ্মাপ্তিদ্বারভূতমাদিত্যমভিজয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। 'আদিত্যো-হ বৈ প্রাণঃ' [প্রঃ ১।৫] ইত্যুক্তেঃ প্রাণসম্বন্ধ্যপি ভবতি।

অন্বেষ্টব্যতয়া নির্দ্দিষ্টমাত্মানং স্তুবংস্তেষামপুনরাবৃত্তিং দর্শয়তি—

এতদ্বৈ······নিরোধঃ।

আয়তনশব্দাপেক্ষয়ৈতদিতি নপুংসকলিঙ্গনির্দ্দেশঃ। প্রাণানাং প্রাণভূতনামায়তনমাধারভূতম্। "তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা-অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে-ঽর্পিতাঃ" [কৌঃ ১।৮] ইতি পরমাত্মনঃ সকলচেতনাধারকত্বোক্তেঃ। এতৎপরায়ণং পরমং প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্ত উপাসকা ইতি শেষঃ। উত্তরেণ মার্গেণ গতা 'মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে' [গীঃ ৮।১৬] ইত্যুক্তরীত্যা পরমাত্মানং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। এষ নিরোধঃ। এষ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিরিতি প্রাক্‌প্রজাপতিশব্দনির্দিষ্টঃ পরমাত্মা স্বপ্রাপ্তস্য পুনরাবৃত্তিনিরোধকারী। অতস্তং পরমাত্মানং প্রজাপতিশব্দিতং প্রাপ্তস্য তদুপাসকস্যাপুনরাবৃত্তিরূপপদ্যত ইতি ভাবঃ। অত্রৈষ ইত্যেতচ্ছব্দেন প্রজাপতিপরামর্শাৎ। আত্মানমন্বিষ্যেত্যাত্মশব্দোঽপি প্রজাপতিপর এব। অত এবৈতৎসর্ব্বমভিপ্রেত্য সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণে ব্যাসার্য্যৈঃ 'তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়া আত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতস্মান্ন পুনরাবর্ত্তন্তে' [প্রঃ ১।১০] ইত্যর্চিরাদিগত্যাঽপুনরাবৃত্তিপ্রতিপাদনাৎ। প্রজাকামঃ প্রজাপতিরিতি প্রজাপতিশব্দনির্দিষ্টঃ পরব্রহ্মেতি প্রতিপাদিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। তদেষ শ্লোকঃ।

তত্তস্মিন্ সংবৎসরাত্মনি প্রজাপতৌ বক্ষ্যমাণশ্লোক ইত্যর্থঃ ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—রয়িং নিরূপ্য তদুপাসকানাং কর্ম্মিনাং পুনরাবৃত্তিং প্রতিপাদ্য ইদানীং প্রাণোপাসনাতত্ত্বং ফলঞ্চনির্দ্দিশতি—অথেত্যাদিনা। অথ রয়িমুপাসিতৃ্ণাং পুনরাবৃত্তিরূপমনিত্যং ফলমুক্ত্বা, উত্তরেণ উত্তরায়ণেন প্রজাপতিং পরমেশ্বরমুপাসীনা দেবযানেনেত্যর্থঃ, তে আদিত্যং ব্রহ্মলোকম্ অভিজয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তি ; কৈঃ সাধনৈঃ ? তত্রাহ—তপসা উপবাসাদিক্লেশেন ভগবদর্পিত-নিষ্কামাগ্নিহোত্রাদিনা চিত্তশোধকেন কর্ম্মণা, ব্রহ্মচর্য্যেণ ইন্দ্রিয়জয়েন, শ্রদ্ধয়া শাস্ত্রার্থে গুরুবাক্যে চ দৃঢ়তরবিশ্বাসেন, বিদ্যয়া তত্ত্বজ্ঞানেন সহ উপাসনয়া চ আত্মানম্ পরমাত্মানম্ অন্বিষ্য জ্ঞাত্বা উপাস্য চ আদিত্যম্ পরমাত্মরূপম্ সূর্য্যম্ অভিজয়ন্তে প্রাপ্নুবন্তি। এতদ্বৈ এষ আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রাণানাম্ সর্ব্বপ্রাণিনাম্ আয়তনম্ আশ্রয়ঃ, এতদ্ অমৃতম্—বিনাশরহিতম্, অতএব অভয়ম্ ক্ষয়বৃদ্ধিভয়রহিতম্, তস্মাৎ পরায়ণম্ পরমং প্রাপ্যং পরা গতিঃ পরমপুরুষার্থভূতম্ ভবতি। এতস্মাৎ এনং প্রাপ্য ব্রহ্মোপাসকাঃ পুনঃ ন আবর্ত্তন্তে ন পতন্তি কর্ম্মিণো যথা ইহ পুনর্জায়ন্তে ন তথা প্রজাপতেঃ পরমাত্মন উপাসকা ইতি ভাবঃ। ইতি যস্মাৎ কারণাৎ এষঃ পরমেশ্বরঃ অবিদুষাং নিরোধঃ—উপাসকানাম্ পুনরাবৃত্তিনিরোধকারী। তৎ—তস্মিন্নর্থে এষঃ বক্ষ্যমাণঃ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽপি প্রমাণম্ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত সকাম কর্ম্মিগণ হইতে ভিন্ন যে কল্যাণকামী সাধক তিনি সাংসারিক ভোগের অনিত্যতা ও দুঃখরূপতা অনুভব পূর্ব্বক তাহাতে সর্ব্বথা বিরক্ত হইয়া শ্রদ্ধা ও ব্রহ্মচর্য্য পালনকরতঃ পরা বিদ্যার আশ্রয়ে পরমাত্মার সাধনস্বরূপ নিষ্কামভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে সংবৎসররূপ প্রজাপতির উত্তর অঙ্গের উপাসনা হইয়া থাকে।

এই উপাসক উত্তরায়ণমার্গের দ্বারা সূর্য্যলোকে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের আত্মাস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন। যিনি সমস্ত

জগতের প্রাণিগণের কেন্দ্র, যিনি অমৃত—অবিনাশী ও নির্ভয়স্বরূপ, যিনি সকলের পরমা গতি। এই পরমেশ্বরকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা আর সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।

এইজন্য যাঁহারা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা পরমাত্মাকে অবগত হইয়া উত্তরায়ণমার্গে গমন করেন তাঁহারা প্রথমে আদিত্যকে লাভ করেন এবং তদনন্তর আদিত্যের অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীগীতাতে পাই,—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" (গীঃ ৮।২৪)

এ-বিষয়ে ছান্দোগ্যের ৫।১০ মন্ত্র দ্রষ্টব্য ॥১০॥

শ্রুতিঃ—পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণম্।
অথেমে অন্য উ পরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতমিতি ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[সংবৎসরাত্মক আদিত্যকে কালবিদ্গণ বলেন—] পঞ্চপাদং (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই পঞ্চঋতু তাঁহার পঞ্চপাদ) পিতরং (তিনি সকলের উৎপাদক, এজন্য পিতৃস্বরূপ) দ্বাদশাকৃতিম্ (বারটি মাস তাঁহার বারটি অবয়ব) দিবঃ (স্বর্গলোকের) পরে (উর্দ্ধ) অর্দ্ধে (স্থানে—তৃতীয় দ্যুলোকে) পুরীষিণম্ (স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডগোলকের আবরণরূপস্থানে স্থিত, জলবর্ষী) আহুঃ (কালবিদ্গণ বলিয়া থাকেন) অথ (পক্ষান্তরে) পরে (উৎকৃষ্ট)

ইমে অন্যে উ (এই অপরকালবিদ্‌গণ) বিচক্ষণং (তিনি সর্ব্বজ্ঞ) সপ্তচক্রে (সপ্তাশ্বরূপ কালচক্রে) ষড়রে (ছয় ঋতু যাহার চক্রধারণকাষ্ঠ তাহাতে সেই সংবৎসরাত্মক কাল বা কালরূপী পরমাত্মাতে) অর্পিতং (নিহিত এই সমস্ত জগৎ) আহুঃ ইতি (ইহা বলিয়া থাকেন) ॥১১॥

অনুবাদ—এই বৎসরস্বরূপ প্রজাপতির গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্ত এই পাঁচ ঋতু পাঁচটি পাদ—গতিসাধক ; তিনি সর্ব্বজনক, এজন্য পিতৃস্বরূপ, দ্বাদশ মাসরূপ অবয়ব লইয়া অবয়বী, দ্যুলোকের উপরিভাগে অবস্থিত এবং উদকবান্, ইহা কালবিদ্‌গণ বর্ণনা করেন। আবার এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কালবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, তিনি বিচক্ষণ সর্ব্বব্যাপারনির্ব্বাহে নিপুণ, সাতটি গ্রহ হয়রূপে যাহাতে বর্ত্তমান, ছয় ঋতু যাহার অর অর্থাৎ চক্রবন্ধন কাষ্ঠ, তাদৃশ কালচক্রে সংবৎসরাখ্য রথে এই সমস্ত জগৎ নিশ্চলভাবে নিহিত আছে সুতরাং কালরূপ ভগবান্‌ই জগতের কারণ, এই বোধে তাঁহাকে উপাসনা করিবে ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পঞ্চপাদং……পুরীষিণম্।

বৎসরসংবৎসরপরিবৎসরেদাবৎসরানুবৎসররূপাঃ পঞ্চ পাদা যস্য স পঞ্চপাদঃ। অথবা হেমন্তশিশিরয়োরেকীকরণাৎপঞ্চর্তবঃ সংপদ্যন্তে তে পাদা যস্য স পঞ্চপাদস্তম্। পিতরং সর্ব্বস্য জনকম্। দ্বাদশাকৃতিং দ্বাদশমাসাকৃতিম্। দিবঃ স্বর্গাৎপরে পরস্মিন্নর্ধে স্থানে। পুরীষিণম্। পুরীষশব্দেন স্বর্গভূমিসংনিহিতং ব্রহ্মাণ্ডগোলকাবরণমুচ্যতে। তদস্য স্থানত্বেনাস্তীতি পুরীষিণমাহুরিত্যন্বয়ঃ। অথেমে……আহুরর্পিতম্॥

অথ শব্দঃ পক্ষান্তরপরিগ্রহে। উশব্দোঽবধারণে। পরশব্দ উৎকৃষ্টবচনঃ। পূর্ব্বোক্তেভ্যোঽন্য উৎকৃষ্টা ইমে কালতত্ত্ববিদ আদিত্যাদিগ্রহসপ্তকলক্ষণচক্রযুক্তঋতুলক্ষণারষট্‌কযুক্তে সংবৎসরাখ্যে রথে জগৎসর্ব্বং বিচক্ষণং কুশলং নিশ্চলং যথা ভবতি তথাঽর্পিতমিত্যাহুঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সংবৎসরং স্বরূপতো বর্ণয়তি পঞ্চপাদমিত্যাদিনা —কালবিদো বদন্তি সংবৎসরং পঞ্চপাদং পঞ্চসংখ্যাকা ঋতবঃ গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-শিশিরবসন্তাখ্যা হেমন্তশিশিরয়োঃ শিশিরেঽন্তর্ভাবাৎ পঞ্চসংখ্যা-কত্বং তে পাদাইব গতিসাধকা যস্য তং, পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতারং, দ্বাদশাকৃতিং দ্বাদশমাসা আকৃতয় আকারাঃ যস্য তং, দিবঃ দ্যুলোকাৎ, পরে উর্দ্ধে অর্ধে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধে তৃতীয়দিবি বর্ত্তমানং পুরুষিণম্ উদকবন্তং, আহুঃ কথয়ন্তি। অথ পক্ষান্তরে অন্যে ইমে উপরে শ্রেয়াংসঃ কাল-বিদঃ তমেব সংবৎসরাখ্যং খণ্ডকালং আহুঃ এবং বদন্তি, কথমিতি? বিচক্ষণং নিপুণং নিশ্চলং সপ্তচক্রে সপ্তগ্রহাঃ হয়রূপাঃ যস্মিন্ তাদৃশে তথা ষড়রে ষট্সংখ্যাকা ঋতবঃ অরাঃ চক্রধারণকাষ্ঠানি যস্য তথাবিধে কালচক্রে অর্পিতং নিবিষ্টম্ ইতি এবংপ্রকারং বদন্তি। ইদং কাল-চক্রং জগতঃ কারণম্, প্রজাপতিরিতিভাবঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—এই সংবৎসরাত্মক আদিত্যরূপী পরমেশ্বরকে কেহ কেহ পঞ্চ চরণবিশিষ্ট অর্থাৎ হেমন্ত ও শীত ঋতুকে একত্রে ধরিয়া পাঁচ ঋতুই তাঁহার পাঁচটি চরণ বলিয়া থাকেন। ইনি জগৎপ্রসবিতা বা সকলের জনক বলিয়া পিতৃস্বরূপ। এবং দ্বাদশ মাসই তাঁহার দ্বাদশ অবয়ব। স্বর্গলোকের উর্দ্ধে তাঁহার স্থান; এমন কি, স্বর্গ-লোকও তাঁহার আলোকে প্রকাশিত হয়। ইনিই তথায় উদকবর্ষী-রূপে বর্ণিত হন। আবার কেহ কেহ ইহাঁকে নিপুণ বলেন এবং সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথে যিনি বর্ত্তমান ও ছয় ঋতু যাহার অর অর্থাৎ রথের চক্রবন্ধন কাষ্ঠ, সেই কালাত্মক পরমেশ্বরেই সমগ্র জগৎ অর্পিত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারেই সূর্য্যচন্দ্রাত্মক সংবৎসরাখ্য প্রজাপতি পরমেশ্বরই জগতের কারণ। স্থূল দৃষ্টিতে সূর্য্যমণ্ডল উহার শরীর বলিয়া দৃষ্ট হয় কিন্তু সূর্য্যেরও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমেশ্বর জগতের কারণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—পরমাত্মা সূর্য্যেরও অন্তর্য্যামী ॥১১॥

শ্রুতিঃ—মাসো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্য কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ, শুক্লঃ প্রাণঃ। তস্মাদেত ঋষয়ঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্ব্বন্তীতর ইতরস্মিন্ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর সংবৎসর-অপেক্ষা আরও ক্ষুদ্রতরকালে পরমাত্ম-দৃষ্টিবিধান করিতেছেন] মাসঃ বৈ প্রজাপতিঃ (সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় মাসকেও সংবৎসরাখ্য প্রজাপতি বলা যাইতে পারে) [কারণ—তাঁহারও দুইটি অংশ আছে রয়ি ও প্রাণ, তন্মধ্যে] তস্য (সেই মাসরূপ প্রজাপতির) কৃষ্ণপক্ষ এব রয়িঃ (এক ভাগ কৃষ্ণপক্ষ, তাহাই 'রয়ি' অর্থাৎ অন্ন), শুক্লঃ (শুক্লপক্ষরূপ-অংশ) প্রাণঃ (প্রাণ অর্থাৎ অত্তা—অগ্নি), তস্মাৎ (যেহেতু ঋষিগণ শুক্লপক্ষকে—প্রাণকে সর্ব্বরূপে অবগত হন, এইজন্য) এতে ঋষয়ঃ (শুক্লপক্ষের উপর প্রাণদৃষ্টিকারী ঋষিগণ) শুক্লে ইষ্টং কুর্ব্বন্তি (কৃষ্ণপক্ষে যজ্ঞ করিলেও শুক্লপক্ষে কৃত বলিয়া মনে করেন, যেহেতু প্রাণ ব্যতীত কৃষ্ণপক্ষ বা 'রয়ি' থাকিতে পারে না), ইতরে (আর যাহারা সর্ব্বত্র প্রাণদর্শী নহে তাদৃশ কর্ম্মিগণ) ইতরস্মিন্ (শুক্লপক্ষে যাগ করিলেও সেই যাগকে কৃষ্ণপক্ষেই করিয়া থাকে) ॥১২॥

অনুবাদ—যাঁহাতে সমস্ত বিশ্ব আশ্রিত তিনিই প্রজাপতি, তাঁহার দুইটি অঙ্গ রয়ি ও প্রাণ। সংবৎসরের মত মাসকেও প্রজাপতি বলা যায় যেহেতু মাসেরও কৃষ্ণ ও শুক্ল নামে দুইটি পক্ষ আছে, যাহাতে দর্শন বাধিত হয়, তাহাই কৃষ্ণপক্ষ এবং যাহা দর্শনের উপযোগী তাহা শুক্ল, ইহা প্রসিদ্ধ, সেজন্য পরমাত্মভাব দর্শন-হীন ব্যক্তিদিগের রয়ি অর্থাৎ ভোগে পক্ষপাতবশতঃ কৃষ্ণপক্ষকে রয়ি বলা হয়। আর যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী বা প্রাণদর্শী তাঁহাদের সমস্তই শুক্ল, এজন্য শুক্লপক্ষকে প্রকাশময় প্রাণ বলা হয়। সেজন্য

সর্ব্বত্র প্রাণদর্শী ঋষিগণ কৃষ্ণপক্ষে যাগ করিলেও শুক্লপক্ষেই করিয়া থাকেন আর যাহারা রয়িদর্শী তাহারা ব্রহ্মদর্শনাভাবে শুক্লপক্ষে যাগ করিলেও ফলতঃ কৃষ্ণপক্ষে তাহা আচরণ করে ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যথা সংবৎসরো রয়িপ্রাণাত্মনা বিভক্ত এবং মাসোঽপি বিভক্ত ইত্যুপাসনার্থং প্রদর্শয়তি—মাসো······প্রাণঃ।

স্পষ্টোঽর্থঃ। তস্মাদেত······রস্মিন্ ॥

যস্মাচ্ছুক্লঃ প্রাণতয়োৎকৃষ্টস্তস্মাদৃষয়োঽতীন্দ্রিয়ার্থদ্রষ্টারঃ সর্ব্বেঽপি শুক্লপক্ষ এব শোভনানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। ইতরেঽনৃষয়োঽজ্ঞাঃ পুনর-প্রাণতয়াঽসারভূতে কৃষ্ণপক্ষে কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ মাসাত্মকে সংবৎসরাবয়বেঽপি ব্রহ্মদৃষ্টিং বিদধাতি মাসোবা ইত্যাদিনা—বৈ নিশ্চয়ে, মাসঃ সংবৎসরস্যাবয়বভূতঃ খণ্ডকালঃ সোঽপি প্রজাপতির্মিথুনাত্মকত্বাৎ, কিন্তস্যাবয়বভূতং মিথুনং তদাহ—পক্ষদ্বয়ম্—শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ দ্বৌ মাসস্যাবয়বৌ, তত্র কৃষ্ণঃ পক্ষঃ কৃষ্ণপ্রতিপদাদ্যমান্তঃ পঞ্চদশাহঃ স তস্য মাসাখ্যপ্রজাপতের্মিথুনান্তর্গত-রয়িঃ অন্নং চন্দ্রমা ইত্যর্থঃ ভোগফলকত্বাদিতি, ভোগ্যস্বর্গাদিকামিনাং কৃষ্ণপক্ষাধিপস্য চন্দ্রস্য গম্যত্বমিতি ভাবঃ. শুক্লঃ প্রাণ ইতি যোঽয়মপরো-ভাগোমাসস্য শুক্লপক্ষ ইতি সঃ প্রাণঃ অত্তা আদিত্যরূপঃ, কথমেবং বিভাগঃ বৈপরীত্যস্যাপি বক্তুং শক্যত্বাৎ, নেতি বাচ্যং শুক্লপক্ষে প্রাণ-দর্শনপ্রসিদ্ধেঃ, তদাহ—তে ঋষয়ঃ সর্ব্বত্র প্রাণদর্শনকারিণঃ, যস্মাৎ কৃষ্ণপক্ষে কৃতামপীষ্টিং শুক্লপক্ষীয়াং মন্যন্তে তস্মাদ্ধেতোঃ শুক্ল ইষ্টং কুর্ব্বন্তীতি শুক্লপক্ষে ইষ্টং যাগং কৃতং মন্যন্তে তেষাং প্রাণব্যতিরেকেণ কৃষ্ণপক্ষ-সত্তায়া অদর্শনাদিতিভাবঃ ইতরে সর্ব্বত্র প্রাণাদর্শিনঃ, ইতরস্মিন্ শুক্ল-পক্ষে কৃতমপি যাগং কৃষ্ণপক্ষে কুর্ব্বন্তি, ভোগার্থিত্বাত্তেষামিতিভাবঃ,

ভোগজনকত্বস্ত রয়িরূপস্য চন্দ্রমসঃ, প্রাণবিদাস্তু নিষ্কামত্বাৎ সূর্য্যাশ্রয়ত্ব-মিতি হৃদয়ম্ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে মাসকেও প্রজাপতিরূপে বর্ণন করিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষের পনর দিন ঐ পরমাত্মার দক্ষিণ অঙ্গ। ইহাকে রয়ি অর্থাৎ অন্ন বলা হয়। ইহা স্থূলভূত সমুদায়ের কারণ, উহা প্রজাপতির শক্তিস্বরূপ ভোগময় রূপ আর শুক্লপক্ষরূপ অপর অঙ্গ বা অংশ—যাহাকে প্রাণ বলা হয়, তাহা সকলের জীবন-প্রদানকর্ত্তা পরমাত্মার রূপ। এইজন্য যাঁহারা কল্যাণকামী ঋষি, তাঁহারা রয়িস্থানীয় ভোগপদার্থ হইতে বিরক্ত হইয়া প্রাণস্থানীয় সর্ব্বাত্মকরূপ পর-ব্রহ্মকে প্রার্থনা করেন। সমস্ত শুভকর্ম্ম শুক্লপক্ষে করিয়া থাকেন অর্থাৎ শুক্লপক্ষস্থানীয় প্রাণাধার পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন। নিজেরা উহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না। ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। এতদ্ব্যতীত যাহারা ভোগাসক্ত মনুষ্য, তাহারা কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষস্থানীয় স্থূলপদার্থের প্রাপ্তির উদ্দেশে সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাদের বিষয় শ্রীগীতাতে পাই,—

> "কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
> ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥" (গীঃ ২।৪৩)

নিষ্কাম-বিষয়ে পাওয়া যায়,—

> "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
> তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥" (গীঃ ২।৫০)

এতৎপ্রসঙ্গে—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥" (গীঃ ৩।৯) শ্লোকও আলোচ্য ॥১২॥

**শ্রুতিঃ—অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ। তস্যাহরেব প্রাণো-
রাত্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি,
যে দিবা রত্যা সংযুজ্যন্তে ; ব্রহ্মচর্য্যমেব
তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥১৩॥**

অন্বয়ানুবাদ—[মাসও অহোরাত্রদ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং সেই অহোরাত্রও প্রাণ এবং রয়িস্বরূপ অতএব অহোরাত্রে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—] অহোরাত্রঃ (দিন ও রাত্রি এই উভয় অবয়ব) বৈ (সত্যই) প্রজাপতিঃ (পরমাত্মস্বরূপ) [কারণ অহোরাত্রেরও প্রাণ ও রয়ি নামক দুইটি অংশ আছে, তন্মধ্যে] তস্য (সেই প্রজাপতির) অহঃ এব (দিনই) প্রাণঃ (প্রাণ অর্থাৎ অত্তা—আদিত্য) রাত্রিরেব রয়িঃ (আর রাত্রিভাগ হইতেছে রয়ি ভোগ্য চন্দ্রমা) যে দিবা (যাহারা দিবাভাগে) রত্যা (রতির নিষ্পাদিকা স্ত্রী'র সহিত) সংযুজ্যন্তে (মিলিত হয় অর্থাৎ রমণ করে), প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি (সেই দিবাস্বরূপ প্রাণকেই ইহারা পাত করিতেছে) যদ্ (আর যে ঋতুকালে) রাত্রৌ (রাত্রিভাগে) রত্যা সংযুজ্যন্তে (রতিক্রিয়ায় রত হয়) তদ্ (সেই রমণ) ব্রহ্মচর্য্যমেব (গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যই অর্থাৎ ইহাতে পুত্রার্থী গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যের কোন হানি হয় না), [যেহেতু রাত্রি ভোগজনক এজন্য উহা রয়ি, এবং যেহেতু দিবা ব্রহ্মচর্য্যের হেতু-ভূত অতএব উহা প্রাণস্বরূপ] ॥১৩॥

অনুবাদ—অহোরাত্রকেও প্রজাপতি মনে করিবে। সেই অহোরাত্ররূপী প্রজাপতির প্রাণ ও রয়ি নামক দুইটি অংশ আছে। তন্মধ্যে দিবাভাগই প্রাণ অত্তা আদিত্যস্বরূপ, আর রাত্রিভাগ রয়ি-শব্দে শব্দিত। যাহারা দিবাকালে স্ত্রীর সহিত সঙ্গত হয়, তাহারা প্রাণকে নির্গলিত করে অর্থাৎ নিজ হইতে বিচ্যুত করে, অতএব

দিবা স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। আর যাহারা রাত্রিকালে স্ত্রীসংযুক্ত হয়, তাহাদের সেই স্ত্রীসঙ্গ ব্রহ্মচর্য্যই অর্থাৎ ইহাতে গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের কোন হানি হয় না ॥১৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অমুমেব বিভাগমহোরাত্রেঽপ্যুপাসনার্থৈ প্রদর্শয়তি —অহো……রয়িঃ। স্পষ্টোঽর্থঃ। প্রাণং……যুজ্যন্তে।

যস্মাদ্ধেতোরহ্নঃ প্রাণরূপত্বমত এব রত্যা রত্যর্থং প্রয়োজনস্য হেতুত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া। প্রাণভূতেঽহ্নি স্ত্রীভির্যে সংযুজ্যন্তে ত এতে প্রাণমেব প্রস্কন্দন্তি প্রকর্ষেণ শোষয়ন্তি প্রাণাপচারাৎপ্রাণমেব নিঘ্নন্তীত্যর্থঃ।

নন্থ তর্হি স্বযোষিদ্গমনং গৃহস্থৈর্ন কার্য্যমিত্যাশঙ্ক্য রাত্রৌ কার্য্যমিত্যাহ—ব্রহ্ম……যজ্যুন্তে ॥

যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে রত্যর্থং রাত্রৌ স্ত্রীসংপ্রয়োগো ব্রহ্মচর্য্যমেব। মৈথুনমেব ন ভবতীত্যর্থঃ। তন্ন দোষায়েতি যাবৎ ॥১৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মাসাত্মনঃ প্রজাপতেরহোরাত্রে স্থিতিমত্ত্বাৎ তস্য চ ভাগদ্বয়াত্মকত্বাৎ রয়িপ্রাণদৃষ্টিস্তত্রাপি কর্ত্তব্যেত্যত আহ— অহোরাত্রো বৈ প্রজাপতিঃ—অহোরাত্রস্য বিশ্বাশ্রয়ত্বাৎ প্রজাপতিত্বাভ্যুপগমঃ। তস্য অহোরাত্রাত্মকপ্রজাপতেঃ প্রাণরয়িস্বরূপং মিথুনমুপদিশ্যতে অহরেব প্রাণ ইতি প্রকাশময়ত্বাৎ দিনস্য প্রাণত্বম্। রাত্রিরেব. রাত্রিভাগস্তু রয়িঃ রয়িস্বরূপঃ দর্শনাভাবসাধারণ্যেন রাত্রেরয়িত্বম্। প্রকাশাত্মনি ব্রহ্মণি জ্ঞাতেঽপি যে তদুপাসনাং বিহায় রয়েরেব অধীনা ভবন্তি তে মূঢ়া আত্মঘাতিন ইত্যাহ—প্রাণং বৈ ইত্যাদিনা প্রাণং জীবিতং অহরাত্মানং বৈ প্রস্কন্দন্তি নির্গময়ন্তি, কে তে? যে দিবা অহনি রত্যা রয়িস্বরূপিণ্যা ভোগ্যভূতয়া স্ত্রিয়া সহ সংযুজ্যন্তে

মিলিতা ভবন্তি রমস্ত ইত্যর্থঃ ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বথা ভোগবিরতিঃ করণীয়েতি-ভাবঃ। নন্থ তর্হি 'ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ' ইতি নিয়মভঙ্গ ইতিচেন্ন 'ঋতু-কালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা' ইতি স্মৃতেঃ পালনং রাত্রাবেব, তথাত্বে ন ব্রহ্মচর্য্যহানিঃ, ইত্যত আহ—যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ব্রহ্মচর্য্যমেবতৎ। গৃহস্থপক্ষে রাত্রৌ স্ত্রীসংযোগে ন ব্রহ্মচর্য্য-হানিরিত্যর্থঃ॥১৩॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে দিন আর রাত্রিরূপ চব্বিশ ঘণ্টাকে কালরূপে পরমেশ্বরের স্বরূপের কল্পনা করিয়া জীবনোপযোগী কর্ম্মের রহস্য বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে—দিন আর রাত্রি মিলিত হইয়া জগৎপতি পরমেশ্বরের রূপ ; যেহেতু প্রজাপতি অহোরাত্রাত্মক কালে অবস্থিত হইয়া প্রজা সৃষ্টি করেন। উহার মধ্যে দিন—প্রাণ অর্থাৎ সকলের জীবনদাতা প্রকাশময়স্বরূপ, আর রাত্রি—ভোগরূপ রয়ি নামে খ্যাত। প্রাণ ও রয়ি দিন ও রাত্রিতে অবস্থিত থাকিয়া প্রজা সৃষ্টি-বিষয়ে নিমিত্ত হন। অতএব যে মনুষ্য দিনে স্ত্রী-সঙ্গ করে, সে তাহার প্রাণকে বহির্গত করে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরমাত্মার বিশুদ্ধ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইবার বাসনায় প্রকাশময় মার্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াও স্ত্রী সঙ্গাদি-বিলাসে আসক্ত হয়, সে নিজের লক্ষ্যস্থানে না পৌছিয়া এই অমূল্য জীবন ব্যর্থ করে। তাহা ভিন্ন যে সাংসারিক উন্নতিপ্রার্থী সে যদি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ঋতুকালে রাত্রিতে নিয়মানুসারে স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শাস্ত্রের আজ্ঞা পালন-নিমিত্ত ব্রহ্মচারীর তুল্য হয়। লৌকিকদৃষ্টিতে বলা যায়—এই মন্ত্রে গৃহস্থকে দিনে কখনও স্ত্রীসঙ্গ না করা আর বিহিত রাত্রিতে শাস্ত্রানুসারে নিয়মিত ও সংযমিতরূপে কেবল সন্তানার্থ স্ত্রীসঙ্গ করার উপদেশ দিয়াছে। অগৃহীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ সর্ব্বথা নিষিদ্ধই॥১৩॥

শ্রুতিঃ—অন্নং বৈ প্রজাপতিঃ ; ততো হ বৈ
তদ্রেতঃ, তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥১৪॥

অন্বয়ানুবাদ—অন্নং বৈ (অন্নই অর্থাৎ ব্রীহি-যবাদিরূপ শস্যই) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতিস্বরূপ) [যেহেতু] ততঃ (প্রাণিভুক্ত সেই খাদ্য হইতে) হ বৈ (ইহা অবধারণে অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ, প্রসিদ্ধ), তদ্রেতঃ (সেই প্রাণি-শরীরোৎপত্তির কারণ শুক্র উৎপন্ন হয়) [যোষিৎ-শরীরে সেই রেতঃ সিক্ত হইলে] তস্মাৎ (সেই রেতঃ হইতে) ইমাঃ (এই পরিদৃশ্যমান) প্রজাঃ (মনুষ্যাদি প্রাণীর শরীর) প্রজায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ইতি (এই কারণে অন্নই প্রজাপতি) ॥১৪॥

অনুবাদ—বৎস ! ব্রীহি প্রভৃতি শস্যই প্রজাশরীরসৃষ্টির কারণ, এজন্য তাহাই প্রজাপতি. কিরূপে ? তাহা বলিতেছি। জীব যে অন্ন ভোজন করে, তাহা শুক্ররূপে পরিণত হয়, সেই শুক্র স্ত্রী-শরীরে সিক্ত হইলে তাহা হইতে এই মনুষ্যাদি শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে ; অতএব ইহা—কোথা হইতে এই মনুষ্যাদি শরীর উৎপন্ন হইতেছে ? এই প্রশ্নের উত্তর ॥১৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ননু প্রকৃতিপুরুষকালাত্মকং ব্রহ্ম কথং প্রজানামুপাদানমিত্যুচ্যতে। অন্নপরিণামভূতস্য রেতস এব প্রজোপাদানত্বদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্নং······ইতি ॥

অন্নাবস্থং তদুৎপন্নরেতোবস্থং চ যতঃ প্রজাপতিশব্দিতং ব্রহ্মৈবাতঃ প্রকৃতিপুরুষসংবৎসরমাসাদিকালান্নরেতোবস্থারূপাদ্ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি প্রজাপতিশব্দিতস্য ব্রহ্মণ উপাদানত্বমুপপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥১৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ শস্যাদেরন্নস্য প্রজাপতিত্বং সাধয়তি—অন্নং ব্রীহ্যাদিকং জীবখাদ্যং বৈ অবধারণে। প্রজাপতিঃ। প্রজাপতেঃ অস্তু: প্রাণাৎ রয়িরূপস্য অন্নস্য রেতোদ্বারেণ প্রজাস্রষ্টৃত্বাৎ। কথমিত্যুচ্যতে ততঃ—অন্নাৎ হ বৈ যুক্তিসিদ্ধম্, তৎ প্রসিদ্ধং রেতঃ শুক্রং প্রজায়তে যদ্ধি মনুষ্যাদিশরীরনির্ম্মাণকারণং তস্মাৎ যোষিতি সিক্তাৎ পুরুষবীজাৎ রেতসঃ ইমাঃ প্রজাঃ এতে মনুষ্যাদয়ঃ প্রজায়ন্তে উৎপদ্যন্তে 'বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ' ইতিস্মৃতেঃ। এতাবতা 'কুতো হ ইমাঃ প্রজায়ন্ত' ইতি কাত্যায়নপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তমঙ্গিরসা ॥১৪॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে অন্নকে প্রজাপতির স্বরূপ বর্ণনপূর্ব্বক অন্নের মহিমা বলিতেছেন। প্রাণিগণের আহার্য্যস্বরূপ অন্নও প্রজাপতি, কারণ ইহা হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয় এবং পুরুষের বীর্য্য স্ত্রীযোনিতে নিক্ষিপ্ত হইলে প্রাণীর শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে অন্নকেও প্রকারান্তরে প্রজাপতি বলা যায় অর্থাৎ প্রজাপতি অন্নে অবস্থান করিয়া প্রজাগণের জনক হন। যেহেতু প্রজাপতি অন্নে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ অন্নকে রেতোরূপে পরিণত ও তাহাকেই উপাদান করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥১৪॥

শ্রুতিঃ—তদ্ যে হ বৈ তৎ প্রজাপতিব্রতং
চরন্তি, তে মিথুনমুৎপাদয়ন্তে।
তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং
তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর উপসংহারে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজাপতিধ্যানের ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন—] তদ্ (অতএব) যে হ বৈ (যাঁহারাই অর্থাৎ যে সকল গৃহস্থগণ) তৎ (পূর্ব্বোক্ত) প্রজাপতিব্রতং (ঋতুকালে ভার্য্যা-

গমনরূপ ব্রত) চরন্তি (অনুষ্ঠান করেন) তে (তাঁহারা—সেইসব লোক) মিথুনম্ (পুত্র-কন্যা) উৎপাদয়ন্তে (উৎপাদন করেন) তেষাম্ এব (তাঁহাদেরই অর্থাৎ কর্ম্মাবলম্বীদেরই) এষঃ ব্রহ্মলোকঃ (পিতৃযাণাখ্য চান্দ্রমসলোক)। যেষাং তপঃ (ইহাঁদের মধ্যে যাঁহাদের শরীর-শোষণ ব্রতোপবাসাদি কর্ম্ম) ব্রহ্মচর্য্যং (ঋতুকাল ব্যতীত অন্যসময়ে স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগ) যেষু (এবং যাঁহাদিগের মধ্যে) সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ (সর্ব্বপ্রকার অনৃতের পরিহার এবং সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতি নিষ্ঠা আছে) [তাঁহাদের কিন্তু উৎকৃষ্টতর লোক লাভ হয়] ॥১৫॥

অনুবাদ—অতএব যে সকল গৃহস্থ উক্ত প্রজাপতিব্রত (প্রজা-সৃষ্টিকারক) নিয়মতঃ আচরণ করেন, তাঁহারা ইহ জীবনে পুত্র-কন্যা লাভ করেন এবং পরকালে পিতৃযাণরূপ চন্দ্রলোকে গমন করেন, শরীর-শোষক ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্রহ্মচারী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদের সত্যলোকাখ্য ব্রহ্মলোক লাভ হয় ॥১৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তৎপ্রসঙ্গাদমুমুক্ষুনিন্দাপূর্ব্বকং মুমুক্ষুং স্তৌতি—

তদ্ যে……লোকঃ।

তস্মাদ্‌যেঽন্নং বৈ প্রজাপতিরিতি প্রজাপতিশব্দিতস্যান্নস্য ব্রতং ভক্ষণং ব্রতত্বেনানুতিষ্ঠন্তি যেঽন্নভক্ষণশীলা ব্রহ্মচর্য্যরহিতাস্ত এব প্রজা-উৎপাদয়ন্তে। এষ লোকঃ পুত্রপশ্বন্নাদিলক্ষণঃ কার্য্যভূতব্রহ্মরূপো লোক-স্তেষামেব ন ত্বাত্মকামানামিতি ভাবঃ। যেষাং……প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কর্ম্মমাত্রস্য দ্বে ফলে দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ তত্র দৃষ্টফলং প্রথমং ব্রবীতি—তৎ তস্মাৎ কারণাৎ যে গৃহস্থাঃ হ বৈ প্রসিদ্ধৌ তৎ পূর্ব্ববর্ণিতং প্রজাপতিব্রতং প্রজাস্রষ্টৃত্বমৃতৌ ভার্য্যাগমনাদিকমন্নভোজ-নাদিকং বা চরন্তি নিয়মেন কুর্ব্বন্তি তে মিথুনম্ পুত্রং কন্যাঞ্চ উৎ-

পাদয়ন্তে জনয়ন্তি ইত্যৈহিকং ফলম্। অদৃষ্টফলন্তু তেষাম্ এব পূর্ব্বোক্ত-প্রজাপতিব্রতিনামেব এষঃ ব্রহ্মলোকঃ চান্দ্রমসঃ পিতৃযাণাখ্যলোকঃ। যেষাং ব্রতিনাং তপঃ শরীরশোষণং ব্রতোপবাসাদিলক্ষণং কর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যং ঋতোরন্যত্র ভার্য্যায়ামগমনং, যেষু চ সত্যং সর্ব্বথা অনৃতবর্জ্জনং সত্যস্বরূপং পরব্রহ্ম চ প্রতিষ্ঠিতম্ তে সত্যাখ্যব্রহ্মলোকমাপ্নু-বন্তীত্যর্থঃ ॥১৫॥

তত্ত্বকণা—যে ব্যক্তি সন্তানোৎপত্তিরূপ প্রজাপতি-ব্রত অনুষ্ঠান করেন অর্থাৎ স্বর্গাদি লোকে ভোগ-প্রাপ্তির আশায় শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্ম্মের আচরণ করিতে করিতে নিয়মানুসারে স্ত্রীসঙ্গাদি ভোগের উপভোগ করেন, সে ব্যক্তি পুত্র ও কন্যা উৎপাদন পূর্ব্বক প্রজাবৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা উহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ যাঁহাদিগেতে ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যা বিরাজিত এবং যাঁহাদের জীবন সত্যময় তথা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে নিজ হৃদয়ে নিত্য স্থিত দর্শন করে, উঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মলোক লাভ হয়।

যাঁহারা আদর্শ গৃহস্থধর্ম্ম-পরায়ণ, তাঁহারা কিন্তু সংসারে পুত্রকন্যা লাভ করিয়াও পরকালে ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ সত্যাখ্যব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। প্রজাপতিব্রতরূপ গৃহস্থধর্ম্ম পালনের ইহাই ভাবী ফল ॥১৫॥

শ্রুতিঃ—তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো
　　ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চেতি ॥১৬॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—তেষাম্ (তাঁহাদের) অসৌ (ঐ প্রসিদ্ধ) ব্রহ্ম-লোকঃ (দেবযানাখ্য আদিত্যলোক হয়) [তাহা কিরূপ ?] বিরজঃ

(রজোগুণের সম্পর্করহিত অর্থাৎ চন্দ্রলোকের মত বৃদ্ধিক্ষয়যুক্ত নহে, অমলিন) [তাহা কাহাদের হয় ?] যেষু (যাঁহাদের মধ্যে) ন জিহ্মং (কুটিলতা নাই, যেমন গৃহস্থাশ্রমীর ব্যবহারে অনেক প্রকার কৌটিল্য দেখা যায়, সেরূপ যাঁহাদের নাই) [এবং যেষু ন] অনৃতম্ (এবং যাঁহাদিগের মধ্যে ক্রীড়া-পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা প্রযুক্ত হয় না), [তথা] ন মায়া চেতি (এবং যে সকল আশ্রমীতে প্রবঞ্চনা নাই অর্থাৎ মন, বাক্য ও কর্ম্মে ঐক্য আছে, যেমন ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী) [ইঁহাদের সেই বিরজঃ ব্রহ্মলোক হয়] ॥১৬॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি প্রথমপ্রশ্নস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ঐ যে আদিত্যোপলক্ষিত উত্তরায়ণ প্রাণাত্মভাবস্বরূপ, তদ্দর্শীদের ফল কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহাদের লব্ধ ব্রহ্মলোক বিরজঃ রজোগুণের অতীত, ইহাতে ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই, সর্ব্বদা উহা একরূপ, উহা নির্ভয়, নিরতিশয়, ইহাতে গমন করেন তাঁহারাই, যাঁহাদের সাধারণ সংসারীর মত ব্যবহারে কুটিলতা নাই, কোনরূপ মিথ্যা নাই, আচরণে প্রতারণা নাই ॥১৬॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যেষামসৌ……চেতি ॥

ইত্যথর্ব্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ ॥

যেষাং কায়শোষণাখ্যং তপো, ন ভক্ষণশীলতা, মৈথুনবর্জ্জনং, যেষু সত্যবচনং প্রতিষ্ঠিতং, যেষু চ মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎকর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনা-মিত্যুক্তকৌটিল্যলক্ষণজিহ্মত্বং নাস্তি ভূতাহিতবচনলক্ষণমসত্যবচনং নাস্তি তেষামসৌ বিরজো নির্দ্দোষো ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ। তথৈব

ব্যাসার্যৈঃ সর্ব্বব্যাখ্যানাধিকরণে বিবৃতত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। ইতি শব্দঃ প্রতিবচনসমাপ্তৌ ॥১৫-১৬॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি প্রথমপ্রশ্নস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতদ্বিপরীতধর্ম্মণাং লোকানাস্তু দেবযানাখ্য-আদিত্যলোক ইত্যাহ—তেষামিত্যাদিনা—তেষাম্—তাদৃশানামধি-কারিণাম্ অসৌ প্রসিদ্ধঃ ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো ধাম, যদ্ধি বিরজঃ রজঃসম্পর্কহীনং চান্দ্রমসলোকবৎ ন বৃদ্ধিক্ষয়যুক্তম্, তাদৃশো লোকো-গম্যস্তে ন ভবতি, কেষাং স ইত্যুচ্যতে যেষু অধিকারিষু জিহ্মং বক্রতা বিরুদ্ধসংব্যবহারাদিঃ, অনৃতং পরাহিতকরমিথ্যাভাষণাদি ন, মায়াচ প্রতারণাপি ন মনোবাক্‌কর্ম্মণামন্যথাচরণং ছলং নাস্তি তেষামেব অসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকো ভবতি অতঃ জিহ্মানৃতমায়ারহিতৈরেব অধি-কারিভিঃ পরমেশ্বর-লোকো লভ্যতে ইতি প্ররোচনয়া তাদৃশৈর্ভবিতব্য-মিতি সাধনোপদেশঃ। উক্তং হি ভাগবতে—'ন কুর্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিৎ সমদৃক্ সাধ্বসাধুবা'। ইতি ॥১৬॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি প্রথমপ্রশ্নস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে বিশেষভাবে বলিতেছেন যে, যাঁহাদের আচরণে কুটিলতার লেশ পর্য্যন্ত নাই, স্বপ্নেও যাঁহারা মিথ্যাভাষণ করেন না, অসত্যময় আচরণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থিত, যাঁহাতে রাগদ্বেষাদি

বিকারের সর্ব্বথা অভাব, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ছলচাতুরী শূন্য হইয়া শুদ্ধভাবে কেবল ভগবৎ-সেবাপরায়ণ, তাঁহাদের বিশুদ্ধ নির্ব্বিকার ব্রহ্মলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক লাভ হইয়া থাকে ॥১৬॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্নের 'তত্ত্বকণা'-নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি প্রথমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ

শ্রুতিঃ—অথ হৈনং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পপ্রচ্ছ—
ভগবন্! কত্যেব দেবাঃ প্রজাং
বিধারয়ন্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়ন্তে?
কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠ? ইতি ॥১॥

অবতরণিকা—প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল,—কোথা হইতে প্রজাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে? তাহার উত্তরে ঋষি পিপ্পলাদ বলিলেন, প্রজাপতির সৃষ্ট—মিথুন—প্রাণ ও রয়ি হইতেই সমস্ত সৃষ্ট; এক্ষণে সেই প্রাণের অস্তিত্ব জীব-শরীরে নিশ্চয় করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে এই দ্বিতীয় প্রশ্নের আরম্ভ।

অন্বয়ানুবাদ—অথ (কবন্ধী কাত্যায়নের প্রশ্ন সমাধানের পর) হ (এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে) ভার্গবঃ (ভৃগুবংশ জাত) বৈদর্ভিঃ (বিদর্ভ-দেশীয় মুনি) এনং (ইঁহাকে—পিপ্পলাদ মুনিকে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন) ভগবন! (পূজাপাদ গুরুদেব!) দেবাঃ কত্যেব (কত দেবতা—কত ইন্দ্রিয়াদি) প্রজাং (জীব-শরীর) বিধারয়ন্তে? (ধারণ করিতেছে?), কতরে (সেই দেহধারকগণের মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা) এতৎ (এই শরীর ও তাহার কার্য্য) প্রকাশয়ন্তে? (প্রকাশ করিতেছে,—নিজ নিজ মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করিতেছে?) এষাং পুনঃ

(আর ইহাদের মধ্যে) কঃ (কে, কোন্ দেবতা) বরিষ্ঠঃ ? (শ্রেষ্ঠ ?) ইতি (এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—কবন্ধী কাত্যায়ন স্ব-জিজ্ঞাসিত-বিষয়ের উত্তর শ্রবণের পর বিরত হইলে ভৃগুবংশজাত বৈদর্ভির সংশয় হইল—প্রাণ যেন অত্তা সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি রয়িস্থানীয় হইল, কিন্তু জীবশরীরে তাহাদের স্থান কোথায় ? ইহার মীমাংসার্থ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজ্যপাদ গুরুদেব ! জীব-শরীর-মধ্যে কত সংখ্যক দেবতা থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছে ? এবং কি নামধেয় দেবতারা শরীরকে প্রকাশবান্ করিতেছে ? আর কোন দেবতাই বা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ? ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ।

দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাদিবিলক্ষণপ্রত্যগাত্মশোধনায় প্রশ্নানবতারয়তি। উক্তং চ ব্যাসার্যৈরুত্তরেষু খণ্ডেষু প্রত্যগাত্মা বিশোধ্যত ইতি—

অথ……পপ্রচ্ছ। কবন্ধিপ্রশ্নানন্তরং পিপ্পলাদং ভার্গবো বৈদর্ভিঃ পৃষ্টবান্। কিমিতি—ভগবন্……ইতি ॥

হে ভগবন্! কিংসংখ্যাকা দেবাঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকাং প্রজাং বিভ্রতি ? এষ্বেব দেবেষু কতরে দেবা এতচ্ছরীরং তৎকার্য্যং প্রকাশয়ন্তে ? কঃ পুনরেতেষাং শ্রেষ্ঠঃ ? ইতি ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তররূপেণ প্রাপ্তং প্রাণস্যাত্তৃত্বম্, অথেদানীং জীবশরীরে প্রত্যগাত্মশোধনায় দ্বিতীয়ঃ প্রশ্ন আরভ্যতে অথেত্যাদিনা, অথ কবন্ধিনঃ কাত্যায়নস্য প্রশ্নসমাধানাৎ পরং, হেতি প্রসিদ্ধং ভার্গবো ভৃগোর্গোত্রাপত্যং পুমান্, নাম্না বৈদর্ভিঃ, এনমাচার্য্যং পিপ্পলাদং পপ্রচ্ছ সংশয়িতবিষয়মবধারয়িতুং পৃষ্টবান্ ভগবন্! পূজ্যপাদ-

গুরুদেব! কত্যেব কতি সংখ্যাকা এব একো বা দ্বৌ বা সর্ব্বে বা দেবাঃ ইন্দ্রিয়াণি, প্রজাং জীব-শরীরং বিধারয়ন্তে? বিশেষেণ রক্ষন্তি চালয়ন্তি ইত্যর্থঃ। কতরে কে কে কিন্নামকা দেবা এতৎ জীবশরীরং প্রকাশয়ন্তে প্রকাশবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি, পুনস্তথা কঃ অসৌ কিন্নামধেয়ো দেবঃ তেষাং দেবানাং মধ্যে বরিষ্ঠঃ প্রধানতমঃ, তথাহি জড়েষু জীব-শরীরেষু কে দেবাস্তিষ্ঠন্তঃ শরীরং ধারয়ন্তি? ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ, দ্বিতীয়স্তু কে কে দেবাঃ এতৎশরীরং প্রকাশবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি? প্রকাশকানাং মধ্যে কঃ পুনঃ প্রধানতম ইতি? তৃতীয়ঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—কবন্ধী কাত্যায়নের প্রশ্নের উত্তর-লাভের পর ভৃগু-বংশজাত বৈদর্ভি মহর্ষি পিপ্পলাদকে তাহার সংশয়িত-বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। ভার্গবের জ্ঞাতব্য বিষয় তিনটি, যথা—(১) কতগুলি দেবতা প্রজাগণের শরীরকে ধারণ অর্থাৎ পালন করেন? (২) ইঁহাদের মধ্যে কাঁহারা এই শরীরকে ও বিষয়সমূহকে প্রকাশিত করেন? অর্থাৎ পরমেশ্বর কতগুলি দেবতাকে নিমিত্ত করিয়া প্রজাগণের স্থিতি ও বিষয়-প্রকাশ করিয়া থাকেন? এবং (৩) এই সকল দেবতাগণের মধ্যে কে অতিশয় শ্রেষ্ঠ? ॥১॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স হোবাচ—আকাশো হ বা
এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী
বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রঞ্চ। তে প্রকাশ্যাভি-
বদন্তি—“বয়মেতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামঃ” ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—স হ (সেই পিপ্পলাদ মুনি) তস্মৈ (প্রশ্নকারী বৈদর্ভিকে) উবাচ (বলিলেন) এষ দেবঃ (এই শরীর-বিধারক দেবতা) আকাশঃ হ বৈ (আকাশকে জানিবে) চ (এবং) বায়ুঃ,

অগ্নিঃ, আপঃ, পৃথিবী (এইরূপ বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত শরীরের ধারক—উৎপাদক) বাক্ (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়) মনঃ (অন্তঃকরণ, সকল ইন্দ্রিয়ের অভিভাবক একাদশেন্দ্রিয়) চক্ষুঃ শ্রোত্রং (চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়) [এইপ্রকার কার্য্যস্বরূপ ও কারণস্বরূপ দেবতারা শরীরকে রক্ষা করিতেছেন] তে প্রকাশ্য, (তাঁহারা নিজেদের মহিমা দেখাইয়া) অভিবদন্তি (নিজ শ্রেষ্ঠতার স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে লাগিলেন) বয়ম্ (আমি) এতদ্ (এই কার্য্য-কারণ সমুদায়াত্মক) বাণম্ (শরীরকে) অবষ্টভ্য (অশিথিল করিয়া) বিধারয়ামঃ (ধারণ করিয়া আছি, ইহা শিথিল হইতে দিতেছি না) [এইরূপ প্রত্যেকেই অহঙ্কার করিলেন] ॥২॥

অনুবাদ—আচার্য্য পিপ্পলাদ উত্তর করিলেন। আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তদনুগামী অন্তরিন্দ্রিয় মন —ইহারা শরীরের বিধারক অর্থাৎ ইহারাই শরীরকে শিথিল হইতে দেয় না এবং শরীরের পরিচালনা করিতেছে। ইহারা নিজ নিজ মহিমা প্রকাশ করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রত্যেকে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল, আমিই এই কার্য্যকারণ-সমষ্টিস্বরূপ শরীরকে ধরিয়া রাখিতেছি, আমার জন্যই ইহা শিথিল হইতেছে না ; এইরূপে প্রত্যেকে গর্ব্ব করিতে লাগিল ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মৈ······হোবাচ।

স্পষ্টোঽর্থঃ। মুখ্যপ্রাণস্যৈব ধারকত্বপ্রকাশকত্বশ্রেষ্ঠত্বানি বক্তুমাখ্যায়িকামাহ—আকাশো······চ।

হ বা ইতি প্রসিদ্ধ্যতিশয়ে। এষ প্রসিদ্ধ আকাশঃ। দীব্যতি গচ্ছতীতি দেবো গমনশীলস্তাদৃশো বায়ুশ্চাগ্নিরাপঃ পৃথিবী। স্পষ্টোঽর্থঃ।

বাক্‌শব্দেন কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। চক্ষুঃশ্রোত্রশব্দেন জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। তে······ইতি।

আকাশাদয়ঃ সর্ব্বে মিলিতাঃ পুরোবর্ত্তি শরীরং প্রদর্শ্যাভিতঃ স্থিত্বা বদন্তি স্ম। কিমিতি—বয়ং বাণবৎসঞ্চারশীলমেতৎপুরোবর্ত্তি শরীরমবলম্ব্য বিধারয়ামঃ। আকাশাদিবিবিধকার্য্যক্ষমতয়া ধারয়াম ইত্যর্থঃ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং পৃষ্টো মুনিঃ পিপ্পলাদস্তম্ প্রত্যুবাচ, কিমিতি? আকাশাদীনি পঞ্চমহাভূতানি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ পঞ্চ, একাদশমিন্দ্রিয়ং মনঃ এবম্ অন্যে চ কার্য্যকরণরূপা দেবাঃ স্ব-স্ব মাহাত্ম্যং শক্তিং প্রকাশ্য ময়া শরীরং রক্ষ্যতে ময়া আত্মা পশ্যতি, ময়া বিজানাতি ইত্যাদিরূপেণ কথয়িত্বা অভিবদন্তি স্পর্দ্ধমানাঃ স্বস্য শ্রেষ্ঠত্বসূচনার্থং কথয়ন্তিস্ম বয়ম্ অহমেবৈকঃ, একবচনে বহুত্বম্ অস্মদো-দ্বয়োশ্চেত্যনুশাসনাৎ। এতদ্ বাণম্ দৃশ্যমানং কার্য্যকরণসংঘাতরূপং শরীরম্, অবষ্টভ্য অবলম্ব্য অভিবদন্তি ময়া এতৎ শরীরং বিধার্য্যতে অশিথিলীক্রিয়তে ইতি স্বস্য মাহাত্ম্যং প্রকাশ্য শ্রেষ্ঠতায়ৈ স্পর্দ্ধমান আসন্॥২॥

তত্ত্বকণা—ভার্গবের এই সকল প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ উত্তর দিতেছেন। দুই প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দিতেছেন। যদিও সকলের আধাররূপ দেবতা আকাশ, তাহা হইলেও উহা হইতে উৎপন্ন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথ্বী—এই চারি মহাভূতও শরীর ধারণ করিতেছে। অতএব স্থূলশরীর এই পঞ্চ মহাভূত হইতে নির্ম্মিত এইজন্য পঞ্চ মহাভূতের অভিমানী দেবগণই ধারক। বাক্-আদি পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, নেত্র ও কর্ণ-আদি পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন-আদি অন্তঃকরণ—এই ষোড়শ দেবতাই এই শরীরের ও বিষয়ের প্রকাশের হেতু। ইহারা দেহের ধারক ও বিষয়ের প্রকাশক বলিয়া ইহাদিগকে

প্রকাশক বলা হয়। কার্য্য-কারণস্বরূপ উক্ত ধারক ও প্রকাশক দেবগণ (ইন্দ্রিয়গণ) কখন কখন পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, আমিই শরীরকে আশ্রয় করিয়া তাহার ধারক ও প্রকাশক ॥২॥

শ্রুতিঃ—তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা
মোহমাপদ্যথ, অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং
প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি।
তেঽশ্রদ্দধানা বভূবুঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—বরিষ্ঠঃ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) প্রাণঃ (প্রাণবায়ু—অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবায়ু) তান্ (নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী পৃথিবী প্রভৃতি দেবতাকে) উবাচ (বলিলেন) মোহং (এই বৃথা অভিমান) মা আপদ্যথ (প্রাপ্ত হইও না অর্থাৎ করিও না), অহমেব (আমিই—মুখ্যপ্রাণই) এতৎ বাণম্ (এই শরীরকে) অবষ্টভ্য (ধরিয়া) [কিরূপে ?] পঞ্চধা (পাঁচ প্রকারে) আত্মানং (নিজেকে) প্রবিভজ্য (প্রাণনাদি বৃত্তিভেদে বিভক্ত করিয়া) বিধারয়ামি (রক্ষা করিতেছি) ইতি (এই কথা বলিলে) তে (সেই পৃথিব্যাদি দেবতা) অশ্রদ্দধানাঃ (মুখ্য প্রাণের কথায় অবিশ্বাসী) বভূবুঃ (হইল) ।৩।

অনুবাদ—তখন তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণবায়ু সেই স্ব-স্ব প্রধানত্ববাদী আকাশাদি সকলকে বলিলেন—তোমরা ভুল করিও না, আমিই এই বাণের মত সঞ্চরণশীল শরীরকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচ ভাগে নিজেকে বিভক্ত করিয়া রক্ষা করিতেছি ও স্থিতিমান্ করিতেছি। ইহা শুনিয়া আকাশাদি দেবগণ প্রাণের বাক্যে বিশ্বাস করিল না ।৩।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তান্‌······উবাচ। ইত্যর্থঃ। কিমিতি—

মা……মীতি। হ আকাশাদয়! ঈদৃশীং বিপরীতবুদ্ধিং মা গচ্ছত। অহমেব স্বাত্মানং প্রাণাপানব্যানসমানোদানরূপেণ পঞ্চধা বিভজ্য ধারয়ামীতি। এবং বদতো মুখ্যপ্রাণস্যায়ং ভাবঃ—হে আকাশাদয়ো-ভবন্ত আকাশাদিপ্রাতিস্বিককার্য্যক্ষমা ন তু সর্ব্বকার্য্যক্ষমাঃ। অহং তু ভবতামপি কার্য্যনিমিত্তত্বাত্তবৎকার্য্যক্ষমঃ। ম্রিয়মাণে জীবনে তু ভবৎসু ন কোঽপি সমর্থঃ। তে……বভূবুঃ॥

তে তদ্বাক্যে বিশ্বাসং ন কৃতবন্তঃ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—আকাশাদিদেবাঃ শরীরং বিধারয়ন্তীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধম্, তেষ্বপি কেচিৎ কার্য্যস্বরূপাঃ কেচিৎ করণস্বরূপাশ্চ তে সম্ভূয় শরীরং বিধারয়ন্তি যথা প্রাসাদং স্তম্ভাদয়ঃ, অতস্তেষাং শরীর-ধারণেঽভিমানোযুজ্যতে ইতি তেষু প্রত্যেকমবিবেকেনাভিমানোঽভূৎ যথা ময়ৈকেনৈব শরীরং বিধার্য্যত ইতি। ইত্যনেন কত্যেব দেবাঃ প্রজাং বিধারয়ন্ত ইত্যাদি সর্ব্বেষাং প্রশ্নানামুত্তরং দত্তম্। তত্র পঞ্চ-ভূতানাং শরীরারম্ভকত্বেন, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রকাশনেন, কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণাং বাগাদীনাং বাক্যোচ্চারণাদি কার্য্যনির্ব্বাহকত্বেন হেতুত্বম্, তত্র স্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনং কতরেষাম্ ইতি প্রশ্নে আকাশাদীনাং সর্ব্বে-ষামেব ইত্যুত্তরম্। কঃ পুনস্তেষাং বরিষ্ঠ ইত্যন্তিমপ্রশ্নস্য উত্তরমনয়া শ্রুত্যা উচ্যতে। মুখ্যপ্রাণস্য তেষু বরিষ্ঠত্বমিতি॥৩॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকারে যখন আকাশাদি পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণস্বরূপ দেবগণ পরস্পর স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন, তখন মুখ্যপ্রাণ তাহাদিগকে বলিলেন—হে দেবগণ! তোমরা অজ্ঞানবশে নিজদিগকে ধারক ও প্রকাশক বলিয়া যে অভিমান করিতেছ, তাহা তোমাদিগের মিথ্যাভিমানমাত্র। অতএব উহা পরিত্যাগ কর। তোমাদের কাহারও এই শরীরকে ধারণ ও

সুরক্ষিত করিবার শক্তি নাই ; আমিই নিজেকে প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদানরূপ পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়া এই শরীরকে অবলম্বন করিয়া ধারক ও প্রকাশক হইয়া থাকি। মুখ্যপ্রাণের এই কথা শ্রবণ করিয়াও দেবগণ বিশ্বাস করিলেন না ॥৩॥

শ্রুতিঃ—সোঽভিমানাদূর্দ্ধ্বমুৎক্রামত ইব।
তস্মিন্নুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব্ব এবোৎক্রামন্তে।
তস্মিঁশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সর্ব্বএব প্রাতিষ্ঠন্তে।
তদ্ যথা মক্ষিকা মধুকররাজানমুৎক্রামন্তং
সর্ব্বা এবোৎক্রামন্তে, তস্মিঁশ্চ প্রতিষ্ঠমানে
সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এবং বাঙ্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চ।
তে প্রীতাঃ প্রাণং স্তুন্বন্তি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[তখন প্রাণ নিজের মুখ্যত্ব কার্য্যদ্বারা দেখাইলেন] স (সেই মুখ্যপ্রাণ) অভিমানাৎ (অভিমানী আকাশাদির প্রাণের কথায় অবিশ্বাস দেখিয়া গর্ব্বে) ঊর্দ্ধম্ (অষ্টোত্তরশত মর্ম্মস্থানের উপরিভাগে) উৎক্রামতে ইব (যেন একটু চলিয়া গেলেন, সম্পূর্ণ-ভাবে শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন না, কারণ তাহাতে শরীর নাশ হইবে) তস্মিন্ (সেই মুখ্যপ্রাণ) উৎক্রামতি [সতি] (ঊর্দ্ধে উঠিলে) অথ (অব্যবহিত পরেই) ইতরে সর্ব্বে এব (চক্ষুরাদি সকল প্রাণবায়ু) উৎক্রামন্তে (নিষ্ক্রিয় হইল) তস্মিঁশ্চ প্রাণে (আবার সেই প্রাণ) প্রতিষ্ঠমানে (শরীর পাতের ভয়ে স্থিতিলাভ করিলে) সর্ব্বএব (অন্যান্য সব প্রাণই) প্রাতিষ্ঠন্তে (তূষ্ণীম্ভাবে রহিল) তৎ (সে-বিষয়ে) [দৃষ্টান্ত এই] যথা (যেমন) মক্ষিকাঃ (মধুমক্ষিকাগুলি) মধুকররাজানং (মধুমক্ষিকাদের রাজা অর্থাৎ দলপতি)

উৎক্রামন্তং (উড়িতে থাকিলে তাহার অনুসরণ করিয়া) সর্ব্বা এব (সমস্ত মৌমাছিগুলিই) উৎক্রামন্তে—উৎক্রমন্তে (উড়িয়া যায়) তস্মিংশ্চ (আবার সেই মধুকররাজ) প্রতিষ্ঠমানে (স্থিতিলাভ করিলে) সর্ব্বা এব (অন্যান্য সমস্ত মধুমক্ষিকা) প্রাতিষ্ঠন্তে (প্রতিষ্ঠিত হয়) এবং (এইপ্রকার) বাক্‌মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঞ্চ (কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়) তে প্রীতাঃ (অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণের মহিমা বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইল) [এবং] প্রাণং স্তুন্বন্তি (প্রাণকে স্তব করিতে লাগিল) ॥৪॥

অনুবাদ—মুখ্য প্রাণ তাহার অনুগত বাক্ প্রভৃতি প্রাণের অহঙ্কার এবং তাঁহার প্রাধান্যে অশ্রদ্ধা দেখিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যেন হৃদয় হইতে উর্দ্ধভাগে উত্থিত হইল, তাহার উর্দ্ধ গমনে তদধীন বাক্ প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণগুলিও মৃতপ্রায় হইল। আবার যখন মুখ্যপ্রাণ স্বস্থানে আসিল তখন উহারাও স্থিতিলাভ করিল। লৌকিক অবস্থায়ও দেখা যায়, মধুমক্ষিকাদের দলপতি উড়িলে অন্যান্য মধুমক্ষিকারাও উড়িতে থাকে, আবার দলপতি স্থিতিলাভ করিলে তাহারাও স্থিতিলাভ করে, এইপ্রকার বাক্ মনঃ, চক্ষুঃ, কর্ণ এই সকল ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণের প্রাধান্যে বিশ্বাস করিয়া অভিমান ত্যাগকরতঃ তাহাকে স্তব করিতে লাগিল ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সো……ইব।

ততঃ স প্রাণ এষাং গর্ব্বমবলোক্যাহংকারাবেশাদষ্টোত্তরশতমর্ম্মস্থানানামুপরি স্বসামর্থ্যংপ্রকটয়িতুং স্বস্থানাৎকিঞ্চিদুদচলৎ। ইবশব্দোহর্থার্থে। সাক্ষাদুৎক্রমণেঽপ্রতিসমাধেয়ঃ শরীরবিনাশঃ স্যাদিতি মত্বোৎক্রমণমিব কৃতবানিতি ভাবঃ। তস্মিন্……ক্রামন্তে।

তস্মিন্মুখ্যপ্রাণ উৎক্রামতীতরে সর্ব্বে প্রাণা উদক্রামন্।

তস্মিংস্ত……প্রতিষ্ঠন্তে। শরীরপাতভীত্যা পুনঃ প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্নুবতি সতীতরেঽপি প্রতিষ্ঠিতা ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—

তদ্‌যথা……চ। যথা মধুকরমক্ষিকাস্তত্র শ্রেষ্ঠাং মক্ষিকামুৎক্রামন্তীমনূৎক্রামন্তি। প্রতিষ্ঠিতায়াং তস্যাং স্বয়ং প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি। এবং বাগাদ্যা মুখ্যপ্রাণানুবিধায়িনোঽভবন্নিত্যর্থঃ। তে……স্তুবন্তি॥

মুখ্যপ্রাণমাহাত্ম্যদর্শনপ্রীতা বাগাদ্যাঃ প্রাণা মুখ্যপ্রাণং তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ। স্তোতের্ব্যত্যয়াচ্ছ্‌নুঃ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রাণস্য সর্ব্বেষু শ্রেষ্ঠত্বং কর্ম্মণা দর্শয়তি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং হি কারণসিদ্ধিঃ তথাহি প্রাণসত্ত্বে সর্ব্বেষাং বাগাদীনাং সত্তা, তদভাবে চ তেষামসত্ত্বমিতিহেতোঃ প্রাণস্যৈব সর্ব্বহেতুত্বং প্রাধান্যঞ্চ। তদেবোপপাদয়তি—সচেত্যাদিনা, স চ প্রাণঃ, অভিমানাৎ কথম্ এতে মম বাচি ন বিশ্বসন্তি, স্বঞ্চ প্রাধান্যং মন্যন্তে ইতি রোষাৎ উৎক্রামত ইব নিরপেক্ষো নিষ্ক্রিয়ইব আসীৎ ন তু তত্ত্বতস্তস্যোৎক্রমণং তথা সতি শরীরং পতেৎ, প্রাণে এবম্ভূতে সতি অথ অনন্তরমেব ন তু বিলম্বাৎ অন্যেষাং তদধীনানাং বাগাদীনাং প্রাণানামুৎক্রমণমভূৎ। অস্থিতিবদবস্থাঽভবৎ। তস্মিংশ্চ মুখ্যপ্রাণে পুনঃ প্রতিষ্ঠমানে অনুৎক্রামতি সতি সর্ব্বএব বাগাদয়ঃ প্রাণাঃ প্রাতিষ্ঠন্তে স্থিতিং লভন্তে। অত্র লৌকিকোদাহরণম্—মক্ষিকাঃ মধুকরাঃ মধুকররাজানং মধুকরাণাং প্রভুম্ ছান্দসঃ সমাসান্তাচ্ প্রত্যয়াভাবঃ, উৎক্রামন্তং মধুচক্রং বিহায় উদ্‌গচ্ছন্তং প্রতি অভিলক্ষ্য সর্ব্বা মক্ষিকা উৎক্রামন্তে উদ্‌গচ্ছন্তি, তস্মিংশ্চ পুনর্ম্মধুকররাজে প্রতিষ্ঠমানে আবর্ত্তমানে সর্ব্বা এব প্রাতিষ্ঠন্তে অন্যাস্তদনুগতা মক্ষিকাঃ সর্ব্বা আবর্ত্তন্তে এবং বাক্ মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রাণি প্রাণাঃ তে প্রীতাঃ অভিমানং ত্যক্ত্বা প্রাণমাহাত্ম্যেন সন্তুষ্টা

অক্রোধা ইত্যর্থঃ, প্রাণং মুখ্যপ্রাণং স্তুবন্তি তুষ্টুবুঃ স্তুধাতোরাদাদিকস্তাপি ছান্দসব্যত্যয়াৎ শ্নুঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—মুখ্যপ্রাণ দেবগণের বিশ্বাসোৎপাদনের নিমিত্ত দেহ হইতে উর্দ্ধে বাহির হইবার উপক্রম করিলেন। মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে অপর ইন্দ্রিয়গণও অতিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। প্রাণ দেহত্যাগ পূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে উত্থিত হইবামাত্র আকাশাদির অভিমানী দেবগণও শরীরধারণাদিতে অথবা প্রাণশূন্য দেহে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ দেহ হইতে উত্থিত হইলেন। পুনর্ব্বার প্রাণ যখন দেহে সুস্থির হইলেন তখন ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবগণও সুস্থির হইলেন। এই বিষয়টী এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, সংসারে যেরূপ মধুমক্ষিকাগণ স্বীয় রাজাকে অর্থাৎ মধুকরের দল-পতিকে মধুস্থান হইতে উত্থিত হইতে দেখিলে, তাহাকে অনুসরণ করিয়া অপর মক্ষিকাগণ সকলেই উত্থিত হইতে থাকে। সেই প্রধান অগ্রগামী মধুকর যদি কোন স্থানে উপবেশন করে, তদনুসরণকারী মক্ষিকাগণও সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করে। এইরূপ বাক্, মনঃ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র প্রভৃতি অভিমানী দেবগণও অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে অর্থাৎ প্রাণের বিদ্যমানতায় নিজেদের বিদ্য-মানতা ও প্রাণের অভাবে নিজেদের অভাব—ইহা অবধারণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করতঃ প্রাণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥৪॥

শ্রুতিঃ—এষোঽগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জ্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ। এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[স্তবের প্রকার দেখাইতেছেন—] এষঃ (এই মুখ্য প্রাণ) অগ্নিঃ (অগ্নিরূপে) তপতি (প্রজ্বলিত হন) এষঃ (ইনিই)

সূর্য্যঃ (সূর্য্যরূপে আলোক বিতরণ করিতেছেন) এষঃ (ইনি) পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্টি-দেবতা, মেঘরূপে বর্ষণ করিতেছেন) [এষঃ] মঘবান্ (ইন্দ্ররূপে প্রজা পালন করিতেছেন ও দৈত্যদানবদিগকে হত্যা করিতেছেন) এষঃ (এই প্রাণ) বায়ুঃ (প্রবহ, আবহ প্রভৃতিরূপে বহিতেছেন) এষঃ পৃথিবী (এই মুখ্যপ্রাণ পৃথিবীস্বরূপ, যেহেতু পৃথিবী প্রাণের অধীন, অতএব যাহার অধীনতায় যাহার স্থিতি, তাহা তাহার স্বরূপ বলিয়া ব্যপদিষ্ট হয়) দেবঃ (চন্দ্রমা) রয়িঃ (রয়িস্বরূপ হইয়াও প্রাণবাচ্য), [অধিক কি পৃথিবীতে] যৎ (যাহা কিছু) সৎ চ অসৎ চ (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত আছে কিংবা কারণ ও কার্য্য আছে, অথবা সূক্ষ্ম ও স্থূল আছে সমস্তই—সেই প্রাণ) অমৃতঞ্চ (এবং যাহা অমৃত নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ মোক্ষ, তাহাও প্রাণ) ॥৫॥

অনুবাদ—এই মুখ্য প্রাণরূপী (অত্তা) পরমেশ্বর, ইনিই অগ্নিরূপে পচনাদি ক্রিয়া করিতেছেন, সূর্য্যরূপে প্রকাশ দিতেছেন, পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণ করিতেছেন, ইনিই ইন্দ্ররূপে প্রজাপালন ও দৈত্যদানবের নিপাতকারী, ইনি প্রবহাদি বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া সকলকে বহন করিতেছেন, ইনিই পৃথিবীরূপে সকলের ধারয়িতা, যাহা রয়ি-নামে খ্যাত এবং রয়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্রমা ইনিই, অধিক কি, যাহা মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য ও কারণরূপে বর্ত্তমান, তাহারা সমস্তই প্রাণের অধীন, এজন্য প্রাণস্বরূপ বলা হইয়াছে, পরমপুরুষার্থ মোক্ষও তিনি। এইরূপে প্রাণের উপাসনা কর্ত্তব্য ; ইহা স্তুতিমুখে বিহিত হইল ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স্তুতিমেবাহ—এষো······যৎ।

এষ মুখ্যপ্রাণোঽগ্নিরূপেণ তপতি। এষ প্রাণ এব সূর্য্যঃ। সর্ব্বেষাং প্রাণায়ত্তস্থিতিকত্বাৎ। যদধীনা যস্য সত্তা তত্তদেবেতি ভণ্যত ইতি রীতিমনুসৃত্য সামানাধিকরণ্যব্যপদেশো দৃষ্টঃ। রয়ির্দেবশ্চন্দ্রমা ইতি

যাবৎ। সদসচ্ছব্দৌ বর্ত্তমানাবর্ত্তমানপরৌ প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষপরৌ বা চেতনা-চেতনপরৌ বা স্থূলসূক্ষ্মপরৌ বা। অমৃতশব্দো মোক্ষপরঃ। তস্যাপি তদধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ স্তুতিপ্রকারমাহ—এষোঽগ্নিরিত্যাদিনা, এষঃ মুখ্যপ্রাণঃ পরমেশ্বর ইতি যাবৎ, অগ্নিঃ অগ্নিস্বরূপঃ সন্ তপতি পচনাদিক্রিয়াং করোতি, অগ্নেস্তাপো যতঃ প্রাণাধীনঃ অতএব স প্রাণঃ, এবং এষঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যরূপঃ প্রকাশনসাধর্ম্ম্যাৎ, এষঃ পর্জ্জন্যঃ বর্ষণকারী দেবতা 'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিরি'তি স্মৃতেঃ আদিত্যরূপিণঃ প্রাণস্য পর্জ্জন্যত্বম্, এষ মঘবান্ ইন্দ্রঃ সন্ পরিপাতি প্রজাঃ, জিঘাংসতি চ দৈত্যা-সুররক্ষাংসি তস্য প্রাণাধীনশক্তিকত্বাৎ প্রাণরূপত্বম্, এষঃ বায়ুঃ যোঽয়ং প্রবহাদিসপ্তভেদেন প্রবহন্ বায়ুর্জগৎ বিধারয়তি স প্রাণ এব। কিঞ্চ পৃথিবী চরাচরং বিশ্বমিদং রয়িঃ দেবঃ চন্দ্রমাঃ অত্তুঃ প্রাণস্য ভোগ্যত্বাৎ রয়েরপি প্রাণত্বোক্তিঃ, কিঞ্চ যৎ সৎ মূর্ত্তং, বর্ত্তমানং বা কারণং বা স্থূলং বা তদপি প্রাণএব এবমসদপি অমূর্ত্তং ভাবি বা সূক্ষ্মং বা বস্তু তদপি প্রাণ এব, যদমৃতমিত্যুচ্যতে তদপি মোক্ষরূপং পরমপুরুষার্থত্বাৎ প্রাণএব মন্তব্যম্ ॥৫॥

তত্ত্বকণা—মুখ্য প্রাণকেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের স্বরূপ বিচার-পূর্ব্বক উপাসনা করিবার নিমিত্ত সেই মুখ্য প্রাণের সর্ব্বাত্মরূপে মাহাত্ম্য স্তবমধ্যে বর্ণন করিতেছেন।

বাণী আদি সব দেবতা এইরূপ স্তব করিতেছেন যে, এই মুখ্য প্রাণই অগ্নিরূপ ধারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইতেছেন। ইনিই সূর্য্য, ইনিই মেঘ, ইনিই ইন্দ্র ও বায়ু, ইনিই পৃথ্বী, রয়ি, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, যাহা কিছু অমৃত, তাহা ইনিই অর্থাৎ সকলই মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মার অধীন, অতএব তদাত্মক তৎস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদে-পাই,—

"স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।" (ভাঃ ১১।৩।৩৫)

এতৎপ্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের "অতএব প্রাণঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২৩) সূত্রটি আলোচ্য ॥৫॥

শ্রুতিঃ—অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ঋচো যজূꣳষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[সমস্তই যে প্রাণস্বরূপ ইহাতে দৃষ্টান্ত ও যুক্তি এই—] রথনাভৌ (রথচক্রের নাভিদেশে) অরাঃ ইব (অর নামক চক্রধারক কাষ্ঠগুলি যেমন প্রোত আছে, সেইরূপ) সর্ব্বং (সদসৎ সমস্ত বস্তুই) প্রাণে প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণের উপর নির্ভর করিতেছে) ঋচঃ (ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলি) যজূꣳষি (ছন্দোহীন মন্ত্র-সমূদয়) সামানি (এবং গেয় মন্ত্রসমূহ) যজ্ঞঃ (ঐ বেদত্রয়-নিষ্পাদ্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) ক্ষত্রং (প্রজাপালক ক্ষত্রিয় জাতি) ব্রহ্ম চ (এবং যজ্ঞাদির নিষ্পাদক ব্রাহ্মণ জাতি) [ইঁহারাও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণাধীন] ॥৬॥

অনুবাদ—যেমন রথচক্রের নাভিদেশে অরকাষ্ঠগুলি আবদ্ধ থাকিয়া চক্রকে বজায় করিয়া থাকে, সেইপ্রকার সমস্ত জগৎ প্রাণাখ্য-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। অধিক কি, ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও সেই যজ্ঞ-নির্ব্বাহক ব্রাহ্মণ জাতি, জগদ্রক্ষক ক্ষত্রিয় জাতিও সেই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তদধীন ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অরা······প্রতিষ্ঠিতম্।

চক্রস্য নাভিনেম্যোরন্তরালবর্ত্তীনি কাষ্ঠানি অরশব্দেনোচ্যন্তে। চক্রস্য মধ্যপ্রদেশো নাভিশব্দেনোচ্যতে। যথাঽরা নাভাবর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ। সর্ব্বশব্দার্থং স্পষ্টয়তি—

ঋচো······চ। অত্র ব্রহ্মক্ষত্রশব্দঃ স্থাবরজঙ্গমাত্মকপ্রাণিমাত্রোপলক্ষকঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রাণে প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ সর্ব্বং প্রাণ ইত্যুক্তম্ অথ সর্ব্বশব্দস্য বিবরণম্—রথনাভৌ রথচক্রস্য মধ্যদেশবর্ত্তিকাষ্ঠে নাভ্যাকারে, অরাঃ তল্লগ্নানি কাষ্ঠানি যানি চক্রং ধারয়ন্তি, যথা প্রতিষ্ঠিতানি নাভিমাশ্রিত্য স্থিতানি এবং প্রাণস্বরূপে পরমাত্মনি সর্ব্বং চরাচরাত্মকং বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্ তদাশ্রিতং তদধীনমিতি। কিঞ্চ যত্রয্যধীনমিত্যুচ্যতে সাপি প্রাণ এব, তত্র ঋচঃ ছন্দোবদ্ধামন্ত্রাঃ যজূংষি (অচ্ছন্দস্কামন্ত্রাঃ) সামানি (গেয়মন্ত্রাশ্চ) সর্ব্বাণি প্রাণ এব, এতস্যৈব মহাভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদ ইতি শ্রুতেঃ, ন কেবলং বেদাঃ যজ্ঞঃ তদীয় মন্ত্রসাধ্যোঽগ্নিহোত্রাদিযজ্ঞোঽপি, তথা ক্ষত্রং প্রজাপালয়িতৃত্বাৎ ক্ষত্রিয়জাতিরপি প্রাণঃ, এবং ব্রহ্ম চ যজ্ঞাদিকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেঽধিকৃতা ব্রাহ্মণজাতিরপি প্রাণ এব। তথা হ্যুক্তং পুরুষসূক্তে 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ' ইতি 'তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত-ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে। ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত' ইতি। যজ্ঞাৎ যজ্ঞপুরুষাৎ প্রাণাদিত্যর্থঃ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—সকল প্রপঞ্চ যে প্রাণস্বরূপ পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, যেমন রথনাভিতে অর নামক কাষ্ঠ আবদ্ধ হইয়া বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সকলই প্রাণরূপ পরমাত্মার আশ্রিত। ঋক্,

যজুঃ, সামসমূহ এবং যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহার আশ্রয়েই অবস্থিত, এইজন্যই তাঁহাকে সকলের প্রাণস্বরূপ বলা হয়। যেমন প্রাণের অধীন সমস্ত বাগাদি ইন্দ্রিয়, সেইরূপ পরমেশ্বরের অধীন সমস্ত বস্তু। সেইজন্যই তৎস্বরূপ বলা হয়।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'প্রমেয়রত্নাবলীতে' বলিয়াছেন,—

"প্রাণৈকাধীন-বৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃ প্রাণতা যথা।
তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তের্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে॥"

ছান্দোগ্যেও পাই,—"ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে। প্রাণ ইত্যাচক্ষতে, প্রাণো বৈ হেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি ইতি।" (ছাঃ ৫।১।১৫)॥৬॥

শ্রুতিঃ—প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে।
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি
যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[পরোক্ষভাবে প্রাণের স্তব করিয়া এক্ষণে প্রত্যক্ষ-ভাবে স্তব করিতেছেন] [হে] প্রাণ! [ত্বং] গর্ভে (তুমিই যোষিদ্‌গর্ভে) প্রজাপতিঃ (প্রজাপতিরূপে) চরসি (শুক্রশোণিতকে মিলাইতেছ, তাহা হইতে জীবদেহ নির্ম্মাণ করিতেছ, তাহাতে চৈতন্যাধান করিতেছ ; ত্বমেব (আবার সেই প্রজাপতিরূপী তুমি) প্রতিজায়সে (পিতা ও মাতার প্রতীকরূপে জন্ম গ্রহণ করিতেছ) [অতএব তুমি বীজ ও বীজদাতা উভয়ই] [হে] প্রাণ! ইমাঃ (এই পরিদৃশ্যমান) প্রজাঃ (মনুষ্যাদি জীব) তুভ্যং তু (তোমার উদ্দেশে) বলিং (পূজাদ্রব্য) হরন্তি (উপহার দেয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা

গৃহীত বিষয় অন্নরূপে তোমাকে উপহার দিতেছে) যঃ (যে তুমি) প্রাণৈঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত) প্রতিতিষ্ঠসি (সমস্ত প্রাণিশরীরে প্রতিষ্ঠিত আছ) [সেই অন্তা তোমার উদ্দেশে প্রজারা রাজাকে যেমন উপহার দেয়, সেইরূপ উপহার দিতেছে] ॥৭॥

অনুবাদ—হে প্রাণ! তুমি যোষিদ্‌গর্ভে প্রজাপতিরূপে বিচরণ করিতেছ, আবার তুমিই পুত্রকন্যারূপে পিতামাতার প্রতীক হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছ। এই প্রাণিবর্গ যে ইন্দ্রিয়দ্বারা শব্দাদি বিষয় সংগ্রহ করে, তাহা অন্তা—প্রাণ তোমাকে উপহার দেয়, যেহেতু তুমি সকল প্রাণিশরীর-মধ্যে ইন্দ্রিয়াদি লইয়া প্রতিষ্ঠিত আছ, তুমি রাজা, ইন্দ্রিয়বর্গ তোমার পরিচারক, সমগ্র বিষয় তোমার ভোগ্য ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এবমেষ ইত্যঙ্গুল্যা নির্দ্দিশ্য পরম্পরং দর্শয়িত্বা তদ্‌গুণান্ সংকীর্ত্ত্য পশ্চাত্তমেব মুখ্যপ্রাণমভিমুখীকৃত্য স্তবন্তি—

প্রজাপতি······জায়সে। ত্বং প্রজানাং রক্ষকঃ সন্‌প্রাণাদিবায়ুরূপেণ গর্ভে সঞ্চরসি। তথা গর্ভোৎপাদকতয়া তৎপোষকতয়া চ পিতৃরূপ এব বর্ত্তমান এব ত্বমুৎপাদকত্বপ্রাতিলোম্যেন পুত্রাদিরূপেণ জায়সে। তুভ্যং····· তিষ্ঠসি॥

হে প্রাণ স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা ইমাঃ প্রজাস্তুভ্যং ত্বদর্থাস্বচ্ছেষভূতা-যতো বলিমন্নাদিকং ত উপহরন্তি। যত্ত্বং প্রাণাদিব্যাপারৈঃ সর্ব্বত্র প্রাণিষু প্রতিষ্ঠিতোঽসীত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীমপরোক্ষভাবেন প্রাণমভিমুখীকৃত্য স্তৌতি হে মুখ্যপ্রাণ! ত্বং প্রজাপতিঃ সন্ গর্ভে চরসি, যোষিদ্‌গর্ভে পুংসা প্রক্ষিপ্তং রেতঃ তদীয়শোণিতেন সহ মিশ্রয়িত্বা জীবদেহং সৃজসি এবং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বেন প্রজাপতিত্বং প্রাণস্যাত্মনঃ সিদ্ধম্। অত-

ত্বমেব প্রতিজায়সে মাতুঃ পিতুশ্চ প্রতিরূপঃ সন্ পুত্রাদিরূপেণ উৎপদ্যসে। ততঃ প্রাণিনশ্চক্ষুরাদিভিঃ কার্য্যং নির্ব্বাহ্য প্রাণায়োপহরন্তি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ভক্ষ্যমন্নভূতং রয়িঃ প্রাণস্তস্যাত্তা ইত্যাহ তুভ্যং প্রাণ! প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি। যথা প্রজা রাজ্ঞে বলিমুপহরন্তি তদ্বদিতিভাবঃ। কস্মাৎ? যঃ যস্তুং প্রাণৈঃ ইন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ, প্রতিতিষ্ঠসি, জীবদেহে প্রতিষ্ঠিতোঽসি অতঃ প্রাণৈঃ হৃতং সর্ব্বং ভোজ্যং রয়িঃ তস্য ভোক্তা প্রাণ ইতি সিদ্ধম্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—এইপ্রকারে প্রাণের মহত্ত্ব বর্ণন পূর্ব্বক এক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে উহাঁর স্তুতি করিতেছেন। হে প্রাণ! তুমিই প্রজাপতিরূপে স্ত্রীলোকের গর্ভে গর্ভস্থের প্রেরক হইয়া বিচরণ কর। তুমিই মাতা-পিতার অনুরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ কর। সমস্ত জীব তোমার প্রজা সুতরাং তোমাকেই সকলে উপহার সমর্পণ করে। তুমিও অপানাদি সকল প্রাণের সহিত সমস্ত প্রাণিগণের সহিত সকলের শরীরে অবস্থিত আছ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকেও প্রাণ বলে ॥৭॥

শ্রুতিঃ—দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৄণাং প্রথমা স্বধা।
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[যজ্ঞে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা অগ্নিই দেবতাদিগকে পাওয়াইয়া দেন, এজন্য অগ্নিদেব শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রতিপন্ন করিতেছেন—হে প্রাণ!] দেবানাম্ (যজ্ঞে পূজনীয় ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের মধ্যে) [ত্বং] বহ্নিতমঃ (তুমিই অগ্নিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবির্বহনকারী) অসি (হইতেছ); [এবং] পিতৄণাং (অগ্নিষাত্তাদি পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে) স্বধা (শ্রাদ্ধে যে অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহা) প্রথমা (দেব প্রদেয় অন্নাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) [তাহাও তুমি পিতৃগণকে পাওয়াইয়া দাও] অথর্ব্বাঙ্গিরসাং (অঙ্গিরা হইতে সম্ভূত অথর্ব্বাখ্য) ঋষীণাং

(ঋষিদিগের) সত্যং (অবিতথ, কপট-মিথ্যাশূন্য) চরিতং (আচরণ) [তাহাও] ত্বমেব অসি (তুমিই হইতেছ) [অর্থাৎ তুমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম] ॥৮॥

অনুবাদ—হে প্রাণ! তুমি দেবতাদিগের উদ্দেশে হবির্বহন কর এজন্য অন্যান্য বহ্নি (বাহক) অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ হব্যবাহক। তুমি পিতৃগণের উদ্দেশে দীয়মান স্বধানামক অন্ন, ইহা দেব প্রদত্ত অন্ন হইতে আদিভূত, তাহাও তুমি লইয়া যাও। অথর্ব্বা নামক অঙ্গিরা-গোত্রসম্ভূত ঋষিদিগের সত্য আচরণ, যাহা দেহ ধারণের উপযোগী, তাহা তোমার অধীন ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—দেবা······তমঃ। হবিষাং বাহকতমঃ।

পিতৃ্ণাং······স্বধা। মুখ্যঃ পিতৃপ্রীতিহেতুভূতস্ত্বমেবেত্যর্থঃ।

ঋষীণাং······মসি॥ অথর্ব্বাঙ্গিরসামৃষীণাং সত্যমুৎকৃষ্টং চরিতং নিত্যনৈমিত্তিকাদিলক্ষণং কর্ম্ম ত্বমসীত্যর্থঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ন কেবলং মনুষ্যাদয়ঃ প্রাণিনোহন্তরূপিণে তুভ্যং বলিমুপহরন্তি কিন্তু ত্বং সর্ব্বেষাং প্রধানতম ইতি কর্ম্মণা প্রাধান্যং প্রাণস্য ব্যনক্তি হে প্রাণ! দেবানাম্ যজ্ঞে যষ্টব্যানামিন্দ্রাদীনাং বহ্নিতমঃ হবিঃপ্রাপকতয়া শ্রেষ্ঠো বহ্নিঃ পূর্ব্বং পচনাদিক্রিয়ানিষ্পাদ-কত্বেন প্রাণস্য বহ্নিত্বমুক্তমিদানীন্তু দেবানাং হবির্বাহকতয়া তস্য প্রাধান্যদ্যোতনায় তমং গ্রহণম্। তথা পিতৃ্ণাম্ অগ্নিষ্বাত্তাদীনাং পিতৃলোকগতানাং পুরুষাণাং স্বধা অন্নম্, যা হি প্রথমা দেবপ্রদানম-পেক্ষ্য আদিভূতা সাপি ত্বমেব তস্যা অপি পিতৃভ্যঃ প্রাপকত্বাৎ। অথর্ব্বাঙ্গিরসাম্ অঙ্গিরোগোত্রসম্ভূতানাম্ অথর্ব্বণাং তন্নামধেয়ানাম্ ঋষীণাং ব্রহ্মদর্শিনাং সত্যমবিতথং চরিতং কার্য্যং নিত্য-নৈমিত্তিকাদি-লক্ষণং কর্ম্ম। হে প্রাণ! তদপি ত্বমেব অসি ভবসি, ত্বদধীনত্বাৎ তৎ-কর্ম্মণামিতি ভাবঃ ॥৮॥

তত্ত্বকণা—হে প্রাণ! তুমিই অগ্নিরূপে দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠযজ্ঞ-ভাগবাহক, পিতৃগণের প্রথমা স্বধা অর্থাৎ মুখ্য স্বধাবাহক এবং তুমিই অথর্ব্বাঙ্গিরস ঋষিগণের আচার ও সত্যবচন ।৮।

শ্রুতিঃ—ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা।
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[প্রাণ সমস্ত দেবতাস্বরূপ—] হে প্রাণ! ত্বম্ ইন্দ্রঃ অসি (তুমিই ইন্দ্র হইতেছ) ত্বম্ (তুমি) তেজসা (স্বকীয় বীর্য্যদ্বারা) রুদ্রঃ অসি (সংহার কর্ত্তা রুদ্র) ত্বং পরিরক্ষিতা অসি (জগতের স্থিতিকারক বিষ্ণু) অন্তরিক্ষে (আকাশে—শূন্য-প্রদেশে বায়ুরূপে) চরসি (প্রবাহিত হইতেছ) ত্বং জ্যোতিষাং পতিঃ (জ্যোতিষ্ক পদার্থসমূহের অধিপতি) সূর্য্যঃ ত্বম্ (সূর্য্যরূপে তুমি উদয়-অস্ত লাভ করিতেছ) ।৯।

অনুবাদ—হে প্রাণ! তুমি ইন্দ্র অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালীরূপে পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বাতিশায়ী বীর্য্যে জগৎ-সংহারকর্ত্তা রুদ্র, আবার সৌম্যমূর্ত্তিতে বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করিতেছ। শূন্য-প্রদেশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অধিপতি সূর্য্য হইয়া নিরন্তর জগৎ প্রকাশ করিতেছ ।৯।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ইন্দ্রস্ত্বং······পরিরক্ষিতা।

হে প্রাণ! ত্বমিন্দ্রঃ পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ। ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইদি হি ধাতুঃ। তেজসা সর্ব্বসংহারলক্ষণেন ত্বং রুদ্রো রোদনহেতুঃ। স্থিতি-কালে পরিরক্ষকশ্চেত্যর্থঃ।

ত্বম অন্তরিক্ষে······জ্যোতিষাং পতিঃ। জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যো ভূত্বাঽন্তরিক্ষে চরসি ।৯।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বং প্রাণং সূর্য্য-পর্জ্জন্য-মঘববায়্বাদিরূপেণ বাগাদয়ো দেবতা অস্তুবন্, ইদানীং তেষাং প্রাণরূপতাং প্রতিপাদয়তি। হে প্রাণ! ত্বমিন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ, ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইত্যস্মাৎ র প্রত্যয়ঃ, ত্বং বীর্য্যেণ জগতঃ সংহারকর্ত্তা রুদ্রো ভবসি, সৌম্যেন রূপেণ জগৎপালকো বিষ্ণুরসি। সূর্য্যরূপেণ প্রত্যহমস্তোদয়ৌ লভমানো জগৎ প্রকাশয়সি, অন্যেষাং গ্রহাণাং সোঽধিপতিঃ সূর্য্যঃ ॥৯॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পঞ্চভূতাধিষ্ঠাতা দেবগণ প্রাণকে মঘবান্ পর্জ্জন্য ও বায়ু ইত্যাদি বলিয়া স্তব করিয়াছেন। অধুনা ঐ মঘবান্ প্রভৃতি শব্দের প্রাণরূপতা বর্ণন পূর্ব্বক স্তব করিতেছেন,—হে প্রাণ! তুমি সর্ব্বপ্রকার তেজঃ বা শক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবনের স্বামী ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর। তুমিই প্রলয়কালে সকলের সংহার কর্ত্তা রুদ্র এবং তুমিই সৌম্যরূপে সকলের যথাযোগ্য রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু। আর তুমিই অগ্নি, চন্দ্র, নক্ষত্রাদি সমস্ত জ্যোতিষ্কগণের স্বামী অর্থাৎ গ্রহপতি সূর্য্য হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছ ॥৯॥

শ্রুতিঃ—যদা ত্বমভিবর্ষস্যথেমাঃ প্রাণতে প্রজাঃ।
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[প্রাণের পর্জ্জন্যরূপতা কার্য্যের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন] [হে] প্রাণ! যদা (যখন) ত্বম্ (তুমি) অভিবর্ষসি (পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণ কর) অথ (তখন) তে ইমাঃ প্রজাঃ (তোমার এই মনুষ্যাদি প্রাণিগণ) [প্রাণতে—জীবিত থাকে] অন্নং ভবিষ্যতি (শস্য হইবে) ইতি কামায় (এই আশায়) আনন্দরূপাঃ (আনন্দে মগ্ন

হইয়া) তিষ্ঠন্তি (থাকে)। [তুমি বর্ষণকারী পর্জ্জন্যদেব, তোমার বর্ষণের ফলে সকলে বাঁচিয়া থাকে]॥১০॥

অনুবাদ—হে প্রাণ! যখন তুমি পর্জ্জন্যরূপে বর্ষণ কর, তখন মনুষ্যাদি প্রাণী অন্ন পাইয়া বাঁচিয়া থাকে এবং তোমার বর্ষণের ফলে ইচ্ছামত প্রচুর শস্য পাইব, এই আশায় পরমানন্দে মগ্ন হয়॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যদা……ভবিষ্যতীতি॥

হে প্রাণ! যদা ত্বং মেঘরূপ্যভিতো বর্ষসি তদা তে ত্বদীয়া ইমাঃ প্রজা আনন্দিন্যো ভবন্তি। কস্য হেতোঃ? কামায়াভিলষিতার্থায় পর্য্যাপ্তমন্নং ভবিষ্যতীতি। 'তদ্‌যদা সুবৃষ্টির্ভবত্যানন্দিনঃ প্রাণা ভবন্ত্যন্নং বহু ভবিষ্যতি' ইতি ছান্দোগ্যে [৭।১০।১] শ্রবণাদিতি দ্রষ্টব্যম্॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রাণস্য পর্জ্জন্যরূপেণ জগদ্ধারকত্বং প্রতিপাদয়তি—হে প্রাণ! যদা যস্মিন্‌কালে, ত্বম্ অভিবর্ষসি পর্জ্জন্যো ভূত্বা সমন্তাৎ বারি বর্ষসি, অথ তদা তেন বা বর্ষণেন ইমাঃ দৃশ্যমানাঃ তে ত্বদীয়াঃ ত্বদধীনজীবিতাঃ প্রজাঃ মনুষ্যাদয়ঃ আনন্দরূপা মুদিতাঃ সত্যঃ তিষ্ঠন্তি, কথং? কামায় ইচ্ছাতঃ পর্য্যাপ্তং বা অন্নং ভবিষ্যতি ব্রীহ্যাদিকং শস্যমুৎপত্স্যতে ইতি কৃত্বা অথবা প্রাণতে ইতি ক্রিয়াপদং জীবন্তীত্যর্থঃ, প্রাণেতি সম্বোধনপদমনুবর্ত্ততে॥১০॥

তত্ত্বকণা—হে প্রাণ! যে সময়ে তুমি পর্জ্জন্যরূপী হইয়া পৃথিবীতে সর্ব্বতোভাবে বর্ষণ করিতে থাক, তখন তোমার এই মনুষ্যাদি প্রজাসমূহ 'ইচ্ছানুরূপ জীবননির্ব্বাহক শস্য উৎপন্ন হইবে' এইরূপ আশায় পরমানন্দে নিমগ্ন হয়॥১০॥

শ্রুতিঃ—ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকর্ষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে] প্রাণ! (অগ্নি অত্তা প্রাণ!) ত্বং ব্রাত্যঃ (তুমি প্রথমজ, সুতরাং সংস্কারক পিতার অভাবে তুমি উপনয়নাদি-সংস্কারহীন হইলেও স্বভাবতঃই শুদ্ধ) একর্ষিঃ (অথর্ব্বাঙ্গিরসদিগের একর্ষিনামক অগ্নি) অত্তা (আজ্য প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্যের ভক্ষণকারী) বিশ্বস্য (সমস্ত জগতের) সৎপতিঃ (উত্তমপতি), বয়ম্ (আমরা দেবগণ) আদ্যস্য (তোমার ভক্ষণীয় খাদ্যের) দাতারঃ (দানকারী অর্থাৎ তুমি অত্তা, তোমাকে ভোগ্যবস্তু সমস্ত উপহার দিয়া থাকি) হে মাতরিশ্ব! [মাতরিশ্বন্!] (হে বায়ুরূপিন্ প্রাণ!) ত্বং নঃ (তুমি আমাদিগের) পিতা (জনক)॥১১॥

অনুবাদ—প্রাণ সকলের আদি, সুতরাং সংস্কারকের অভাবে ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়নাদি-সংস্কারহীন, হে প্রাণ! তুমি অথর্ব্বাঙ্গিরসদিগের একর্ষিনামক অগ্নি, অথবা তুমি অদ্বিতীয় ভোক্তা পরমাত্মা, সমস্ত জগতের পালক, আমরা (ইন্দ্রিয়বর্গ) যে সকল তোমার খাদ্য সংগ্রহ করি, তুমি সে-সকল ভোগ করিয়া থাক। হে বায়ুরূপিন্ প্রাণ! তুমি আমাদিগের পিতা॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ব্রাত্যঃ……সৎপতিঃ।

হে প্রাণ! সংস্কারহীনো ব্রাহ্মণোঽপি ত্বমেব। মুখ্যো মন্ত্রদ্রষ্ট-র্ষিরপি ত্বমেব। বিশ্বস্যাত্তা সংহর্ত্তা চ ত্বমেব। সতাং সাধূনাং রক্ষকোঽপি ত্বমেব। বয়মাদ্যস্য……মাতরিশ্ব নঃ।

বয়ং ত আদ্যস্যাদনীয়স্য ভোগ্যস্য দাতারঃ করপ্রদাঃ। কিংকরা ইতি যাবৎ। হে মাতরিশ্বন্ ত্বং নঃ পিতাঽসি। পোষকোঽসীত্যর্থঃ। মাতরিশ্বন্ ইত্যত্র নকারবিস্থাশ্রবণং ছান্দসত্বাদ্ দ্রষ্টব্যম্॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রাণঃ সর্ব্বেষামাদিঃ পিতৃস্বরূপঃ, যথা হি পিতা পুত্রস্য সংস্কারং বিধত্তে তথা প্রাণোঽপি সর্ব্বেষাং সংস্কারকত্বস্তসর্ব্বে-ষামাদিভূতত্বাৎ সংস্কারকাভাবাৎ উপনয়নাদি-সংস্কারহীনঃ 'অতএব ব্রাত্যঃ 'ব্রাত্যঃ সংস্কারহীনঃ স্যা'দিত্যমরঃ, একর্ষিঃ একর্ষিনামাগ্নিঃ, অথবা একোঽদ্বিতীয়ঃ ত্রিবিধভেদহীনঃ ঋষিঃ সর্ব্বদ্রষ্টা পরমাত্মা, কুতঃ ? যতঃ অত্তা ভোক্তা, বিশ্বস্য জগতঃ সৎপতিঃ নিরপেক্ষপালকত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ পতিঃ। বয়ম্ ইন্দ্রিয়াদয়ো দেবাঃ আদ্যস্য তব ভোগ্যস্য হবিষো দাতারঃ প্রদাতারঃ, করপ্রদাঃ কিঙ্করা ইত্যর্থঃ তথা হে মাতরিশ্বন্! মুখ্য বায়ো! ত্বং নঃ পিতা অথবা বায়ো পিতা ত্বমিত্যর্থঃ ॥১১॥

তত্ত্বকণা—হে প্রাণ! তুমি উপনয়নাদি-সংস্কার রহিত হইয়াও একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তুমি সকলের আদি এবং স্বভাবতঃ শুদ্ধ। অতএব তোমাকে সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত তুমি সকলকে পবিত্রকারী একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি। আমরা সব ইন্দ্রিয়াদি তোমার জন্য নানাপ্রকার ভোজন সামগ্রী হব্য অর্পণ করিয়া থাকি; আর তুমি উহা ভক্ষণ করিয়া থাক। তুমিই এই বিশ্বের ভক্ষয়িতা—যমাদি। তুমিই সাধুগণের পালক ও সজ্জনের পতি। তুমিই বিশ্বের উত্তম অধিপতি। আকাশচারী সমষ্টিবায়ুস্বরূপ প্রাণ! তুমিই আমাদের পিতা, কারণ তোমা হইতেই আমাদের উৎপত্তি। অতএব আমরা তোমার সন্তান পূজকমাত্র ॥১১॥

শ্রুতিঃ—যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥১২॥

অন্বয়ানুবাদ—[হে প্রাণ! তুমি বাক্, মনঃ, চক্ষুরাদির প্রেরক —অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা এই—] তে যা তনূঃ (তোমার

যে শরীর) বাচি (বাগিন্দ্রিয়ে) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিতিলাভ করিতেছে) [এইরূপ] যা শ্রোত্রে (যে শরীর কর্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে), যা চ চক্ষুষি (এবং চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যাহা) যা চ মনসি (মনে—অন্তরিন্দ্রিয়ে যাহা) সন্ততা (সঙ্কল্প-বিকল্পাদি বৃত্তি লইয়া ব্যাপৃত আছে) তাং (সেই সমুদয় তনুকে) শিবাং কুরু (মঙ্গলময়ী, শান্তা কর অর্থাৎ অক্ষুণ্ণা রাখ) মা উৎক্রমীঃ (তুমি শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইও না) [প্রাণের উৎক্রমণে সমস্ত বাগাদি ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয়, এজন্য এই প্রার্থনা] ॥১২॥

অনুবাদ—প্রাণের অধীন সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, যেহেতু প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে প্রাণবায়ুর নিয়ন্ত্রণ-শক্তি সম্বন্ধ থাকায় তাহারা স্ব-স্ব কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছে, এজন্য প্রাণের প্রতি প্রার্থনা, হে প্রাণ ! আমাদের বাগিন্দ্রিয়ে তোমার যে শরীর অবস্থিত, শ্রবণেন্দ্রিয়ে ও চক্ষুতে থাকিয়া যে শরীর ইন্দ্রিয়-কার্য্য সম্পাদন করিতেছে এবং মনে সঙ্কল্প-বিকল্পাদি ব্যাপার লইয়া অনুগত আছে, সেই সমস্ত শরীরকে তুমি স্থির রাখ, তাহা হইতে উৎক্রান্ত হইও না ॥১২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যা……ক্রমীঃ ॥

বাগাদীন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়নিয়মনানুকূলা শক্তিঃ সততং প্রতিষ্ঠিতা তাং শিবাং শোভনাং কুরূৎক্রমণে মাশিবাং মা কুরূৎক্রমণং মা কার্ষী-রিত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বাগাদীন্দ্রিয়াণাং প্রাণসম্বন্ধেন সক্রিয়ত্বং, তদ-ভাবেতু তেষাং ব্যাপারাভাব ইত্যতঃ তত্র প্রাণস্থিতিং প্রার্থয়তে, হে প্রাণ ! যা তে তনূঃ বাগাদি-পরিচালিকা অবান্তরবায়ুরূপা তনূঃ শরীরং শক্তিরিতিযাবৎ বাচি বাগিন্দ্রিয়ে, প্রতিষ্ঠিতা কথনব্যাপারবতী সতী

আস্তে, এবং যা চ শ্রোত্রে শ্রবণেন্দ্রিয়ে তদ্ব্যাপারবতী তনূঃ নিয়মন-শক্তিরস্তি ইত্যর্থঃ, প্রতিষ্ঠিতা শ্রবণব্যাপারজনয়িত্রী, বর্ত্ততে, তথা চক্ষুষি চক্ষুরিন্দ্রিয়ে এবমন্যেষু বাহ্যেন্দ্রিয়েষ্ববগন্তব্যম্, অপিচ মনসি সন্ততা মননব্যাপারসম্পাদিকা সঙ্কল্প-বিকল্পাদিব্যাপারবত্তয়া স্থিতা তাং তনূং শিবাং প্রতিবন্ধশূন্যাং কুরু, প্রাণসংযোগে তেষামর্থক্রিয়াকারিত্বাদেবং প্রার্থনা অতএব মা উৎক্রমীঃ ন শরীরাৎ নিষ্ক্রান্তা ভব। তব নিষ্ক্রমণে সর্ব্বেষামসৎপ্রায়ত্বং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥১২॥

তত্ত্বকণা—এক্ষণে প্রকৃত বিষয় বলিতেছেন। হে প্রাণ! আপনার যে মূর্ত্তি বাগিন্দ্রিয়ে, শ্রোত্রে, চক্ষুতে এবং মনে সম্যকরূপে ব্যাপ্ত হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য তত্ত্বেও অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, সেই মূর্ত্তিকে অক্ষুণ্ণ করুন, কল্যাণময় করুন। বাক্-শ্রোত্রাদি হইতে উৎক্রান্ত হইবেন না।

আপনার শক্তিতেই সকল ইন্দ্রিয় শক্তিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে, আপনি উৎক্রমণ করিলে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যশক্তি ব্যাহত হইয়া পড়িবে ॥১২॥

শ্রুতিঃ—প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বং ত্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্।
মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি ন ইতি ॥১৩॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[অধিক কি? সমস্তই প্রাণের অধীন এজন্য প্রাণব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য] ইদং (এই জগতের যাহা কিছু) সর্ব্বং (সমস্তই) প্রাণস্য বশে (মুখ্যপ্রাণের অধীন হইয়া আছে) [শুধু ইহাই নহে—] ত্রিদিবে (তৃতীয় লোকে স্বর্গে) যৎ (দেবভোগ্য-

রূপে যাহা) প্রতিষ্ঠিতম্ (বর্ত্তমান) [তাহাও প্রাণের বশবর্ত্তী, অতএব হে প্রাণ !] মাতা ইব (জননীর মত) পুত্রান্ (পুত্রদিগকে অর্থাৎ মাতা যেমন পুত্রদিগকে পালন করেন সেইপ্রকার তুমি পুত্র অর্থাৎ আমাদিগকে) রক্ষস্ব (রক্ষা কর, উৎক্রান্ত হইও না) শ্রীশ্চ (এবং ব্রাহ্মী শ্রী ও ক্ষত্রিয় জাতির প্রজাপালনীশক্তি) প্রজ্ঞাং চ (এবং প্রকাশশক্তি) নঃ (আমাদের সম্বন্ধে) বিধেহি ইতি (বিধান কর, ইহাই প্রার্থনা) ॥১৩॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সে সমস্তই প্রাণের অধীন, এবং স্বর্গলোকে যাহা কিছু দেবতা প্রভৃতির ভোগ্য-বস্তুরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারও ব্যবস্থাপক প্রাণব্রহ্ম। হে প্রাণ ! আমরা তোমার পুত্র, মাতা যেমন পুত্রদিগকে অসৎ পথে প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করেন, সেইপ্রকার তুমি তোমার পুত্রদিগকে রক্ষা কর অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কর এবং ব্রাহ্মী শ্রী ও ক্ষত্রিয় জাতির শক্তি তোমার স্থিতিতে স্থিতিশালিনী হউক। আমাদিগকে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান দান কর। এইরূপ বাক্ প্রভৃতির স্তবদ্বারা মুখ্যপ্রাণের প্রজাপতিত্ব নির্দ্ধারিত হইল ॥১৩॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্নের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রাণ……নঃ ॥　ইত্যথর্ব্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

জগদিদং সর্ব্বং প্রাণস্য বশে বর্ত্ততে। বশ ইচ্ছা তদধীনমিতি যাবৎ। যচ্চ ত্রিদিবে স্বর্গাদিলোকে প্রতিষ্ঠিতং তদপি প্রাণাধীনম্। তস্মাৎপুত্রান্মাতেবাস্মান্‌রক্ষস্বাস্মাকং স্ব-স্বকার্য্যনিষ্পাদনসামর্থ্যলক্ষণাঃ শ্রিয়স্তদনুকূলাং প্রজ্ঞাং চ বিধৎস্ব ॥১৩॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ ভোগ্যং সর্ব্বমেব প্রাণাধীনম্ তস্যান্তৃত্বাৎ, অন্নাধীনং হি অন্নং ভবতি। অত উপসংহরতি—ইদম্ ইহ পরিদৃশ্যমানং সর্ব্বমেব ভোগ্যজাতং প্রাণস্য বশে প্রাণাধীনম্ অন্ত্রভাবে অন্নস্য স্থিত্যভাবাৎ। ন কেবলমৈহিকং পারত্রিকমপি প্রাণায়ত্তম্ ইত্যাহ—ত্রিদিবে তৃতীয়া দ্যৌঃ ইতি ত্রিদিবং বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাবাচকস্য পূরণার্থত্বম্, পৃষোদরাদিত্বাদকারাগমঃ। স্বর্গে ইত্যর্থঃ যৎ দেবভোগ্যত্বেন প্রতিষ্ঠিতম্ নৈয়ত্যেন স্থিতিমৎ তদপি প্রাণস্য বশে তিষ্ঠতি প্রাণস্যৈব তদীশিতৃত্বাৎ, অতঃ মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব হে প্রাণ! যথা মাতা পুত্রান্ কুপথগামিনোঽপি রক্ষতি তথাস্মান্ বহির্ম্মুখান্ সংশোধ্য রক্ষস্ব অন্তর্ম্মুখান্ কুরু, কিঞ্চ শ্রীশ্চ শ্রিয়ঞ্চ 'সুপাংসু ইতি ছান্দসী প্রথমা, সা চ শ্রীর্দ্বিবিধা ব্রাহ্মী ক্ষাত্রী চ তাং তথা প্রজ্ঞাং চ ব্রহ্মবিজ্ঞানঞ্চ বিধেহি কুরু। ইত্যাদিকয়া বাগাদীনাং প্রাণস্তুত্যা প্রতিপাদিতং প্রাণস্য প্রজাপতিত্বমিতি ॥১৩॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়প্রশ্নস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—যদি বলা হয়, বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহে প্রাণের অধিষ্ঠান কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করে, প্রাণের আনুগত্য ব্যতীত তাহারা কোন কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহে। আবার কেবল পরিদৃশ্যমান্ বিষয় সকলই যে প্রাণের বশবর্ত্তী, তাহা নহে, পরন্তু স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত অধিদৈবাদিও তাঁহার অধীন।

অতএব জননী যেরূপ পুত্রদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ হে প্রাণ! আপনিও আপনার পুত্রস্বরূপ বাগাদিকে আমাদিগেতে অবস্থান করাইয়া রক্ষা করুন। ক্ষত্রিয়দিগের প্রজাপালন-বিষয়ে শক্তি ও প্রজ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশন-শক্তি আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান করুন।

এই প্রকারে এই প্রকরণে ভার্গব ঋষি দ্বারা জিজ্ঞাসিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিয়াছেন যে, সমস্ত প্রাণিগণের শরীরে অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক বাহির ও ভিতর হইতে আকাশতত্ত্ব ধারণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে এই শরীরের অবয়ব পূর্ত্তি করিয়া থাকে বায়ু, অগ্নি, জল আর পৃথিবী—এই চারিতত্ত্ব। কিন্তু এই বাহ্য ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে প্রকাশ ও ক্রিয়াশীল করিয়া থাকেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণ। অতএব প্রাণই প্রকৃতপক্ষে এই শরীরকে ধারণ করিয়া থাকেন। প্রাণ ব্যতীত শরীর ধারণ ও পোষণ করিবার শক্তি অন্য কাহারও নাই। অন্য সকল ইন্দ্রিয়াদিতে প্রাণের শক্তি অনুস্যূত থাকে। প্রাণের শক্তি পাইয়াই ইহারা শরীর ধারণ করিয়া থাকে। এইপ্রকার প্রাণের শ্রেষ্ঠতার বর্ণন ছান্দোগ্য-উপনিষদের পাঁচ অধ্যায়ের আরম্ভে এবং বৃহদারণ্যক-উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভে আছে। এই প্রকরণে প্রাণের স্তুতির প্রসঙ্গ অধিক পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"এতৎ পদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা।
যথাঽসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ॥"

(ভাঃ ৪।৩১।১৬) ॥১৩॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের দ্বিতীয় প্রশ্নের 'তত্ত্বকণা'
নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ

শ্রুতিঃ—অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ—
ভগবন্! কুত এষ প্রাণো জায়তে? কথমায়াত্যস্মিঞ্
শরীর আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে?
কেনোৎক্রমতে? কথং বাহ্যমভিধত্তে?
কথমধ্যাত্মম্? ইতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধানের পর) কৌসল্যশ্চ আশ্বলায়নঃ (কোসল দেশজাত আশ্বলায়ন-নামা মুনি) হ (প্রসিদ্ধি আছে) এনং (ইহাঁকে—আচার্য্য পিপ্পলাদকে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন), ভগবন্! (পূজনীয় গুরুদেব!) এষঃ প্রাণঃ (এই যে মুখ্যপ্রাণের কথা বলিলেন, এই প্রাণ) কুতঃ (কি কারণ হইতে) জায়তে? (অভিব্যক্ত হয়েন?), অস্মিন্ (এই) শরীরে (জীবদেহ-মধ্যে) কথং (কি প্রকারে, অর্থাৎ কিরূপ ব্যাপারে) আয়াতি? (আসেন, অর্থাৎ কি প্রকারে ইহাঁর শরীরে প্রবেশ হয়?), আত্মানং বা (নিজেকেই বা) প্রবিভজ্য (প্রাণাদি পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া) কথং (কোন্ প্রকারে) প্রাতিষ্ঠতে—প্রতিষ্ঠতে? (প্রতিষ্ঠিত হন?), কেন (কোন্ বৃত্তিতে) উৎক্রমতে? (এই শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন?), কথং বাহ্যম্ (কি প্রকারে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক পদার্থ) অভিধত্তে? (ধারণ করেন, অর্থাৎ শরীরমধ্যে থাকিয়া বাহিরের

পদার্থে কিরূপে সন্নিধান করেন ?), কথম্ অধ্যাত্মম্ ? (আর কিরূপেই বা অধ্যাত্ম অর্থাৎ শরীর-মধ্যস্থিত তত্ত্ব ধারণ করেন ?) ইতি (এই কয়টি প্রশ্ন করিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—দ্বিতীয় প্রশ্নের সমাধানের পর কোসল-দেশবাসী আশ্বলায়ন নামক মুনি আচার্য্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পূজ্যতম গুরুদেব! এই যে প্রাণের উৎপত্তির কথা বলিলেন, তাহা কি কারণ হইতে হইয়া থাকে ? এই জড় শরীরে প্রাণ কোন্ ব্যাপারে প্রবেশ করে ? শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ নিজেকে বিভক্ত করতঃ কি ভাবে স্থিতিলাভ করে ? কোন্ ব্যাপারে সে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হয় ? এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই আভ্যন্তর ও বাহ্য তত্ত্বগুলির ধারণ কিরূপে করে ? ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ......পপ্রচ্ছ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

ভগবন্......কথমধ্যাত্মমিতি॥ প্রতিতিষ্ঠতে প্রতিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। বাহ্যমভিধত্তে বাহ্যরূপেণ সন্নিধত্ত ইত্যর্থঃ। বাহ্যমিত্যস্য সন্নিধানক্রিয়া-বিশেষণত্বাৎ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—যদ্যপি পূর্ব্বং প্রাণস্য উদ্ভবস্থানং প্রজাপতি-রিত্যুক্তং 'স তপস্তপ্ত্বা মিথুনমুৎপাদয়তে রয়িঞ্চেতী'ত্যাদিনা অতো নায়ং প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে তথাপি প্রজাপতেঃ সকাশাৎ প্রাণস্যোৎপত্তিঃ কথমিব স্যাৎ তস্যাপ্যনিত্যত্বাদিত্যাশঙ্কয়াঽয়মেকঃ প্রশ্নঃ। দ্বিতীয়স্তু জাতঃ প্রাণঃ জীবশরীরং কেন বৃত্তিবিশেষেণ প্রবিশতি অথবা কিং প্রয়োজনমুদ্দিশ্য প্রবিশতীতি। অথ শরীরং প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানা-দিভিন্নাত্মানং প্রবিভজ্য কথং স্থিতিং লভতে ? ইতি তৃতীয়ঃ। চতুর্থঃ পুনঃ কেন বৃত্তিবিশেষেণ স শরীরাদুৎক্রামতি ? অয়ন্তু প্রশ্নঃ প্রাক্ প্রাণস্য

সর্ব্বোত্তমত্বে হেতুঃ—তদুৎক্রমণস্য বাগাদীনামুৎক্রমণহেতুত্বমিতি তদ্বশাৎ কথং প্রাণস্য উৎক্রমণং ভবতীতি। পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ কথং প্রাণস্যাধি-ভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্ম-বিষয়াণাং ধারকত্বমিতি পূর্ব্বং প্রাণস্যেদং বশে সর্ব্বমিত্যুক্তত্বাৎ ইদানীং কয়া বৃত্ত্যা ধারয়তীতি করণপ্রশ্নঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে কৌসল্য মুনি মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যে প্রাণের মহিমা আপনি বর্ণন করিলেন, সেই প্রাণ কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করেন? কিরূপে এই শরীরে প্রাণ প্রবেশ করেন? কিরূপেই বা নিজেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া শরীরে অবস্থান করেন? এক শরীর ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় শরীরে যাইবার সময় প্রথম শরীর হইতে কিরূপে বহির্গত হন? কিরূপেই বা বাহ্য অর্থাৎ অধিভূত এবং অধ্যাত্ম-বিষয় ধারণ করেন? ॥১॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি,
ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি, তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—স তস্মৈ উবাচ হ (এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন) অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি (বৎস! তুমি অতিদুরূহ প্রশ্নসকল করিতেছ অর্থাৎ প্রাণই দুজ্ঞে‍́য়, তাহার আবার জন্মাদি তুমি জানিতে চাহিতেছ) [অতএব দেখিতেছি] ত্বং ব্রহ্মিষ্ঠঃ অসি ইতি (তুমি বেশ ব্রহ্মবিদ্, সাধারণ জিজ্ঞাসু তো নহ) তস্মাৎ (সেইজন্য) তেঽহং (তোমাকে আমি) ব্রবীমি (বলিতেছি, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর দিতেছি অর্থাৎ আমি তোমার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর) ॥২॥

অনুবাদ—আচার্য্য পিপ্পলাদ কৌসল্য মুনিকে বলিলেন—বৎস! তুমি যে সব প্রশ্ন করিতেছ, এগুলি অতি দুরূহ, যেহেতু প্রাণতত্ত্বই

দুর্বিজ্ঞেয়, তাহার পর সেই প্রাণের জন্ম, ক্রিয়াকলাপ ও ব্যাপার আরও দুর্বোধ, সবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এ সকল প্রশ্ন উদিত হয় না, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর ।২।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মৈ……হোবাচ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

অতিপ্রশ্নান্……ব্রবীমি। প্রশ্নানতিক্রম্য বর্ত্তমানান্প্রশ্নাযোগ্যান্-রহস্যানর্থান্পৃচ্ছসি তস্মাত্ত্বং ব্রহ্মিষ্ঠোঽসি প্রায়েণ ব্রহ্মবিদসি। ন প্রাকৃত ইতি যাবৎ। অতস্তেঽহং যোগ্যত্বাদ্ব্রবীমীত্যর্থঃ ।২।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রাণতত্ত্বমতীবদুর্বোধম্, যস্য তৎস্বরূপজ্ঞানমস্তি স ব্রহ্মবিৎ, তত্রাপি তস্যাবান্তরব্যাপারনির্ধারণায় পৃষ্টোঽহং জানামি যৎ ত্বং ব্রহ্মবিত্তমঃ, অতি দুরূহাণাং প্রশ্নানাং কর্ত্তৃত্বাৎ, অতস্তুষ্টোঽহং তান্ সর্ব্বানহং সমাদধে শৃণু। ২।

তত্ত্বকণা—মহর্ষি পিপ্পলাদ আশ্বলায়ন কৌসল্য মুনির প্রশ্নসমূহ শ্রবণ পূর্ব্বক বুঝিলেন যে, প্রশ্নগুলি খুবই কঠিন, তবে কৌসল্যের কেবল বুদ্ধিমত্তায় বা তর্কশীলতায় এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় নাই। পরন্তু কৌসল্য ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ বেদবিচারসম্পন্ন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, তদুপরি শ্রদ্ধালুও। কারণ এতাদৃশ বিশেষ জ্ঞাতব্য-বিষয়ক প্রশ্ন ব্রহ্মিষ্ঠভিন্ন অপরে করিতে পারে না। সেইজন্য মহর্ষি অতিশয় সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া বলিলেন যে, কৌসল্য! আমি তোমার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।" (ভাঃ ১।১।৮) ।২।

শ্রুতিঃ—আত্মন এষ প্রাণো জায়তে।
যথৈষা পুরুষে চ্ছায়ৈতস্মিন্নেতদাততং,
মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ছরীরে ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—এষঃ প্রাণঃ (এই যে অস্তা প্রাণ কথিত হইয়াছে, ইহা) আত্মনঃ (পরমাত্মা হইতে) জায়তে (উৎপন্ন হয়), [কিরূপে জন্ম লাভ করে, সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যথা এষা (যেমন এই লৌকিক ব্যবহারে) ছায়া (প্রতিবিম্ব) পুরুষে (হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহে) [জায়তে—উৎপন্ন হয়] [তথা] এতস্মিন্ (সেইরূপ এই পরব্রহ্মে) এতৎ (এই ছায়াস্থানীয় প্রাণ) আততং (লগ্ন হইয়া আছে অর্থাৎ আশ্রিত হইয়া আছে) [তারপর সে] মনোকৃতেন—মনঃ-কৃতেন (মনের দ্বারা অর্থাৎ মনোগত সঙ্কল্প ইচ্ছাদি-কৃতকর্ম্মবশে অথবা বিনা যত্নে) অস্মিন্ শরীরে (নির্ম্মিত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-মধ্যে) আয়াতি (প্রবেশ করে) ॥৩॥

অনুবাদ—অস্তা সেই প্রাণ পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়। কিরূপে উৎপন্ন হয়? সে-বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত এই—যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট একটি প্রাণি-দেহ নির্ম্মিত হইলে ছায়া তাহার অনুগামিনী হয় অর্থাৎ দেহের কার্য্য ছায়ার মত পরমাত্মার সৃষ্ট প্রতিবিম্ব প্রাণ—ইহা প্রথম প্রশ্নের উত্তর। জীব পূর্ব্বজন্মে মনের সঙ্কল্প-ইচ্ছা প্রভৃতি বশে যে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই কর্ম্মফল ভোগার্থ সঞ্জাত এই দেহে সেই প্রাণ পরমাত্মার প্রেরণায় ছায়ার মত আগমন করে: ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—আত্মন······জায়তে।

পরমাত্মন এবৈষ প্রাণো জায়ত ইত্যর্থঃ। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো-মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ' [মুঃ ২।১।৩] ইতি শ্রুতেরিতি দ্রষ্টব্যম্।

কথমায়াত্যস্মিঞ্‌শরীর ইত্যস্যোত্তরমাহ—যথৈষা……শরীরে।

যথা পুরুষে গচ্ছতি ছায়াঽপি সহৈব গচ্ছতি। ন হি ছায়াগমনে সামগ্র্যন্তরমস্তি। এবমেতস্মিন্‌পুরুষে জীব এতন্মনোঽকৃতেনাযত্নেন। কৃতশব্দো যত্নার্থকো। যত্নমন্তরেণাতন্তমবিনাভাবেন সংশ্রিতমেবমেব প্রাণোঽপ্যকৃতেনাযত্নেনাস্মিঞ্ছরীর আয়াতি। মনঃপ্রাণয়োঃ পুরুষ-ছায়াবৎপুরুষাবিনাভূতত্বাৎপুরুষেণ সহৈব প্রাণস্য সম্বন্ধোঽতো ন প্রাণাগমনে পৃথক্কারণমপেক্ষিতমিতি ভাবঃ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথেদানীং প্রশ্নক্রমেণোত্তরাণি দীয়ন্তে, কুত এষ প্রাণোজায়তে ইত্যস্যোত্তরম্—আত্মন এব প্রাণো জায়তে আত্মনঃ পরমাত্মনঃ প্রাণ উৎপদ্যতে। শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চপ্রাণশ্চ ইত্যাদি শ্রুতেঃ কথং জায়তে ইতি প্রশ্নে লৌকিকো দৃষ্টান্তঃ—যথা পুরুষে শিরোহস্তপদাদি-বিশিষ্টে প্রাণিদেহে অনুস্যূতা ছায়া প্রতিবিম্বঃ দৃশ্যতে কার্য্যরূপেণ, তথা এতস্মিন্ পরমাত্মনি এতৎ প্রাণাখ্যং ছায়াস্থানীয়ং তত্ত্বমনুষজ্যতে, আততমিত্যেতৎ। অথ কথমায়াত্যস্মিন্ শরীরে ইতি প্রশ্নস্যোত্তর-মুচ্যতে—পূর্ব্বজন্মনি মনোকৃতেন মনসা নিষ্পাদিতেন অর্থাৎ মনঃ-সঙ্কল্পেচ্ছাদি-নিষ্পন্নকর্ম্মণা হেতুনা নিষ্পন্নে অস্মিন্ শরীরে পাঞ্চ-ভৌতিকে ভোগদেহে কর্ম্মণা সহ আত্মানুষক্তঃ প্রাণবায়ুঃ প্রবিশতি 'তদেব সক্তঃ সহকর্ম্মণে'তি শ্রুতেঃ, 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদি'তি চ শ্রুতেঃ॥৩॥

তত্ত্বকণা—মহর্ষি পিপ্পলাদ আশ্বলায়ন ঋষির প্রশ্নের উত্তর ক্রমান্বয়ে দিতেছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, এই মহামহিমান্বিত প্রাণ পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন জানিবে। মুণ্ডকেও পাই,—"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো" (২।১।৩)। ছায়া বা প্রতিবিম্ব যেরূপ শরীরের অধীন, সেইরূপ এই প্রাণও পরমাত্মার

অধীন। পরমাত্মা যেভাবে পরিচালিত করেন, প্রাণাদি তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া সেইভাবেই চলিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, পূর্ব্ব জন্মের মনের বাসনানুযায়ী কৃতকর্ম্মের ফলেই কর্ম্মানুযায়ী যে জীব-দেহ ধারণ হইয়া থাকে সেই প্রাণি-শরীরে প্রাণের প্রবেশ হইয়া থাকে। পরমাত্মার প্রেরণাক্রমেই কর্ম্মফলানুসারে প্রাণের জীব-শরীরে প্রবেশ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ" (ভাঃ ৪।২৯।২৯) "গৃহ্ণীয়াৎ তৎ পুমান্ রাদ্ধং কর্ম্ম যেন পুনর্ভবঃ" (ভাঃ ৪।২৯।৬২) এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১।৩৯, ১০।১।৪২, ১০।২৪।১৭, শ্লোকসমূহ আলোচ্য ।৩।

শ্রুতিঃ—যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—
এতান্ গ্রামানেতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি ; এবমেবৈষ-
প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—[প্রাণিদেহে প্রবেশের পর প্রাণ নিজেকে কিভাবে বিভাগ করে, তদুত্তরে আচার্য্য লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছেন—] যথা সম্রাট্ (সর্ব্বদেশাধিপতি যেমন) এব (নিজেই) [গ্রামাদিষু—গ্রাম, নগর, প্রদেশ, মহাপ্রদেশে] অধিকৃতান্ (অধীন—অধিকার প্রাপ্ত লোকদিগকে) বিনিযুঙ্‌ক্তে (নিযুক্ত করেন) [কিভাবে ?] [ত্বম্] এতান্ গ্রামান্ (তুমি এই সকল গ্রাম) অধিতিষ্ঠস্ব (অধিষ্ঠান কর অর্থাৎ পরিচালনা কর, পর্য্যবেক্ষণ কর) এতান্ গ্রামান্ (আর তুমি এই গ্রামগুলিকে) [ত্বম্ অধিতিষ্ঠস্ব—শাসন কর] ইতি (এই বলিয়া ভাগে ভাগে কার্য্যে নিযুক্ত করেন) এবমেব (এই দৃষ্টান্তমত) এষঃ প্রাণঃ (এই মুখ্যপ্রাণ) ইতরান্ প্রাণান্ (নিজ অংশভূত প্রাণাদি পাঁচটি

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়বর্গকে) পৃথক্ পৃথগেব (পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে যথাস্থানে) সন্নিধত্তে (নিযুক্ত করেন) ।৪।

অনুবাদ—অতঃপর তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি দিতেছেন—যেমন সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি নিজ অধিকৃত লোকের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'তুমি এইসকল গ্রাম শাসন কর' 'তুমি এই প্রদেশগুলিতে পরিচালক হইয়া কার্য্য কর', এইরূপ ব্যবস্থা দেন, সেইরূপ এই মুখ্যপ্রাণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নিজেকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া সেই পঞ্চ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যভার দিয়া যথাস্থানে নিয়োগ করেন ।৪।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—আত্মানং প্রবিভজ্য কথং প্রতিতিষ্ঠত ইতি তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ—যথা······সন্নিধত্তে । পায়ূপস্থে······ভবন্তি ।

যথা রাজা কার্য্যেষধিকৃতান্‌স্বসেবকানিমান্‌গ্রামানধিতিষ্ঠৈমং গ্রামমধিতিষ্ঠেতি পৃথকপৃথগ্বিনিযুজ্য তন্মুখেন তেষু যথা সন্নিধত্ত এবমেবৈষ মুখ্যপ্রাণ ইতরেষু প্রাণেষু গ্রামস্থানীয়েষু স্বাংশভূতাপানব্যানাদিমুখেন সন্নিধত্তেঽধিতিষ্ঠতীতি যাবৎ ।৪।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ 'আত্মানং প্রবিভজ্য কথং প্রতিতিষ্ঠতে' ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্য উত্তরং দৃষ্টান্তেন বিবৃত্য প্রযচ্ছতি—যথা সম্রাড়েবেত্যাদিনা—যথা বৈ সম্রাট্ পৃথিবীশ্বরঃ স্বয়মেব ন তু প্রযোজ্যভূতৈরন্যৈরিত্যেবকারার্থঃ, অধিকৃতান্ শাসনাদিকার্য্যেষু নিযুক্তান্ স্বসেবকান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে নিযোজয়তি, কথং নিয়োজয়তি ? "ত্বম্ এতান্ গ্রামান্ অধিতিষ্ঠস্ব", আত্মনেপদং ছান্দসম্ অধিতিষ্ঠ এতেষু অধিপতিরূপেণ স্থিত্বা এতান্ প্রশাধি, "ত্বম্ এতান্ নির্দ্দিষ্টান্ গ্রামান্ প্রদেশান্ অধিতিষ্ঠ ইতি" এবং নিয়োগবাক্যৈঃ বিনিযুঙ্‌ক্তে তদ্বৎ এষঃ প্রাণঃ মুখ্যঃ

প্রাণঃ ইতরান্ প্রাণান্ স্বীয়াংশভূতান্ প্রাণাদি-পঞ্চবায়ূন্ ইন্দ্রিয়াণি চ প্রবিভজ্য বিষয়বিভাগপূর্ব্বকং পৃথক্ পৃথক্ অসাধর্ম্যেণ সন্নিধত্তে নিয়োজয়তীত্যর্থঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—মহর্ষি পিপ্পলাদ উদাহরণ দ্বারা তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। যেপ্রকার সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বকীয় অধিকৃত রাজগণকে নিয়োগ করেন, 'তুমি এই প্রদেশের অধিপতি হইয়া অধিষ্ঠান কর' এবং 'তুমি এই গ্রামসমূহের অধিপতি হইয়া বিরাজ কর', সেইরূপ এই মুখ্যপ্রাণ নিজ হইতে প্রাদুর্ভূত ও বিভক্ত প্রাণ সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পৃথক পৃথক ক্রিয়ায় সংস্থাপন করেন এবং স্বয়ং তত্তৎ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হইয়া সেই প্রাণাদি পঞ্চরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। সম্রাট্ কর্ত্তৃক তদধীন রাজগণের কার্য্যে নিয়োগের ন্যায় মুখ্য প্রাণই অপর প্রাণ বা ইন্দ্রিয়-গণকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগশঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্ব্বুদ্ধের্ব্বিজ্ঞানশক্তিতা॥"

(ভাঃ ৩।২৬।৩১)॥৪॥

শ্রুতিঃ—পায়ূপস্থেঽপানম্। চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে। মধ্যে তু সমানঃ। এষ হ্যেতদ্ধুত-মন্নং সমং নয়তি। তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর প্রাণাপানাদির বিভাগ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতেছেন] পায়ূপস্থে (পায়ু—মল নির্গমদ্বারে ও উপস্থ—মূত্রনির্গমদ্বারে) অপানং (অপান নামক বায়ুকে রাখিলেন)

[তথা] চক্ষুঃশ্রোত্রে (চক্ষুঃ ও কর্ণে থাকিয়া) [ও] মুখনাসিকাভ্যাং (মুখ-বিবর ও নাসিকারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়া) প্রাণঃ স্বয়ং (সম্রাট্-স্থানীয় মুখ্য প্রাণ নিজে) প্রাতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হন) মধ্যে তু (মধ্য-দেশে অর্থাৎ প্রাণ ও অপানের মধ্যবর্ত্তী-স্থান নাভিতে) সমানঃ (সমান নামক বায়ু) এষঃ হি এতৎ হুতমন্নম্ সমং নয়তি (ভুক্ত ও পীত দ্রব্যকে শরীরের মধ্যে সঞ্চালন করে অর্থাৎ সমতা প্রাপ্ত করায়) তস্মাৎ (যেহেতু আত্মাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত এই অন্নকে সর্ব্বাবয়বে সঞ্চালন করে অর্থাৎ যে উদরাগ্নির ইন্ধন ঐ ভুক্ত ও পীত দ্রব্য, সেই অগ্নিকে হৃদয়দেশে লইয়া গিয়া রক্তাদি সপ্তধাতুর সাম্য স্থাপন করে, সেইজন্য) [এই প্রাণাগ্নি হইতে] এতাঃ সপ্তার্চ্চিষো ভবন্তি (কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, বিশ্বরুচি ও স্ফুলিঙ্গিনী নামক সপ্ত শিখা নির্গত হয়, ইহারা সপ্তধাতুর সাম্য স্থাপন করে) ॥৫॥

অনুবাদ—পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থে (মূত্রদ্বারে) অপান বায়ু থাকিয়া মলমূত্র অপসারণ করে, প্রাণ বায়ু নিজে চক্ষুঃ-কর্ণরূপ ইন্দ্রিয়ে থাকিয়া এবং মুখ ও নাসিকাচ্ছিদ্র দ্বারা শ্বাসরূপে নির্গত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সমান বায়ু প্রাণ ও অপানের সঞ্চরণ স্থানের মধ্যদেশে অর্থাৎ নাভিতে থাকিয়া ধাতুসাম্য করে, এজন্য উহার নাম সমান, যেহেতু জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ভুক্ত অন্ন ও পীত জলাদি বিভাগ করে, পরে সেই জঠরাগ্নি হৃদয়দেশে উপস্থিত হইলে তাহা হইতে কালী, করালী প্রভৃতি সাতটি শিখা নির্গত হয় ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তত্র পায়ুশ্চোপস্থং চ পায়ূপস্থং তস্মিন্। অপানং মূত্রপুরীষাপকর্ষণং কুর্ব্বংস্তস্মিন্প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠিতোভবতি। তদধিষ্ঠাতা ভবতীত্যর্থঃ। মুখনাসিকাভ্যাং নির্গত্য বায়ুঃ প্রাণরূপঃ সংশ্চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ চক্ষুঃ শ্রোত্রং তস্মিন্প্রতিতিষ্ঠতি

প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। তদধিষ্ঠাতা ভবতীত্যর্থঃ। মধ্যে তু সমানঃ সন্নবতিষ্ঠতে। এষ হি সমানো হুতং ভুক্তমন্নাদিকং সমং নয়তি সপ্তধাতুসাম্যং নয়তি। বিভাগং করোতীতি যাবৎ। তস্মাৎসমানবায়োর্হেতোর্জাঠরাগ্নেঃ সপ্তার্চ্চিষঃ কালীত্যেবমাখ্যাঃ প্রাদুর্ভবন্তি ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ প্রাণাদীনাং বিভাগশঃ স্থিতিমাহ—পায়ূপস্থে পায়ুশ্চ উপস্থশ্চ প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ সমাহারে ক্লীবমেকত্বঞ্চ, তস্মিন্ আশ্রয়ে অপানং—অপনয়তি মূত্র-পুরীষাকর্ষণং করোতীতি অপানম্ প্রতিতিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ, তথা চক্ষুঃশ্রোত্রে চক্ষুশ্চ শ্রোত্রঞ্চ তস্মিন্, মুখ-নাসিকাভ্যাং মুখ-নাসিকে তিষ্ঠন্ প্রাণঃ স্বয়ং সম্রাট্ স্থানীয়ঃ প্রতিতিষ্ঠতি। মধ্যে তু প্রাণাপানয়োর্মধ্যস্থানে নাভ্যামিত্যর্থঃ, সমানঃ সমানাখ্যো বায়ুঃ প্রতিতিষ্ঠতি। তস্য নির্ব্বচনং যথা এষ হি সমানো বায়ুঃ হুতং জঠরাগ্নৌ নিক্ষিপ্তম্, অশিতং ভুক্তং পীতঞ্চ সমং নয়তি অবিকৃতং স্থাপয়তি, তস্মাৎ সমানবায়ুবশাৎ জাঠরাগ্নেঃ এতাঃ প্রসিদ্ধাঃ কালীপ্রভৃতয়ঃ সপ্তার্চ্চিষঃ সপ্তশিখাঃ ভবন্তি প্রাদুর্ভবন্তি প্রাদুর্ভূয়চ সপ্তধাতুসাম্যং নয়ন্তি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে প্রাণাপানাদির বিভাগক্রমে চক্ষুরাদিস্থানের নির্দ্দেশ করিতেছেন।

মুখ্যপ্রাণ স্বীয়াংশ অপানবায়ুকে মল ও মূত্র অপনয়নার্থ পায়ু ও উপস্থ প্রদেশে সংস্থাপন করেন। মল ও মূত্রের অপনয়ন করেন বলিয়াই ঐ বায়ু অপান নামে বিখ্যাত। মুখ্যপ্রাণ স্বয়ং শ্বাসাদি প্রণয়নহেতু প্রাণনামে প্রসিদ্ধ স্বীয়রূপ বায়ুতে অধিষ্ঠান করাইয়া শ্রোত্র, চক্ষুঃ, মুখ ও নাসিকাতে অবস্থান করেন। আর সমান বায়ুতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থলে অর্থাৎ নাভিপ্রদেশে বিরাজ করিয়া থাকেন। সেই প্রাণ ভুক্ত অন্নকে যথোচিতভাবে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চালন করেন

বলিয়া সমান নামে বিখ্যাত হন। সেই সমান বায়ু ভুক্তান্নকে শরীরাবয়বে প্রেরণ করেন এবং জাঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ভুক্ত অন্ন ও পীত জলাদি বস্তুকে সমতা প্রাপ্ত করায়। সেই জাঠরাগ্নি হইতে সাতটি শিখা নির্গত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বিষয় প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীবাত্মা স্বীয়স্বরূপে হৃদয়ে অবস্থান করেন ॥৫॥

শ্রুতিঃ—হৃদি হ্যেষ আত্মা। অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শত শতমেকৈকস্যাঃ দ্বাসপ্ততির্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ী-সহস্রাণি ভবন্ত্যাসু ব্যানশ্চরতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—[ব্যানবায়ুর স্থান ও কার্য্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—] এষঃ আত্মা (সেই প্রাণসংযুক্ত জীবাত্মা) হৃদি হি (শরীরান্তর্গত হৃৎ-পুণ্ডরীকে বিরাজ করেন) অত্র (যেখানে মুখ্যপ্রাণ সমানরূপে বাস করে তথায়) এতৎ (এই প্রসিদ্ধ) নাড়ীনাম্ একশতং (একশত শিরা আছে), তাসাং একৈকস্যাঃ (তাহাদের আবার প্রত্যেকের) শতং শতং (এক এক শত ভেদ) [উহাদের আবার প্রত্যেকের] দ্বাসপ্ততিঃ দ্বাসপ্ততিঃ (৭২টি ৭২টি করিয়া ভেদ, অর্থাৎ পরিগণনায় ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার ভেদ আছে) প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্তি (প্রধান সহস্র শিরা প্রত্যেক উপশিরা সহ গণনায় ৭২০০০ বাহাত্তর হাজার হইয়া থাকে) আসু ব্যানশ্চরতি (ব্যানবায়ু এইসকল নাড়ীতে বিচরণ করে) ॥৬॥

অনুবাদ—সমানবায়ু শরীরের যে স্থানে থাকিয়া কার্য্য করে, সেই সমান নামকপ্রাণের ক্ষেত্র হৃদয়াকাশে জীবাত্মা বর্ত্তমান আছেন। সেই হৃদয়ে একাধিক শত সংখ্যক প্রধান শিরা বর্ত্তমান, আবার তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের ৭২টি করিয়া প্রভেদ, ইহারা

উপশিরা নামে খ্যাত, সেই প্রতিশিখা নাড়ী শত শত বিভাগে বিভক্ত, অতএব সঙ্কলনে দেখা যায় দ্বাসপ্ততি সহস্রশিরা বর্ত্তমান, ব্যানবায়ু ইহাদের মধ্যে বিচরণ করে, বিবিধভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহার নাম ব্যানবায়ু ।৬।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—হৃদি হ্যেষ····· ব্যানশ্চরতি ।

এষ জীবাত্মা হৃদি হৃদয়ে যত্র সমানরূপেণ প্রাণ আস্তে তত্র স্বয়মপি বর্ত্ততে। অত্র হৃদয়ে নাড়ীনামেকাধিকশতং বর্ত্ততে। তাসাং নাড়ীনাং মধ্য একৈকস্যা দ্বাসপ্ততিঃ প্রভেদা ভবন্তি। একৈকা দ্বাসপ্ততিপ্রভেদা প্রতিশাখাভূতনাড়ীসহস্রাণি শতং শতং ভবন্তি। তাসু নাড়ীষু ব্যানরূপশ্চরতীত্যর্থঃ ।৬।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ব্যানাখ্যবায়োঃ স্থানং কার্য্যঞ্চাহ। হৃদীত্যাদিনা। এষঃ অত্রূরূপ আত্মা জীবাত্মা ইত্যর্থঃ, হৃদি হৃদয়াকাশে তিষ্ঠতীতিশেষঃ। যৎ সমানবায়োঃ স্থানং তদেব জীবাত্মনঃ স্থানম্ অত্রহৃদয়ে নাড়ীনামেকশতম্ একোত্তরশতসংখ্যাকাঃ শিরা বর্ত্তন্তে, তাসাং নাড়ীনাং মধ্যে একৈকস্যাঃ নাড্যা দ্বাসপ্ততিঃ প্রভেদাঃ সন্তি, একৈকং পুনর্দ্বাসপ্ততিপ্রভেদং প্রতিশাখাভূতনাড়ীসহস্রাণি শতং শতং ভবতি তথা সতি সঙ্কলনে দ্বাসপ্ততিঃ সহস্রাণি শিরা মনুষ্যশরীরমধ্যে তিষ্ঠন্তি তাশ্চ শিরাশ্চালয়তি ব্যানোনাম বায়ুঃ—তথাচোক্তং ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগ ইতি ।৬।

তত্ত্বকণা—এক্ষণে ব্যানবায়ুর প্রবৃত্তির বিষয় বলিতেছেন। হৃদয়াকাশেই জীবাত্মা বাস করেন। এই শরীরে একশত একটি প্রধান শিরা বা নাড়ী। এই নাড়ী সমূহের মধ্যে এক একটি নাড়ীতে শত শত প্রতিশাখা নাড়ী রহিয়াছে এবং ইহাদেরও প্রত্যেকের প্রতিশাখা

নাড়ী আছে। এই প্রকারে প্রত্যেক শরীরের মধ্যে দ্বাসপ্ততি সহস্র অর্থাৎ ৭২ হাজার প্রতিশাখা নাড়ী আছে, যে বায়ু এই সমূহে বিবিধরূপে নয়ন অর্থাৎ চলাচল করে, তাঁহাকেই ব্যানবায়ু বলে। ফলতঃ প্রাণই সেই ব্যানবায়ুতে অবস্থিত হইয়া বিচরণ করে ॥৬॥

শ্রুতিঃ—অথৈকয়োর্দ্ধ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি,
পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর কাহার দ্বারা উৎক্রমণ করে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—] অথ (অতঃপর) [উদান বায়ুর পরিচয় দিতেছি] [পূর্ব্বোক্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে যে একটি উর্দ্ধগামিনী স্বষুম্না নামে শিরা আছে] [তয়া] একয়া (সেই একটি নাড়ীযোগে) উর্দ্ধঃ [সন্] (প্রাণ উর্দ্ধগতি হইয়া সঞ্চরণ করে, এজন্য) উদানঃ (উদান নামে অভিহিত হয়), [সেই উদানবায়ু], পুণ্যেন (পুণ্য কর্ম্মদ্বারা) [জীবকে] পুণ্যং লোকং (পবিত্র দেবলোকাদিতে) নয়তি (লইয়া যায়), পাপেন (পাপকর্ম্মবশে জীবকে) পাপং (নরকাদিতে লইয়া যায়) উভাভ্যামেব (আর পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম্মফলেই) মনুষ্যলোকম্ [নয়তি] (মনুষ্য যোনি পাওয়াইয়া থাকে) ॥৭॥

অনুবাদ—অতঃপর উদানবায়ুর পরিচয় দিতেছি। পূর্ব্বোক্ত একশত একটি নাড়ীর মধ্যে স্বষুম্না নামে একটি উর্দ্ধগামিনী নাড়ী আছে, তাহার দ্বারা প্রাণবায়ু উর্দ্ধগামী হয়। মৃত্যুর পর সেই উদানবায়ু পুণ্যকারী ব্যক্তিকে পবিত্র দেবাদিলোকে লইয়া যায়, পাপকারীকে নরকে ও পুণ্যপাপ উভয়কারীকে মনুষ্যযোনি লাভ করায় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথৈকয়োর্দ্ধ······মনুষ্যলোকম্।

অথেতি বাক্যোপক্রমে। একয়া কয়াচিন্নাড্যোর্ধ্বমুখ উদানঃ পুণ্যেন হেতুনা পুণ্যং স্বর্গাদিলোকং পাপেন হেতুনা পাপং নরকাদিলোকমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকং নয়তি ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ অতঃপরম্ উদানো বর্ণ্যতে। একয়া তাসাং নাড়ীনাং মধ্যে সুষুম্নাখ্যয়া নাড্যা উর্দ্ধঃ উর্দ্ধগতো বায়ুরুদান-ইত্যুচ্যতে। স উদানোবায়ুঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা পুণ্যং সুখাত্মকং স্থানং স্বর্গাদিকং নয়তি প্রাপয়তি কর্ম্মিণম্, পাপেন কর্ম্মণা পাপং দুঃখময়ং নরকলোকং, উভাভ্যাম্—পুণ্যেন পাপেন চ মিলিতাভ্যাং কর্ম্মভ্যাস্তু মনুষ্যলোকং মনুষ্যযোনিং নয়তি ॥৭॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর 'কেন উৎক্রমতে' কৌসল্যাকে তাহার চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর মহর্ষি পিপ্পলাদ দিতেছেন।

পূর্ব্বে যে একশত একটি নাড়ীর কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী উর্দ্ধগামিনী, যাহার নাম সুষুম্না, সেই নাড়ীর দ্বারা প্রাণ বায়ু উর্দ্ধগামী হয়। উহা হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া মস্তকে গমন করিয়া থাকে। এই প্রাণবায়ু উর্দ্ধগতি হইয়া বিচরণ করে বলিয়া ইহা উদান নামে অভিহিত হয়। এই উদান বায়ু মৃত্যুর পর পুণ্যকারী ব্যক্তিকে তৎকৃত পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোক অর্থাৎ স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। এই উদানই জীবকে তৎকৃত পাপ কর্ম্মদ্বারা পাপলোকে অর্থাৎ দুঃখবহুল নরকাদিতে লইয়া যায়। আর পুণ্য ও পাপকারী ব্যক্তিকে উভয় নিমিত্ত করিয়া সুখ-দুঃখময় মনুষ্য লোকে লইয়া গিয়া থাকে ॥৭॥

শ্রুতিঃ—আদিত্যো হ বৈ বাহ্যঃ প্রাণঃ, উদয়ত্যেষ
হ্যেনং চাক্ষুষং প্রাণমনুগৃহ্ণানঃ।
পৃথিব্যাং যা দেবতা, সৈষা পুরুষস্যাপান-
মবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স সমানো বায়ুর্ব্যানঃ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর অধিদৈবত প্রাণের বর্ণন করিতেছেন—] হ বৈ (ইহাই অধিদৈবতরূপে প্রসিদ্ধ যে) আদিত্যঃ (সূর্য্যদেব) বাহ্যঃ (বাহিরের) প্রাণঃ (প্রাণরূপী আত্মা) উদয়তি (উদিত হয়) এষ হি (এই সূর্য্য) এনং (এই জীবের দেহস্থিত) চাক্ষুষং (চক্ষুর মধ্যস্থিত) প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) অনুগৃহ্ণানঃ (প্রকাশন শক্তি দিয়া সতেজ করিয়া, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি দিয়া), পৃথিব্যাং (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী হইয়া) যা দেবতা (যে দেবতা আছেন) সা এষা (ইনি সেই দেবতা) পুরুষস্য (জীবের) অপানম্ (অপান বায়ুকে) অবষ্টভ্য (অধিকার করিয়া—বশীভূত করিয়া) [ভুক্তান্নের মল ও রস অধঃ আকর্ষণরূপ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে শরীর থাকিত না] অন্তরা (অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া) যদ্ আকাশঃ (এই যে অবকাশ আছে অর্থাৎ তত্রস্থ বায়ু) স সমানঃ (উহা সমান নামক প্রাণকে সতেজ করিতেছে) [কারণ হৃদয়াকাশ-স্থিত আকাশের সহিত বাহ্য আকাশের সাম্য ধরিয়া তত্রস্থ বায়ুকে সমান বলা হয়। বাহ্য বায়ু যেরূপ শরীরব্যাপী সেইরূপ বাহ্য ব্যানবায়ুও সর্ব্বব্যাপী, এজন্য] বায়ুঃ ব্যানঃ (সাধারণ বাহ্যবায়ুই ব্যান বায়ু নামে অভিহিত হয়) ।৮।

অনুবাদ—অতঃপর প্রাণকে আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উভয়রূপে বর্ণন করিতেছেন—এই যে প্রসিদ্ধ সূর্য্য, ইনিই অধিদৈবত প্রাণ, কেননা, ইনি উদিত হইয়া থাকেন, জীবের চক্ষুকে অনুগৃহীত করিয়া অর্থাৎ

জীব চক্ষুর্দ্বারা যে বাহ্য রূপাদি দর্শন করে, তাহা সূর্য্যের প্রকাশন-শক্তিবলে—সূর্য্যও বাহিরের প্রাণবায়ু। পৃথিবীর যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, উহা জীবদেহবর্ত্তী অপানবায়ুকে শক্তি দিয়া অনু-গৃহীত করেন অতএব উহা বাহ্য অপান। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের মধ্যে যে অবকাশ আছে, ঐ আকাশ বাহ্য সমান বায়ু, কেননা যেমন হৃদয়াকাশমধ্যে সমান বায়ু বর্ত্তমান সেইরূপ আকাশস্থ বায়ুও মধ্যদেশে বর্ত্তমান অতএব উভয়ের সমানত্ব নিবন্ধন উহা বাহ্য সমান বায়ু। এবং ব্যানবায়ু যেমন সর্ব্বশরীরব্যাপী সেইরূপ বাহ্যবায়ুও সর্ব্বব্যাপী এইজন্য উহা বাহ্য ব্যান ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথাত্মানং প্রবিভজ্য কথং প্রতিতিষ্ঠতীতি প্রশ্নস্য যথা সম্রাড়েবেত্যারভ্যোভাভ্যামেব মনুষ্যলোকমিত্যেতদন্তং প্রতিবচনং তন্মধ্যেঽথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তীত্যনেন কেনোৎক্রমত ইতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি। কথং বাহ্যমভিধত্ত ইত্যস্যোত্তরমাহ—আদিত্যো……অনুগৃহ্ণানঃ।

চাক্ষুষং প্রাণং চক্ষুর্গোলকবর্ত্তীন্দ্রিয়মালোকাখ্যসহকারিপ্রসাদেনানু-গৃহ্ণানো বহিরাদিত্যরূপেণোদেতি। যদ্যপি প্রাণস্যাদিত্যাত্মকত্বং ন সম্ভবতি তয়োর্ভেদাৎ। তস্যাপি প্রাণকল্পত্বাদ্বা সর্ব্বত্র সত্ত্বেনাভেদোপ-চারাদ্বোপাসনার্থতয়া বা বাহ্যানামাদিত্যাদীনাং প্রাণাত্মকত্বোক্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্। পৃথিব্যাং……অবষ্টভ্য।

পৃথিব্যাং প্রাণকলারূপা দেবতা সা পুরুষস্যাপানবায্বধিষ্ঠিতপায়ু-পস্থেন্দ্রিয়ে অনুগৃহ্ণানা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অন্তরা……সমানঃ।

আকাশাধিষ্ঠাতৃপ্রাণকলারূপাকাশস্যোপচারিক্যভেদোক্তির্দ্রষ্টব্যা। এব-মুত্তরত্রাপি। মধ্যে তু সমানঃ। এষ এতদ্ধুতং নয়তীত্যধ্যাত্মম্। প্রাণাপানস্থানমধ্যবর্ত্তিতয়া হি সমানো নির্দ্দিষ্টঃ। বাহ্যাকাশস্যাপি

বাহ্যপ্রাণরূপস্যাদিত্যস্য বাহ্যাপানরূপস্য পৃথিব্যাশ্চ মধ্যবর্ত্তিতয়া সমানত্বং যুজ্যত ইতি ভাবঃ। বায়ুর্ব্যানঃ॥

বাহ্যো বায়ুস্ত্বগিন্দ্রিয়াত্মনুগৃহীতো ব্যানরূপঃ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—প্রাণে অধ্যাত্মদর্শনমিবাধিভৌতিকাধিদৈবিক-দর্শনমপি কর্ত্তব্যম্ তদাহ—আদিত্যো হ বৈ ইত্যাদিনা—আদিত্যঃ জগৎ-প্রকাশকঃ সূর্য্যঃ হ বৈ প্রসিদ্ধৌ, স বাহ্যঃ প্রাণঃ বহির্ব্বর্ত্তী প্রকাশ-সাধর্ম্ম্যাৎ আত্মরূপঃ, কিন্তৎ সাধর্ম্ম্যম্? স এষ উদয়তি—য এষ উদ্-গচ্ছতি এষ হি এনং জীবদেহবর্ত্তিনং চাক্ষুষং চক্ষুঃস্থিতং প্রাণং প্রাণবায়ুম্ অনুগৃহ্লানঃ তস্য প্রকাশনশক্তিং কুর্ব্বন্ উদয়তি। এবম্ আধিভৌতিকদর্শনং বিবৃণোতি—পৃথিব্যাং পৃথিবীমধিষ্ঠায় তচ্ছক্তি-রূপেত্যর্থঃ যা দেবতা বর্ত্ততে, সা দেবতা এব নান্যা, পুরুষস্য জীবস্য অপানম্ অপানবায়ুম্ অবষ্টভ্য অধিকৃত্য মলাপকর্ষণেনানুগৃহ্লতী আস্তে। অন্তরা দ্যাবাপৃথিব্যোর্ম্মধ্যে য আকাশস্তত্রস্থোবায়ুরিত্যর্থঃ স সমানঃ জীব-দেহস্থং সমানবায়ুমনুগৃহ্লানস্তিষ্ঠতি উভয়োস্তুল্যধর্ম্মত্বাৎ ইতি। বায়ুঃ যো বাহ্যো বায়ুঃ স ব্যানঃ আধিভৌতিকো ব্যাননামা বায়ুঃ ব্যাপনসাধর্ম্ম্যা-দিতি ॥৮॥

তত্ত্বকণা—অতঃপর "কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্" প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। দুইটি মন্ত্রে কৌসল্যকে তাহার ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া জীবাত্মার প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের সহিত এক শরীর হইতে অন্য শরীরে গমনের বিষয়ও স্পষ্ট করিতেছেন। লোকপ্রসিদ্ধ সূর্য্যই সকলের বাহ্য প্রাণ, মুখ্য প্রাণই বহির্ভূত হইয়া আদিত্যে অবস্থান পূর্ব্বক তন্নামে উদিত হন। এই আদিত্যস্থ প্রাণই চাক্ষুষ প্রাণবায়ুকে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, যাহার ফলে চক্ষুঃ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মুখ্য-

প্রাণই অধিদৈবরূপে আদিত্য নাম ধারণ করেন। ঐ প্রাণই অধিষ্ঠানভূত আদিত্যের সহিত চক্ষুঃতে বর্ত্তমান থাকিয়া চক্ষুঃ ও তদভিমানী প্রাণবায়ুকে ধারণ করিয়া অধ্যাত্ম হন। শ্রোত্র প্রভৃতিরও এইরূপ আধ্যাত্মিক বিভাগ জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যে ধারিকা অর্থাৎ অপানাখ্যা দেবতা, তিনিই অধ্যাত্ম অর্থাৎ জীবদেহে অবস্থিত অপানবায়ুকে ধারণ পূর্ব্বক শরীরাভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া থাকেন। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশ ধারক সমান বায়ু আছে, তিনিই অধ্যাত্ম সমানবায়ুকে ধারণ করেন। যিনি বহির্ব্বায়ু-ধারক ব্যান বায়ু, তাঁহাকেই শরীরস্থ শরীরব্যাপী ব্যানবায়ু জানিতে হইবে। বাহ্য সমানবায়ু দ্যুলোক ও পৃথিবীর মধ্যে এবং দেহস্থ সমান বায়ু শরীরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান ॥৮॥

শ্রুতিঃ—তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশান্ততেজাঃ।
পুনর্ভবমিন্দ্রিয়ৈর্ম্মনসি সম্পদ্যমানৈঃ ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—হ বৈ (প্রসিদ্ধ) তেজঃ (বাহ্য অগ্নি) [সঃ] উদানঃ (তাহাই বাহ্য উদান বায়ু) তস্মাৎ (যেহেতু বাহ্য অগ্নি নিজ প্রকাশ দ্বারা উদানবায়ুকে তেজস্বী করিয়া তাহার দ্বারা উৎক্রমণ কার্য্য সম্পাদন করে, সেই কারণে) উপশান্ততেজাঃ (যখন জীব তেজোহীন হয় অর্থাৎ মুমূর্ষু হয়, তখন সেই জীব) মনসি (মনের মধ্যে) সম্পদ্যমানৈঃ (প্রবিষ্ট—লীন) ইন্দ্রিয়ৈঃ (বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গণের সহিত) পুনর্ভবম্ (পুনরুৎপত্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেহান্তর গ্রহণ করে) ॥৯॥

অনুবাদ—বাহিরের যে প্রকাশশীল অগ্নি আছে, তাহাই জীবের দেহস্থিত উদানবায়ু, যেহেতু বাহ্য অগ্নি নিজ প্রকাশশক্তিদ্বারা

জীবদেহস্থিত উদানবায়ুকে তেজঃসম্পন্ন করে। যেহেতু উদানবায়ু বাহ্য অগ্নিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া উৎক্রমণ-কার্য্য সম্পাদন করে, যখন জীবের তেজ ক্ষীণ হয় তখন সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির মনের মধ্যে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হয়, তাহাদিগকে লইয়া উদানবায়ু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করে ॥৯॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—বাহ্যমুদানবায়ুমাহ—তেজো হ বা ইত্যাদিনা। হ বৈ প্রসিদ্ধং যৎ বাহ্যং তেজঃ অগ্নিঃ তৎশরীরে উদানবায়ুঃ, কথম্? বাহ্যেন তেজসাঽনুগৃহীত উদানবায়ুস্তেজঃস্বভাবঃ, অতঃ স উৎক্রান্তি-কর্ম্মোদান ইত্যুচ্যতে, যস্মাদেবং তস্মাৎ যদা জীবঃ উপশান্ততেজাঃ ক্ষীণায়ুর্ভবতি অর্থাৎ মুমূর্ষুর্ভবতি তদা স মনসি প্রবিষ্টৈঃ বাগাদিভি-রিন্দ্রিয়ৈঃ সহ উদানেন বায়ুনা উৎক্রমিতঃ পুনর্ভবং দেহান্তরং গৃহ্লাতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—সূর্য্য আর অগ্নির যে বাহ্য তেজ অর্থাৎ উষ্ণত্ব, তাহা উদানের বাহ্য স্বরূপ। যে বহিস্তেজোধারক উদানবায়ু, সেই আধ্যাত্মিক উদানবায়ুকে ধারণ করে। তেজের অধিষ্ঠাতা উদানবায়ু স্বীয় অধিষ্ঠানস্বরূপ তেজের সহিত শরীরাভ্যন্তরস্থ উদান-বায়ুকে ধারণ করিয়া প্রাণিগণের জীবনের কারণ হইয়া থাকে। অতএব যে পুরুষ উপশান্ততেজা হয় অর্থাৎ যখন শরীর হইতে উদান-বায়ু বহির্গত হইলে শরীরের উষ্ণত্ব থাকে না অর্থাৎ মুমূর্ষু হয়, সে তেজের উপশমে মনের মধ্যে লীয়মান ইন্দ্রিয়গণের সহিত উদানবায়ুর সাহায্যে পুনর্ভব অর্থাৎ জন্মান্তর লাভ করে ॥৯॥

শ্রুতিঃ—যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি ; প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ
সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি ॥১০॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর উদানবায়ুর কার্য্য বলিতেছেন—] যচ্চিত্তঃ (মৃত্যুকালে জীব যে ভাবনা লইয়া থাকে) এষঃ (এই

জীব) তেন (সেই সঙ্কল্প লইয়া সেই সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত) প্রাণম্ আয়াতি—(প্রাণবায়ুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মুখ্য প্রাণবৃত্তি লইয়া অবস্থান করে)। প্রাণঃ (সেই প্রাণ) তেজসা (উদানাগ্নি-দ্বারা) যুক্তঃ (প্রেরিত হইয়া) আত্মনা সহ (ভোক্তা আত্মার সহিত) [প্রাণং—প্রাণবায়ুকে] যথা সঙ্কল্পিতং (মৃত্যুকালে কামনানুরূপ) লোকং (স্থানে) নয়তি (লইয়া যায়) ॥১০॥

অনুবাদ—অতঃপর উদানবায়ুর কার্য্য বলিতেছেন—মৃত্যুকালে জীব যে কামনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে সেই কামনান্বিত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত এই জীব মুখ্যপ্রাণে মিলিত হয়, মুখ্যপ্রাণ আবার উদানবায়ু প্রেরিত হইয়া জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন সেই প্রাণ কর্ম্মানুরূপ প্রাপ্য লোকে জীবকে লইয়া যায় ॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তেজো……উদানঃ। বায়ুং তেজ উন্নয়নহেতু-ত্বাদুদানঃ। তস্মাৎ……সংপদ্যমানৈঃ॥ যচ্চিত্ত……নয়তি॥

যস্মাদ্ধেতোস্তেজস এবোদানশব্দিতোন্নয়নহেতুত্বং তস্মাদেবোপশান্ত-তেজা অপগতদেহোষ্ম্যঃ সংমুমূর্ষুর্জীবো যচ্চিত্তো যস্মিংশ্চিত্তং যস্য স যচ্চিত্তঃ। যৎকাম ইতি যাবৎ। যাদৃশমনুষ্যদেবাদিজন্মকামো ভবতি তৎকামনাবশেন পুনর্ভবশব্দিতাং পুনরুৎপত্তিং প্রাপ্তুং বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে—'বাঙ্মনসিদর্শনাচ্ছব্দাচ্চ' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।১] ইতিশ্রুতিসূত্র-তদ্ভাষ্যোক্তরীত্যা মনসা সংশ্লেষবিশেষমাপন্নৈর্ব্বাগাদিভির্দশভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং প্রাণং সংমুমূর্ষুর্জীব আয়াতি। যদ্যপি 'ইমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভিসমায়ন্তি' [বৃঃ ৪।৩।৩৮] ইতি মুখ্যামুখ্যপ্রাণানাং জীবোপগম এব শ্রূয়তে ন তু জীবস্য প্রাণোপগমঃ। সূত্রিতং চ 'সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।৪] ইতি। তদর্থস্তু তদধিকরণভাষ্য উক্তঃ—তত্র হি যথা বাঙ্মনসি সম্পদ্যতে মনঃ

প্রাণ ইতি বচনানুরোধেন মনঃপ্রাণয়োরেব বাঙ্‌মনসয়োঃ সংপত্তিঃ। তথা প্রাণস্তেজসীতি বচনাত্তেজস্যেব প্রাণঃ সংপদ্যত ইতি পূর্ব্বপক্ষে 'সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ' (ব্রঃ সূঃ ৪।২।৪) ইতি সিদ্ধান্তিতম্। তস্যায়মর্থঃ —স প্রাণঃ করণাধ্যক্ষে জীবে সংপদ্যতে। কুতস্তদুপগমাদিভ্যঃ। প্রাণস্য তদুপগমস্তাবচ্ছ্রূয়তে। 'এবমেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্ব্বে প্রাণা অভি-সমায়ন্তীতি' [বৃঃ ৪।৩।৩৮]। তথা জীবেন সহ প্রাণস্যোৎক্রান্তিঃ শ্রূয়তে। 'তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি। প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তীতি' [বৃঃ ৪।৪।২] 'কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠা-স্যামীতি' [প্রঃ ৬।৩]। জীবস্য প্রাণেন সহোৎক্রান্তিপ্রতিষ্ঠে শ্রূয়েতে। ততশ্চ প্রাণো জীবেন সংযুজ্যৈব তেজসি সংবধ্যতে। যথা যমুনায়া গঙ্গয়া সংযুজ্য সাগরগমনেঽপি যমুনা সাগরং গচ্ছতীতি ব্যপদেশো-পপত্তিঃ। তথা প্রাণস্য জীবেন সংযুজ্য তেজঃ সংপত্তাবপি প্রাণ-স্তেজসীত্যুক্তির্ন বিরুধ্যত ইতি স্থিতম্। তথাঽপ্যস্য প্রাণপ্রশংসাপরত্বা-জ্জীবস্য প্রাণোপগমোক্তিরুপপদ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। অনন্তরং 'প্রাণ-স্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং' [ছাঃ ৬।৮।৬] ইতি শ্রুত্যুক্ত-রীত্যা তেজসা পরমাত্মনা চ সংযুক্তঃ প্রাণস্তত্তজ্জীবাত্মসংকল্পানুসারেণ তং তং লোকং ম্রিয়মাণং নয়তি ততশ্চ তেজসা সহিতস্যৈব প্রাণ-স্যোন্নয়নহেতুত্বাত্তেজসোঽপ্যুন্নয়নহেতুত্বেনোদানত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। যদ্যপি প্রাণস্তেজসীত্যত্র তেজঃশব্দেন সর্ব্বাণি ভূতান্যুচ্যন্তে ন তেজো-মাত্রমিতি 'ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।৫] 'নৈকস্মিন্দর্শয়তো হি' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।৬] ইতি সূত্রভাষ্যয়োঃ প্রতিপাদিতং তথাঽপি ভূতা-ন্তরসংসৃষ্টমেব তেজস্তেজঃশব্দেনাভিধীয়ত ইতি ভাষ্যোক্তেস্তেজসঃ প্রাধান্যাত্তদুক্তিরুপপদ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৯-১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—উদানবায়ুরাধ্যাত্মিকবদাধিদৈবিকোঽপি উৎক্রমণ-হেতুরিত্যাহ—যচ্চিত্ত ইত্যাদিনা এবং মুমূর্ষুর্জীবঃ যচ্চিত্তঃ যদ্বিষয়ক-

সঙ্কল্পবান্ ভবতি তেন চিত্তেন সঙ্কল্পেন ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহ, প্রাণং মুখ্য-প্রাণবৃত্তিম্, আয়াতি প্রাপ্নোতি প্রাণবৃত্ত্যৈবাবতিষ্ঠতে, প্রাণঃ স চ মুখ্যপ্রাণবায়ুঃ তেজসা উদানবায়ুনা যুক্তঃ সন্ আত্মনা ভোক্ত্রা জীবাত্মনা যুক্তো ভবতি, হ প্রসিদ্ধৌ, সঃ উদানবৃত্ত্যা যুক্তঃ প্রাণঃ ভোক্তারং যথাসঙ্কল্পিতং যথাভিপ্রেতং লোকং স্থানং নয়তি প্রাপয়তি। উদানবায়ুবৃত্ত্যা যুক্তঃ প্রাণঃ জীব প্রাণমুৎক্রম্য তৎসঙ্কল্পিতং দেশং গময়তি। ইত্যুদানবায়ুকার্য্যমুৎক্রমণমুক্তম্। তথাহি এতৎ সংবাদিনী শ্রুতিঃ—তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি। প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি' (বৃঃ ৪।৪।২)। ততশ্চ প্রাণো জীবেন সংযুজ্য তেজসি (উদানবায়ৌ) সম্বধ্যতে। 'প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াম্' ইতি ছান্দোগ্যশ্রুত্যা তেজসা পরমাত্মনা চ সংযুক্তঃ প্রাণঃ জীবকর্ম্মানুসারেণ তং তং লোকং ম্রিয়মাণং নয়তি, তেজসঃ প্রাণোন্নয়নহেতুত্বাদুদানত্বমিতি প্রঘট্টকার্থঃ ॥১০॥

তত্ত্বকণা—মৃত্যুকালে এই জীবের যে প্রকার সংকল্প হয়, ইহার মনঃ অন্তিমকালে যে ভাবে চিন্তা করে, ঐ সংকল্পের সহিত মনঃ, ইন্দ্রিয়গণের সহিত মুখ্য প্রাণে স্থিত হয়। যে মুখ্য প্রাণ উদান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মনঃ আর ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবকে সেই অন্তিম সংকল্পানুসারে যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন লোক অথবা যোনিতে লইয়া যায়।

অতএব মনুষ্যের উচিত, নিজ মনে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের চিন্তা করা, তদিতর সংকল্প মনে আসিতে না দেওয়া। কারণ জীবন অনিত্য, কোন্ সময়ে ইহা পতন হইবে, কেহ জানে না। মৃত্যু-কালে যেমন ভগবৎস্মরণে ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্য পদার্থের স্মরণেও তদ্রূপ ভাব-প্রাপ্তি ঘটে। সে-কারণ মৃত্যুকালে

যাহাতে অন্ত বিষয়ের স্মরণ না হইয়া শ্রীভগবানেরই স্মরণ হয়, তাহারই যত্ন করা কর্ত্তব্য। যেহেতু—"মরণে যা মতিঃ সা গতিঃ"। গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বলেন—'অন্তিম-স্মৃতিশ্চ পূর্ব্বস্মৃতিবিষয়ৈব ভবতি।'

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" (গীঃ ৮।৬)

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"তদানীমপি পার্শ্ববর্ত্তিনমাত্মজমিবানুশোচন্তমভিবীক্ষমাণো
মৃগ এবাভিনিবেশিতমনা বিসৃজ্য লোকমিমং সহ মৃগেণ
কলেবরং মৃতমনু ন মৃতজন্মানুস্মৃতিরিতরবন্মৃগশরীরমবাপ॥"
(ভাঃ ৫।৮।২৭)

শ্রীল ভরত মহারাজ রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভজন করিতে গিয়াও দেহত্যাগকালে মৃগচিন্তা করিয়া মৃগ-দেহ লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা আমাদের লোকশিক্ষার নিমিত্তই; কারণ তাঁহার প্রারব্ধ-কর্ম্মবশতঃ এই দেহলাভ ঘটে নাই, পরন্তু স্বভক্ত্যুৎকণ্ঠা-বর্দ্ধন নিমিত্তই ভগবৎকর্ত্তৃক প্রারব্ধতুল্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মৃগদেহ লাভ করিলেও তিনি জাতিস্মরতা প্রাপ্ত হওয়ায় মৃগসঙ্গ না করিয়া ঋষির আশ্রমে ভগবৎকথা শ্রবণ-মুখেই জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই দৃষ্টান্ত হইতে কর্ম্মফল-বাধ্য আমরা সতর্ক হইব সত্য, কিন্তু তাঁহাকে তদ্রূপ মনে করিব না।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২৮।২৭-২৮ শ্লোকে বর্ণিত স্ত্রী-চিন্তা দ্বারা পুরঞ্জনের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তির ঘটনাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

শুধু ইহাই নহে, আমরা যেরূপ কর্ম্ম অভ্যাস করিব, সেইরূপই আমাদের অন্তিম স্মৃতি বা জন্মান্তর ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪।২৯।২৯ শ্লোকে পাই,—'যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ'।

সুতরাং জীবনে সর্ব্বদা হরিভজনে রত থাকিয়া হরিস্মৃতি প্রবলা করিতে পারিলেই অন্তকালে আমাদের কল্যাণ হইবে ॥১০॥

শ্রুতিঃ—য এবং বিদ্বান্ প্রাণং বেদ : ন হাস্য প্রজা হীয়তে ; অমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥১১॥

অন্বয়ানুবাদ—[এইরূপ প্রাণ-বিজ্ঞানের ফল নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—] যঃ (যে ব্যক্তি) এবং বিদ্বান্ (উৎপত্তি, শরীরমধ্যে প্রবেশ ও উৎক্রমণাদি এই প্রকারে জানিয়া) প্রাণং (মুখ্য প্রাণকে) বেদ (উপাসনা করেন) অস্য (এই প্রাণস্বরূপের উপাসকের) প্রজা (পুত্রপৌত্রাদি সন্তানবর্গ) ন হ হীয়তে (লুপ্ত হয় না) [এবং শরীর-পাতের পর সেই উপাসক] অমৃতঃ ভবতি (মুক্ত হন অর্থাৎ পরিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মার স্বরূপ বিজ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা হেতু তিনি মুক্তির অধিকারী হন) তৎ এষঃ শ্লোকঃ (এ-বিষয়ে এই মন্ত্রও শ্রুত হয়) ॥১১॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি এই মুখ্য প্রাণরূপ পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে সন্তান-সন্ততির বিয়োগ প্রাপ্ত হন না পরন্তু পরলোকে পরমাত্মার উপাসনার ফলে মুক্ত হন। সে বিষয়ে এই মন্ত্র আছে ॥১১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—য এবং বিদ্বান্……ভবতি।

এবমুৎপত্ত্যাগমনপ্রতিষ্ঠাদিপ্রকারেণ প্রাণং য উপাস্তে তস্য পুত্র-পৌত্রাদিলক্ষণপ্রজাহানির্ন ভবতি পরিশুদ্ধপ্রত্যগাত্মস্বরূপপ্রতিপত্তিমুখেন ব্রহ্মোপাসনপ্রীতিদ্বারা মোক্ষহেতুশ্চ ভবতীতি দ্রষ্টব্যম্।

তদেষ শ্লোকঃ। তৎপ্রাণবেদনমধিকৃত্য প্রবৃত্তোঽয়ং শ্লোক ইত্যর্থঃ ॥১১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ এতৎপ্রাণস্বরূপবিজ্ঞানস্য ফলমাহ—য এবং বিদ্বানিতি যঃ—যঃ কোঽপি জনঃ এবং প্রাণস্য পরমাত্মনঃ সকাশাৎ উৎপত্তিঃ, তেনৈব সহচ্ছায়াবৎ জীবশরীরে প্রবেশঃ, বৃত্তিবিশেষেণ যুক্তস্য পরমাত্মনা সহ যথাসঙ্কল্পিতস্থানে গমনমিত্যাদিরূপেণ, প্রাণং প্রত্যগাত্মানঞ্চ বিদ্বান্ জানন্, তং বেদ উপাসীত, তস্য প্রাণোপাসকস্য হ নিশ্চয়ে প্রজা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিঃ ন হীয়তে ন বিচ্ছিদ্যতে, মরণাৎ পরঞ্চ ভগবৎসম্বন্ধলাভান্মুক্তো ভবতি। তৎ তস্মিন্ বিষয়ে এষঃ বক্ষ্যমাণঃ শ্লোকঃ মন্ত্রঃ অস্তি ॥১১॥

তত্ত্বকণা—যে কেহ বিদ্বান্ এইপ্রকারে এই প্রাণের রহস্য অবগত হইয়া মুখ্যপ্রাণকে পরমাত্মস্বরূপ জানিয়া উহাঁর উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার কখনও পুত্রপৌত্রাদির বিচ্ছেদ ঘটে না অর্থাৎ শোক লাভ হয় না আর পরমাত্মোপাসনার ফলে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এ-বিষয়ে মন্ত্রও আছে, যাহা পরে উল্লিখিত হইতেছে ॥১১॥

শ্রুতিঃ—উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভুত্বঞ্চৈব পঞ্চধা।
অধ্যাত্মং চৈব প্রাণস্য বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুতে ॥
বিজ্ঞায়ামৃতমশ্নুত ইতি ॥ ওঁ ॥১২॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—প্রাণস্য (মুখ্য প্রাণের) উৎপত্তিং (পরমাত্মা হইতে উদ্ভব) আয়তিং (ছায়াবৎ পরমাত্মার সহিত জীব-শরীর-মধ্যে

প্রবেশ) স্থানং (পায়ু-উপস্থাদি-স্থানে স্থিতি) পঞ্চধা বিভুত্বং চ (সম্রাটের মত প্রভুত্ব—প্রাণাদি পাঁচ ভাগে বিভক্ত অংশগুলিকে সেই সেই স্থানে কার্য্যবিশেষ সমাধার জন্য নিয়োগ) চ প্রাণস্য (এবং আদিত্যাদিরূপে বাহ্য প্রাণাদি কার্য্য) অধ্যাত্মং চৈব (শরীরমধ্যে চক্ষুরাদিরূপে স্থিতি) বিজ্ঞায় (যথার্থরূপে জানিলে) অমৃতম্ (মুক্তি) অশ্নুতে (লাভ করে) দুইবার ইহার উক্তি অধ্যায় সমাপ্তির বোধনার্থ ॥১২॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়প্রশ্নস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—আচার্য্য পিপ্পলাদ কৌসল্য আশ্বলায়নের প্রাণ-বিষয়ক উৎপত্ত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়া পরিশেষে সেই প্রাণবিজ্ঞানের ফল এই মন্ত্রের উক্তিতে সমর্থন করিতেছেন—যে কোনও ব্যক্তি প্রাণ-সম্বন্ধে উৎপত্তি, শরীরমধ্যে আগমন, স্থান-বিশেষে স্থিতি ও প্রভুত্ব—এই পাঁচ প্রকার অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও আধিদৈবিক বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম প্রাণের ধারকত্ব ও বাহ্যপ্রাণের আদিত্যাদিরূপে ধারকত্ব-জ্ঞান লাভ করে, তবে সে মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে ॥১২॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—উৎপত্তিম্… …ইতি। ইত্যথর্ব্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥

উৎপত্তিং প্রাণস্য পরমাত্মন উৎপত্তিং মনসা সহাগমনমস্মিঞ্ শরীরে পায়ূপস্থাদিস্থানেষু স্থিতিং যথা সম্রাড়েবাধিকৃতানিত্যুক্তং সাম্য-লক্ষণং বিভুত্বমধ্যাত্মং প্রাণাদিরূপেণ পঞ্চধা স্থিতিং চশব্দসমুচ্চিত-

মাদিত্যাদিরূপেণ পঞ্চধা বাহ্যমবস্থানং চ বিজ্ঞায়ামৃতং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। দ্বির্ব্বচনং প্রতিবচনসমাপ্তিদ্যোতনার্থম্ ॥১২॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়প্রশ্নস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-
মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এতৎপ্রাণোপাসনাপ্রকারং তৎফলঞ্চাহ—উৎপত্তিমিত্যাদি মন্ত্রেণ—যঃ যঃ কশ্চিৎ প্রাণস্য মুখ্যপ্রাণস্য উৎপত্তিম্ উদ্ভবং পরমাত্মনঃ সকাশাৎ, আয়তিম্ আগমনং শরীরমধ্যে পরমাত্মনাসহ ছায়াবৎ প্রবেশম্, স্থানং পায়ুপস্থাদিষু স্থানেষু অবস্থানং প্রতিষ্ঠামিতি যাবৎ, বিভুত্বং চ প্রভুত্বং সম্রাট্ যথা অধি-কৃতান্ দেশবিশেষেষু নিযুঙ্ক্তে তথা স্বামিত্বং, চ শব্দেন বাহ্যমাদিত্যা-দিষু প্রাণাদিবিজ্ঞানং অধ্যাত্মঞ্চ এব তথা আত্মনি শরীরে চক্ষুরাদি-রূপেণ পঞ্চধা স্থিতিং বিজ্ঞায় বিশেষেণ বুদ্ধা উপাস্যেতি যাবৎ অমৃতং মুক্তিম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥১২॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়প্রশ্নস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী
টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—যিনি পরমাত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, তদিচ্ছাতে শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে তাহার জীব-শরীরে প্রবর্ত্তন, পায়ু ও উপস্থাদি-স্থানে স্থিতি, প্রাণাদিভেদে পঞ্চবিধ বিভুত্ব, আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহধারকত্ব, আধিদৈবিক বিষয়সমূহধারকত্ব এবং শরীর হইতে উৎক্রমণ প্রভৃতি বিষয় বিশেষরূপে জানেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥১২॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের তৃতীয় প্রশ্নের 'তত্ত্বকণা'-
নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

চতুর্থঃ প্রশ্নঃ

শ্রুতিঃ—অথ হৈনং সৌর্য্যায়ণী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্নেতস্মিন্
পুরুষে কানি স্বপন্তি ? কান্যস্মিন্ জাগ্রতি ? কতর-
এষ দেবঃ স্বপ্নান্ পশ্যতি ? কস্যৈতৎ সুখং ভবতি ?
কস্মিন্নু সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ?—ইতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ হ (কৌসল্য আশ্বলায়নের প্রশ্নমীমাংসার পর) গার্গ্যঃ সৌর্য্যায়ণী (গার্গ্য সৌর্য্যায়ণী) এনং (আচার্য্য পিপ্পলাদ্‌কে) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করিলেন) ভগবন্ ! (পূজ্যপাদ গুরুদেব !) এতস্মিন্ (এই যে হস্তপদাদি বিশিষ্ট) পুরুষে (জীবদেহ আছে, ইহাতে) কানি (কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়) স্বপন্তি ? (পুরুষের নিদ্রাবস্থায় নিদ্রিত থাকে অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয় ?) অস্মিন্ কানি [চ] (এবং কোন্ ইন্দ্রিয়) জাগ্রতি ? (জাগিয়া থাকে ?) এষঃ কতরঃ (ইন্দ্রিয়কার্য্য ও করণের মধ্যে কোন্) দেবঃ (এই দ্যোতনশীল দেব) স্বপ্নান্ পশ্যতি ? (স্বপ্নকালীন হস্তি-রথাদি দর্শন করে), কস্য (এবং কাহার) এতৎ (জাগ্রৎস্বপ্ন-ব্যতিরিক্ত দশায় অনুভূয়মান) সুখং (অনাবিল সুখ) ভবতি ? (হয় ?), কস্মিন্ নু (দেব ! কাহাতেই বা) সর্ব্বে সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ ? (কার্য্য-করণ সমুদয় সুষুপ্তিদশায় সম্যক্‌রূপে স্থিত) ভবন্তি ইতি (হয় ?) ॥১॥

অনুবাদ—অতঃপর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী আচার্য্য পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করিলেন, গুরুদেব ! এই যে হস্তপদাদি বিশিষ্ট জীবদেহ আছে,

ইহাতে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিতাবস্থায় ব্যাপারশূন্য হয় ? এবং তখন কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগিয়া থাকে ? সকলই যদি নিদ্রিতাবস্থায় নির্ব্যাপার হয়, তবে কে স্বাপ্ন হস্তি-রথাদি দর্শন করে ? সুষুপ্তি-কালেই বা কে সুখ অনুভব করে ? জাগ্রদ্ দশায় পুনরায় যে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি ফিরিয়া আসে, তাহারা সুষুপ্তিদশায় কোথায় ছিল ? আপনি আমার এই সংশয়গুলির অপনোদন করুন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ……পপ্রচ্ছ । স্পষ্টোঽর্থঃ ।

ভগবন্……স্বপন্তি । সুপ্তে সতীতি শেষঃ । শিষ্টং স্পষ্টম্ ।

কান্যস্মিন্……জাগ্রতি । অত্রাপি সুপ্তে সতীতি শেষঃ ।

কতর……পশ্যতি । এষ দ্যোতনাদিগুণযোগাদ্দেবো জীবঃ কতরঃ কীদৃশঃ সন্ স্বাপ্নান্ রথাদীন্ পশ্যতীত্যর্থঃ । কস্যৈ………সুখং ভবতি ।

কস্য হেতোরেতদ্বৈষয়িকং সুখমিত্যর্থঃ ।

কস্মিন্ন্……ভবন্তি ॥ স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ইতঃপূর্ব্বম্ অপরাসাং বিদ্যানাং গোচরং সর্ব্বং পরিসমাপ্য অথেদানীং সাধ্য-সাধন-বিলক্ষণং পরবিদ্যাগম্যং পুরুষাখ্যং নির্দ্দিশতি । জীবস্য হি তিস্রোঽবস্থা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাঃ তত্র জাগ্রদ্দশায়াং কানীন্দ্রিয়াণি স্বং স্বং ব্যাপারং কুর্ব্বন্তি, কানি বা স্বপ্ন-দশায়াং বিরমন্তি, সুষুপ্তিদশায়াঞ্চ জাগ্রৎ-স্বপ্নব্যাপারে উপরতে কিং তত্ত্বং সুখমনুভবতি । তদা কার্য্যকরণকলাপাঃ কস্মিন্ মিলিতাঃ সন্তি ? ॥১॥

তত্ত্বকণা—অনন্তর গর্গবংশীয় সৌর্য্যায়ণী মহর্ষি পিপ্পলাদকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! গুরুদেব! (১) এই জীব-শরীরের মধ্যে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রা যায় ?

(২) কে কে জাগিয়া থাকে অর্থাৎ স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করে? (৩) কেই বা স্বপ্ন দর্শন করে? (৪) সুষুপ্তি অবস্থায় কে সুখানুভব করে? (৫) কাঁহার আশ্রয়েই বা উহাদের অবস্থান? এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা গার্গ্য মুনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ॥১॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য! মরীচয়োঽর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্ব্বা এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি; এবং হ বৈ তৎসর্ব্বং পরে দেবে মনস্যেকী ভবতি। তেন তর্হ্যেষ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশতে, নাভিবদতে, নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে, স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (আচার্য্য পিপ্পলাদ) তস্মৈ (গার্গ্যকে) উবাচ হ (বলিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে) গার্গ্য! (ওহে গার্গ্য!) যথা (যেমন) অস্তং গচ্ছতঃ (অস্ত গমনকালে) অর্কস্য (সূর্য্যের) সর্ব্বাঃ মরীচয়ঃ (সব কিরণজাল) এতস্মিন্ তেজোমণ্ডলে (এই সৌরমণ্ডলে) একীভবন্তি (মিলিত হয়) তাঃ পুনঃ (আবার সেই কিরণাবলী) উদয়তঃ (সূর্য্য উদিত হইতে থাকিলে) পুনঃ প্রচরন্তি (পুনরায় তাহা হইতে নির্গত হয়) এবং হ বৈ (ঠিক এই প্রকারই) তৎসর্ব্বং (সেই ইন্দ্রিয়গুলি) পরে দেবে (ইন্দ্রিয়াদি হইতে শ্রেষ্ঠ দেব) মনসি (মনে) একীভবতি (মিলিত হয়) তেন (সেই কারণে) তর্হি (সেই সুষুপ্তি-কালে) এষঃ পুরুষঃ (এই প্রাণী) ন শৃণোতি (শুনিতে পায় না) ন পশ্যতি (দেখিতে পায় না), ন জিঘ্রতি (কোন গন্ধ আঘ্রাণ করে না), ন রসয়তে (রস আস্বাদন করে না), ন স্পৃশতে (ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা কিছু

স্পর্শ অনুভব করে না), নাভিবদতে (মুখে কোন কথা কহে না), নাদত্তে (হস্ত দ্বারা কিছু গ্রহণ করে না), নানন্দয়তে (জননেন্দ্রিয় দ্বারা কোন আনন্দ অনুভব করে না), ন বিসৃজতে (মলত্যাগ করে না), ন ইয়ায়তে (চলাফেরা করে না), স্বপিতি ইতি (লোকে তখন জীব ঘুমাইতেছে, এই কথা) আচক্ষতে (বলিয়া থাকে), [ইহার দ্বারা মনোময় শরীরের নিদ্রাবস্থা বিবৃত হইল] ॥২॥

অনুবাদ—গার্গ্য ঐরূপ প্রশ্ন করিলে আচার্য্য পিপ্পলাদ বলিলেন, শ্রবণ কর—যেমন সূর্য্য যখন অস্ত যান তখন তাঁহার ইতস্ততো বিকীর্ণ কিরণগুলি নিঃশেষে এই সৌরতেজোমণ্ডলে মিলিত হয় অর্থাৎ অবিভক্ত হইয়া সূর্য্য হইতে নির্ব্বিশেষতা লাভ করে, আবার যখন সেই সূর্য্য উদিত হইতে থাকেন তখন সেই কিরণগুলি যেগুলি সূর্য্যের সহিত একীভূত হইয়াছিল, তাহারা তাহা হইতে নির্গত হইয়া নানাদিকে ছড়াইয়া প্রকাশ দিতে থাকে, এইপ্রকার সুষুপ্তিকালে এই সমস্ত বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্যোতন-গুণযুক্ত মনে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অবিশেষত্ব লাভ করে, সেইজন্য তখন এই জীবপুরুষ ইন্দ্রিয় ব্যাপারাভাবে কিছুই শোনে না, দেখে না, কোন গন্ধ আঘ্রাণ করে না, রসনা দ্বারা কোন রসের আস্বাদন করে না, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা কিছুই স্পর্শ অনুভব করে না, বাগিন্দ্রিয়-সাহায্যে শব্দ উচ্চারণ করে না, হস্তদ্বারা কিছু গ্রহণ করে না, জননেন্দ্রিয় দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে না, অপান ইন্দ্রিয়দ্বারা মলোৎসর্গ করে না, পাদদ্বারা বিচরণ করে না, এইরূপ অবস্থাপন্ন জীবকে লোকে নিদ্রা যাইতেছে বলে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মৈ……হোবাচ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

যথা……ভবতি। যথা সায়ংকালেঽস্তং গচ্ছতঃ সূর্য্যস্য কিরণা-নানাদিক্ষু প্রসরণং বিনাদিত্যমণ্ডল একীভবন্তি, পুনশ্চোদয়তঃ সূর্য্যস্য

কিরণা নানাদিক্ষু প্রসরন্তঃ প্রকাশকা ভবন্তি, এবমেবৈতৎসর্ব্বমিন্দ্রিয়-জাতং, পরে ইতরেভ্য উৎকৃষ্টে, দেবে দ্যোতনাদিগুণযুক্তে মনস্যেকী ভবতি। স্ব-স্ব-ব্যাপারাভিমুখ্যবিরোধিসংশ্লেষযুক্তং ভবতীত্যর্থঃ।

তেন......শৃণোতি। তেন শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণামুপরতত্বেনেত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্। ন পশ্যতি......চক্ষতে॥

আনন্দ উপস্থেন্দ্রিয়কার্য্যম্ বিসর্গস্তপানকার্য্যম্। নেয়ায়তে ন গচ্ছতীত্যর্থঃ। স্বপিতীত্যাচক্ষত ইত্যনেন কানি স্বপন্তীতি প্রশ্নস্য বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি। প্রত্যেকমেকত্বা-ভিপ্রায়েণ স্বপিতীত্যেকবচনম। শিষ্টং স্পষ্টম্॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সূর্য্যদৃষ্টান্তেন ইন্দ্রিয়াণাংস্থিতিমাহ—অয়ি! গার্গ্য! যথা যদ্বৎ সায়ংকালে অস্তং গচ্ছতঃ অস্তোন্মুখস্য সূর্য্যস্য কিরণা নানাদিক্ষু প্রসৃতাঃ আদিত্যমণ্ডলে একীভবন্তি তত্র প্রবিশন্তি, তথা উদয়তঃ উদয়ং গচ্ছতঃ সূর্য্যস্য পুনঃ ত এব কিরণাঃ তস্মাৎ সূর্য্যমণ্ডলান্নির্গতাঃ সন্তো নানাদিক্ষু প্রসরন্তঃ প্রকাশকা ভবন্তি এবং নিদ্রাকালে এতৎ সর্ব্বমিন্দ্রিয়জাতং পরে অন্যেভ্যঃ প্রকাশকেভ্য-উৎকৃষ্ট দেবে দ্যোতনাদিগুণযুক্তে মনসি একীভবতি তত্র প্রবিশতি, মণ্ডলে মরীচিবৎ অবিশেষতাং গচ্ছতি যদা চ জাগরিতুমিচ্ছতি তদা সৌরমণ্ডলাদ্রশ্ময়ইব মনসি এব প্রচরতি স্ব-স্ব-ব্যাপারায় প্রতিষ্ঠতে। তেন যতো হেতোর্নিদ্রাকালে শব্দাদিবোধকরণানি শ্রোত্রাদিনীন্দ্রিয়াণি মনস্যেকীভূতানি তেন ইন্দ্রিয়াণাং নির্ব্যাপারত্বাৎ, তর্হি স্বাপ্নকালে এষ পুরুষঃ জীবঃ ন শৃণোতি, তথাহি আত্মা মনসা সংযুজ্যতে মন-ইন্দ্রিয়েণ ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ ততো জ্ঞানমুৎপদ্যতে, অতো বিষয়েণ সহ ইন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাভাবে জ্ঞানম্ ন উদেতি অতশ্চ পুরুষো ন শৃণোতি ইন্দ্রিয়ব্যাপারাভাবাৎ, চক্ষুঃ ন পশ্যতি তস্য নিমীলনাৎ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং

সৌরভমসৌরভং নানুভবতি, ন রসনা রসয়তে রসমাস্বাদয়তি রসনায়া-রসাস্বাদকরণত্বাৎ তস্যাস্তদানীং নির্ব্ব্যাপারত্বাৎ, ন স্পৃশতি ত্বগিন্দ্রিয়-কার্য্যং স্পর্শনং ন ভবতি, এষোক্তা জ্ঞানেন্দ্রিয়কার্য্যাদ্ বিরতিঃ, অথ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়কার্য্যমপি বিরমতি ইত্যাহ—নাভিবদতে ন বাচমুচ্চারয়তি, নাদত্তে হস্তকার্য্যং গ্রহণং জীবো ন করোতি, নানন্দয়তে উপস্থেন্দ্রিয়কার্য্য-মানন্দং ন প্রাপ্নোতি, ন বিসৃজতে অপানকার্য্যং মলোৎসর্গঃ তদা বিরমতি, ন ইয়ায়তে চরণকার্য্যং গমনং ন করোতি, লোকাস্তদা বদন্তি যৎ স্বপিতীতি। ইত্যনেন কানি স্বপন্তীতি প্রশ্নস্য বাহ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ স্বপন্তি ইত্যুত্তরমুক্তম্ ॥২॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে মহাত্মা পিপ্পলাদ ঋষি গার্গ্যকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন,—গার্গ্য! যখন সূর্য্য অস্তগত হন তখন তদ্রশ্মিসমূহ সেই তেজোমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া একত্রিত হইয়া থাকে এবং প্রকাশাদিব্যাপারে বিরত হয়, আবার সূর্য্যের উদয়কালে পুনরায় তন্মণ্ডল হইতে নির্গত হইয়া সংসারে প্রকটিতরূপে দৃষ্ট হয় ও স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক সেইপ্রকার জীবের গাঢ় নিদ্রাকালে তোমারই জিজ্ঞাসিত সব দেবতা অর্থাৎ সব ইন্দ্রিয় তাহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা মনের সহিত মিলিত হইয়া থাকে এবং জাগ্রদবস্থায় তাহা হইতেই প্রকটিত হইয়া থাকে। অতএব স্বপ্নাবস্থায় বা সুষুপ্তি অবস্থায় জীব শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পন্দন, অভিবাদন, গ্রহণ, আনন্দ, মলত্যাগ ও গমন প্রভৃতি কিছুই করে না, ইহাই জানিতে হইবে। লোকে তখন বলে যে জীবপুরুষ নিদ্রা যাইতেছে।

বেদান্তসূত্রেও পাওয়া যায়,—

"বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ" (বেঃ সূঃ ৪।২।১) এবং "অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু" (বেঃ সূঃ ৪।২।২)। এই দ্বিতীয় সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব এই প্রশ্নোপনিষদের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"বাচং জুহাব মনসি তৎ প্রাণ ইতরে চ তম্" (ভাঃ ১।১৫।৪১) ॥২॥

শ্রুতিঃ—প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি। গার্হপত্যো হ বা এষোঽপানো—ব্যানোঽন্বাহার্য্যপচনো—যদ্-গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে, প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ প্রাণঃ ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর জীবের নিদ্রাকালে কাহারা জাগিয়া থাকে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—] প্রাণাগ্নয়ঃ এব (কেবল প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণ-বায়ু অগ্নি-রূপে) এতস্মিন্ পুরে (এই নবদ্বারবিশিষ্ট জীব-শরীরমধ্যে) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্য করিতে থাকে) [প্রাণাদি বায়ুকে কেন যে অগ্নি বলা হইল তাহাই বলিতেছেন,— এই বায়ুগুলিতে অগ্নির সাধর্ম্ম্য আছে অতএব প্রাণাদি বায়ুকে গার্হপত্য অগ্ন্যাদিরূপে উপাসনা করিবে। যজ্ঞে গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় এই তিনটি অগ্নির কার্য্য দেখা যায়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞকালে গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় নামক অগ্নির প্রণয়ন (মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সংস্কার) করা হয়, মনই যজমান, মূলাধারস্থিত অপানবায়ু হইতে আহবনীয় অগ্নিকে সংস্কার করেন এজন্য অপানবায়ু গার্হপত্য নামে অভিহিত। প্রাণবায়ু আহবনীয়স্থানীয়, যেহেতু গার্হপত্য অগ্নি এবং এই গার্হপত্য অগ্নির সন্নিহিত ব্যানবায়ু দক্ষিণাগ্নি নামে অভিহিত। ইহাকেই অন্বাহার্য্য নামে শব্দিত করা হয়। প্রাণের উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাস এই দুইটি কার্য্য অপান-বায়ু সম্পাদন করে, ব্যানবায়ু হৃদয়দেশের দক্ষিণ ছিদ্র হইতে নির্গত হয় বলিয়া ইহাকে দক্ষিণাগ্নি বলা হয়। কর্ম্মোপদেষ্টা অধ্বর্য্যু উদান-বায়ু, সমানবায়ু প্রাণ সম্বন্ধী উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসের কারণ, ইহা সমভাবে উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপ আহুতি সম্পাদন করে এজন্য তাহার নাম

সমান। উক্ত প্রকারে দেখা যাইতেছে—] এষঃ অপানঃ (এই অপান বায়ু) গার্হপত্যঃ হ বৈ (গার্হপত্য অগ্নিস্বরূপ) ব্যানঃ (ব্যানবায়ু) অন্বাহার্য্যপচনঃ (অন্বাহার্য্য সংজ্ঞক ইহাই দক্ষিণাগ্নি), যৎ (আর যেহেতু) গার্হপত্যাৎ (গার্হপত্য অগ্নি হইতে) প্রণীয়তে (প্রণীত হয়) প্রণয়নাৎ (এই প্রণয়নহেতু) প্রাণঃ আহবনীয়ঃ (প্রাণবায়ুকে আহবনীয় অগ্নিনামে অভিহিত করা হয়) ॥৩॥

অনুবাদ—এই দেহরূপ পুরে অগ্নিস্থানীয় প্রাণবৃত্তিসমূহই জাগরিত থাকে। শরীরাভ্যন্তরস্থিত অপানবায়ুই গার্হপত্য নামক অগ্নি, মনোরূপী যজমান সেই অপানবায়ু হইতে প্রাণবায়ুর প্রণয়ন করে, এইজন্য উহাকে গার্হপত্য অগ্নি বলা হয়। ব্যানবায়ু অন্বাহার্য্য-পচন নামে অভিহিত, হোমাঙ্গত্বসাম্যবশতঃ উহা দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কান্যস্মিন্নাগ্রতীত্যস্যোত্তরমাহ—

প্রাণা......জাগ্রতি। প্রাণাপানাদিরূপা অগ্নয় এবৈতস্মিন্‌পুরশব্দ-নির্দ্দিষ্টে শরীরে জাগরং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ।

স্বাপদশায়াং জাগ্রৎস্থ প্রাণাদিপঞ্চকোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসমনোরূপে-ষূপাসনার্থমগ্নিহোত্রসম্পত্তিং দিদর্শয়িষুস্তত্র ব্যাপ্রিয়মাণং মন এব যজমানোঽপানো মূলাধারস্থতয়া গার্হপত্যস্তৎসন্নিহিতো ব্যানোঽন্বা-হার্য্যপচনশব্দিতো দক্ষিণাগ্নিরপানবায়ুমূলকঃ প্রাণো গার্হপত্যাৎপ্রণীয়-মানাহবনীয়তুল্যত্বয়াহবনীয়স্তদাধারকা উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসৌ দ্বে আহব-নীয়ে ইতি নির্দ্দিষ্টাহুতিদ্বয়মুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসহেতুভূতঃ সমানো বায়ুরাহুতী সমং নয়তীতিনির্দ্দেশযোগ্যোঽধ্বর্য্যুরুদানবায়ুস্তু যজমানস্য লোকান্তরো-ন্নয়নহেতুত্বাদুদান ইত্যগ্নিহোত্রাহুত্যবয়বভূতান্‌যজমানাগ্নিত্রয়াহুতিদ্বয়া-ধ্বর্য্যুকর্ম্মফলভূতানষ্টাপি পদার্থান্‌প্রাণাদিপঞ্চকোচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসমনোরূপে-ষষ্টস্থ দর্শয়তি—গার্হপত্যো......প্রাণঃ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কান্যস্মিন্ জাগ্রতি ইতি গার্গ্যপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—তস্মৈ স হোবাচেত্যাদিনা—সঃ আচার্য্য পিপ্পলাদঃ, তস্মৈ পৃষ্টবতে গার্গ্যায় উবাচ। হে সৌম্য গার্গ্য! এতস্মিন্ নবদ্বারে পুরে জীব-শরীরে প্রাণাগ্নয়ঃ পঞ্চপ্রাণাএব অগ্নয় ইব তে সুপ্তেষু ইন্দ্রিয়েষু জাগ্রতি অত্র প্রাণাদিষু পঞ্চবায়ুষু অগ্নিরূপেণ ঋত্বিগাদিরূপেণ চ ধ্যানার্থমাহ এষঃ অপানঃ বায়ুঃ মূলাধারস্থতয়া গার্হপত্যোনামাগ্নিঃ, মনোযজমানঃ, গার্হপত্যাৎ প্রণীয়মানাহবনীয়তুল্যতয়া আহবনীয়ঃ প্রাণবায়ুঃ তদাধারকৌ প্রাণস্য উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসৌ আহবনীয়াহুতিতুল্যৌ তয়োর্নির্ব্বাহকঃ সমানো-বায়ুঃ সমং নয়তীতি নির্দ্দেশযোগ্যঃ—ব্যানোঽপানসমীপস্থোবায়ুঃ স খন্বন্বা-হার্য্যপচনশব্দেনাভিধীয়তে। যথা বৈ আহবনীয়োঽগ্নিঃ গার্হপত্যাৎ প্রণীয়তে তথা এষ প্রাণবায়ুঃ অপানাৎ প্রণীয়তে ইতি প্রাণ আহবনীয় ইত্যুচ্যতে ॥৩॥

তত্ত্বকণা—নিদ্রিতাবস্থায় এই শরীররূপ নগরে পঞ্চ প্রাণরূপ অগ্নিই জাগরিত থাকে। গার্গ্যের জিজ্ঞাসিত দ্বিতীয় প্রশ্নের সংক্ষেপ উত্তর ইহাই। নিদ্রাকে যজ্ঞের রূপ দিবার জন্য পঞ্চপ্রাণকে অগ্নিরূপ বলিয়াছেন। যজ্ঞে যেরূপ অগ্নির প্রধানতা হয়, এইজন্য ইহা সংক্ষেপতঃ প্রাণমাত্রকে অগ্নি নামে বলা হইয়াছে। পরন্তু অগ্রে এই যজ্ঞরূপকে কোন্ প্রাণবৃত্তির কোন্ স্থানে কল্পনা করিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।

নিদ্রাবস্থায় এই শরীরে মুখ্যপ্রাণরূপ অগ্নি ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি জাগরিত থাকেন অর্থাৎ শরীর-ধারণাদি স্বীয়ব্যাপার-সম্পাদন করেন। সেই প্রাণসমূহের মধ্যে যে অপানবায়ুকেই পশ্চিমাগ্নিসাম্যহেতু গার্হপত্যাগ্নি অর্থাৎ সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি জানিবে। আর হোমাঙ্গ-সাম্যহেতু ব্যানবায়ু অন্বাহার্য্যপচন অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ। গার্হপত্য

হইতে যেরূপ আহবনীয়াগ্নি প্রণীত হয়, তদ্রূপ অপান হইতে প্রাণ প্রণীত হয়, অতএব প্রণয়ন-সাম্যবশতঃ প্রাণই আহবনীয় ।৩।

শ্রুতিঃ—যদুচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স-সমানঃ। মনো হ বাব যজমানঃ। ইষ্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমহরহর্ব্রহ্ম গময়তি ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—যৎ (যেহেতু) উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসৌ (উচ্ছ্বাস—নিঃশ্বাস গ্রহণ ও নিঃশ্বাস—শ্বাসত্যাগরূপ) এতৌ আহুতী (অগ্নিহোত্র হোমের দুইটি আহুতির ন্যায় এই দুইটিকে) সমং নয়তি ইতি (সমভাবে অর্থাৎ যাহাতে সমভাবে শরীরস্থিতি হয়, সেইভাব প্রাপ্ত করায়) [এই প্রাণবায়ু অগ্নিস্থানীয় হইলেও উহাকে হোমসাধক বলিয়া হোতা বলা হয়, সে কে ?] সঃ সমানঃ (সেই সমানবায়ুই) [হোতা] মনঃ হ বাব (মনই) যজমানঃ (যজমান) [অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীর নিদ্রা একপ্রকার অগ্নিহোত্র হোমস্বরূপই। উদানবায়ু যজমানের অভীষ্ট ফলস্বরূপ, তাহার কারণ] উদানঃ এব (সেই উদানবায়ুই) ইষ্টফলং (যজ্ঞফলস্বরূপ) [কারণ] সঃ (সেই উদানবায়ু) এনং যজমানং (এই মনোরূপী যজমানকে) [স্বাপবৃত্তি হইতে প্রচ্যুত করিয়া] অহরহঃ (প্রতিদিন) [সুষুপ্তিকালে] ব্রহ্ম (অক্ষর ব্রহ্ম) গময়তি (পাওয়াইয়া দেয়) ।৪।

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে অপানবায়ুকে গার্হপত্য অগ্নিরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং প্রাণবায়ুকে আহবনীয় অগ্নি বলা হইয়াছে, দক্ষিণাগ্নি ব্যানবায়ু, এক্ষণে উদান বায়ুর অধ্বর্য্যুত্ব ও সমানবায়ুর হোতৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যেহেতু অগ্নিহোত্রযজ্ঞে হোতা দুইটি আহুতি নিত্য নির্ব্বাহ করেন, এইরূপ সমানবায়ু প্রাণের উচ্ছ্বাস

ও নিঃশ্বাসরূপ দুইটি আহুতি-স্থানীয় কার্য্য সমভাবে নির্ব্বাহ করে, এইজন্য সমানবায়ুকে অগ্নিরূপী ও হোতৃরূপী উভয়ই বলা হয়। অধ্বর্য্যু যজ্ঞের উপদেষ্টা, সেজন্য স্বর্গাদি ইষ্টফল সে যজমানকে পাওয়াইয়া থাকে, উদানবায়ুও প্রত্যহ নিদ্রাকালে মনোরূপী যজমানকে স্বাপ্নবৃত্তান্ত হইতে সরাইয়া সুষুপ্তিদশায় উপনীত করে ও তৎকালে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করায় ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যত্নু……গময়তি ॥

অত্র যদ্যপি জীবস্যৈব 'এবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি' [ছাঃ ৮।৩।২] ইতি ব্রহ্মগমনং শ্রূয়তে ন মনসস্তথাঽপি মনসঃ পুরীতদ্গমনশ্রবণাত্তদ্গতব্রহ্মগময়িতৃত্বোক্তিরুপপদ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—নিদ্রাকালে প্রাণাদিষু পঞ্চসু জাগ্রৎসু প্রাণস্যোচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাস-নির্ব্বাহকমনোরূপযজমানেষু অগ্নিহোত্রহোমসম্পত্তিং দর্শয়তি যথা বৈ হোতা অগ্নিহোত্রাঙ্গহোমদ্বয়ং নির্ব্বাহয়তি এবং মনোঽপি প্রাণস্যোচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসৌ নির্ব্বাহয়তি এবমাহুত্যোর্নেতৃত্বাৎ সমানো বায়ুরগ্নিরপি হোতা। আহুত্যোঃ সমং সাম্যেন নয়নসামর্থ্যাৎ অসৌ সমানো বায়ুঃ অধ্বর্য্যুঃ। অথ মনসোযজমানত্বং প্রতিপাদয়তি মনো হ বাব যজমান ইতি। উদানবায়ুর্যাগফলং, কথং? যতঃ স উদানবায়ুঃ সুষুপ্তিদশায়াং যজমানং মনোরূপম্ অহরহঃ প্রতিদিনং ব্রহ্ম ব্রহ্মানন্দং গময়তি প্রাপয়তি ॥৪॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে বলা হইতেছে যে, সমান বায়ু উচ্ছ্বাসরূপ ও নিঃশ্বাসরূপ আহুতিদ্বয়কে শরীর রক্ষার্থ সমভাবে স্থাপন করেন, অতএব উহা অগ্নিস্থানীয় হইয়াও আহুতির কার্য্য করেন বলিয়া

হোতা অর্থাৎ হবনকারী ঋত্বিক্। মনই যজমান। উদানবায়ু ইষ্ট-ফলস্বরূপ। যেহেতু ঐ উদানবায়ুই প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে মনোরূপ যজমানকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মার নিবাসস্থানরূপ হৃদয়গুহায় লইয়া যান। যথায় মনের দ্বারা জীব নিদ্রাজনিত বিশ্রামরূপ সুখের অনুভব করেন। কারণ জীবের নিবাস-স্থানও ঐ হৃদয়-গুহাতেই ।৪।

শ্রুতিঃ—অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্দৃষ্টং দৃষ্টমনু-পশ্যতি, শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃ পুনঃ প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টঞ্চাদৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চাশ্রুতঞ্চানুভূতং চানমুভূতং চ, সচ্চাসচ্চ, সর্ব্বং পশ্যতি, সর্ব্বঃ পশ্যতি ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—[এক্ষণে গার্গ্যের প্রশ্ন 'কোন্ দেবতা নিদ্রা-কালে স্বাপ্ন বৃত্তান্তসকল দর্শন করেন' ইহার উত্তর দিতেছেন,—] অত্র স্বপ্নে (এই নিদ্রাকালেই) [শ্রোত্রাদিকরণ বিষয় হইতে উপরত হইলেও প্রাণাদি পঞ্চবায়ু দেহধারণার্থ জাগিয়া থাকে, তখন] এষঃ দেবঃ (এই মনোভিমানী জীব), মহিমানম্ (নিজ বিভূতি) অনুভবতি (অনুভব করে অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়িভাবাপন্ন অনেকরূপে আত্মভাব প্রাপ্ত হয়) [যথা জীব পূর্ব্বে] যদ্ দৃষ্টং (যে মিত্র ও পুত্রাদি দর্শন করিয়াছে) দৃষ্টমনুপশ্যতি (সেই সংস্কারে সংস্কৃত চিত্ত হইয়া নিদ্রা-কালে তাহাই দর্শন করে), শ্রুতং শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি (পূর্ব্বে শ্রুত-বিষয়ই সেই সংস্কার-অনুসারে যেন শ্রবণ করে)। দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং (নানাদেশ ও নানাদিকে যাহা যাহা উপলব্ধি করিয়াছে) পুনঃপুনঃ প্রত্যনুভবতি (অবিদ্যাবশে তাহাই বারবার অনুভব করে), দৃষ্টঞ্চ (ইহজন্মে যাহা দেখিয়াছে) অদৃষ্টঞ্চ (এবং যাহা ইহজন্মে

দেখে নাই, পূর্ব্বজন্মে দেখিয়াছে, তাহাও) শ্রুতং চ অশ্রুতঞ্চ (যাহা ইহজন্মে শুনিয়াছে অথবা পূর্ব্বজন্মেও শুনিয়াছে) অনুভূতং (ইহ জন্মে কেবল মনদ্বারাই উপলব্ধি করিয়াছে) অননুভূতঞ্চ (পূর্ব্বজন্মে হয়ত অনুভূত, ইহ জন্মে নহে) সৎ চ (যাহা সত্যস্বরূপ) [যৎ] অসৎ চ (এবং যাহা মিথ্যাভূত মরীচিকায় জলদর্শন) [অধিক কি] সর্ব্বং পশ্যতি (সবই দেখেন) [যেহেতু] সর্ব্বঃ পশ্যতি (সমস্ত মনের সংস্কারে সংস্কৃত উপাধিবিশিষ্ট হইয়া সমস্ত দর্শন করেন অর্থাৎ জীবই তখন দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, গন্তা, বক্তা ইত্যাদি সর্ব্বরূপ সম্পন্ন হয়েন) ॥৫॥

অনুবাদ—স্বপ্নে কোন্ দেবতা স্বাপ্নিক পদার্থসমূহ দর্শন করেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন,—এই জীবাত্মা মনোভিমানী হইয়া নিদ্রাকালে (সুষুপ্তিতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে) নিজের মধ্যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ সংহৃত করিয়া (একীভূত করিয়া) বিভূতি অনুভব করে। জীবাত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও তৎকালে বিষয় ও বিষয়িভাব প্রাপ্ত হন, তখন মনোরূপী তিনি দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা প্রভৃতি অনেক আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যথা—জাগ্রদ্দশায় যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই অবিদ্যাবশে যেন দেখিয়া থাকেন, যাহা শুনিয়াছেন, সংস্কারবশে তাহাই যেন শুনিয়া থাকেন, নানাদেশে নানাদিকে যাহা যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই যেন অবিদ্যাবশে পুনঃপুনঃ উপলব্ধি করেন। ইহ জন্মে যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা দেখেন নাই (কিন্তু পূর্ব্বজন্মে দেখিয়াছেন) এইরূপ ইহ জন্মে যাহা শুনিয়াছেন এবং যাহা শুনেন নাই তাহাও অনুভব করেন। কেবল মনের দ্বারা যাহা অনুভূত অর্থাৎ মানস প্রত্যক্ষের বিষয় এবং যাহা ইহ জন্মে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই, যাহা সত্যস্বরূপ এবং যাহা মরীচিকায়

জল দর্শনের মত মিথ্যাদর্শন, এমন কি, অন্য সমস্তই সর্ব্বপ্রকার মনোবাসনাসম্পন্ন হইয়া উপলব্ধি করেন ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্‌পশ্যতীত্যস্যোত্তরমাহ—অত্রৈব……পশ্যতি। স……পশ্যতি।

অত্রাস্মিন্নবসর এষ দেবো জীবঃ স্বপ্নে করিতুরগাদিলক্ষণং মহিমানমনুভবতি। পশ্যতি জাগরে প্রাগ্‌যদ্দৃষ্টং তমেবার্থমনুপশ্যতি অনু পশ্চাৎপশ্যতি অনুভবতি। দৃষ্টং দৃষ্টং ভূয়ো দৃষ্টমিত্যর্থঃ। শ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি দেশান্তরেষু দিগন্তরেষু প্রত্যহমনুভূতমর্থং পুনঃ পুনরনুভবতি দৃষ্টং শ্রুতমেবানুভবতীত্যয়মপি নিয়মো নাস্তি। কদাচিৎ-পূর্ব্বানমনুভূতমপি শরীরচ্ছেদনাদিকমনুভবতি বিদ্যমানং চানুভবতি অবিদ্যমানং চানুভবতি। [সর্ব্বঃ পশ্যতি] সর্ব্বঃ সন্‌পশ্যতি। দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা গন্তা বক্তা চেত্যাদিসর্ব্বরূপঃ সন্‌পশ্যতীত্যর্থঃ। তদানীং জাগরীয়বাহ্যজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণামুপরতব্যাপারত্বেঽপি স্বাপ্নিকৈরীশ্বরসৃষ্টৈঃ শরীরেন্দ্রিয়ৈর্দ্রষ্টৃত্বাদিমান্‌সন্ননুভবতীতি ভাবঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কতরো হ দেবঃ স্বাপ্নান্‌ পশ্যতি ইতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—অত্রৈব অস্মিন্নবসরে উপরতেষু শ্রোত্রাদিষু স্বপ্নদশায়ামেষঃ দেবঃ মনসাঽনুগৃহীতো জীবাত্মা স্বপ্নে নিদ্রাবস্থায়াং, মহিমানং বিভূতিং দ্রষ্টৃত্বশ্রোতৃত্বাদ্যনেকাত্মভাবগমনমনুভবতি প্রতিপদ্যতে তদ্‌ যথা যদ্‌ মিত্রং পুত্রাদিকং বা পূর্ব্বং দৃষ্টং তদ্‌ দৃষ্টেমব তদ্‌ ভাবনাবাসিতঃ সন্‌ অবিদ্যয়া পশ্যতীব, তথা যথাশ্রুতং বস্তু তদ্বাসনয়া তথৈবাবিদ্যয়া অনু শৃণোতীব, এবং দেশান্তরৈঃ অন্যৈর্দেশৈঃ প্রত্যনুভূতং দিগন্তরৈঃ অন্যাভির্দিগ্‌ভিশ্চ প্রত্যনুভূতং তথৈব স্বপ্নে প্রত্যনুভবতীবাবিদ্যয়া। ন কেবলমেবং কিন্তু দৃষ্টাদিবৎ অদৃষ্টমপি জন্মান্তরে দৃষ্টম্‌ অন্যথা বাসনানুপপত্তেঃ। শ্রুতম্‌ অশ্রুতঞ্চ পূর্ব্বজন্মনি, অনুভূতং

কেবলেন মনসা, অননুভূতঞ্চ ইহ জন্মনি কিন্তু পূর্ব্বজন্মনি যদনুভূতং, সচ্চ বস্তুতঃ সত্যম্, অসচ্চ মরীচিষু দৃষ্টমুদকং, কিংবহুনা সর্ব্বং উক্তমনুক্তং পশ্যতি, সর্ব্বঃ সন্ সর্ব্ববিষয়কবাসনোপাধিঃ সন্ পশ্যতি। উক্তঞ্চ শ্রীভাগবতে—'দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসাঽনুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ইতি (১০।১।৪১) ॥৫॥

তত্ত্বকণা—গার্গ্য মুনির তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যে, 'নিদ্রাকালে কোন্ দেবতা স্বাপ্নবৃত্তান্তসমূহ দর্শন করে'? তাহারই উত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিতেছেন যে, এই স্বপ্নাবস্থায় জীব মনোভিমানী হইয়া বিষয়-বৈচিত্র্যরূপ মহিমা অনুভব করে অর্থাৎ জাগ্রৎ সময়ে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা যাহা অনুভব করিয়াছে, মন তাহাই স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করে। এমন কি, এ জীবনে যাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত, অননুভূত তাহাও দর্শন করে। আরও সৎ ও অসৎ—এই সমস্ত দর্শন করে; অর্থাৎ জীবই সর্ব্বরূপ হইয়া সকল দর্শন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসাঽনুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ॥" (ভাঃ ১০।১।৪১)

অর্থাৎ লোকে যেরূপ মনোরথের দ্বারা ইহলৌকিক রাজাদি দর্শন ও পারলৌকিক ইন্দ্রাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ রাজাদি ও ইন্দ্রাদির রূপ মনের দ্বারা ভাবনা করিতে করিতে জাগ্রদ্দশাতেই মনে মনে দৃষ্ট বা শ্রুত-দেহ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রদবস্থার স্বাভাবিক দেহ বিস্মৃত হইয়া যায়

এবং স্বপ্নেও ঈদৃশ রাজাদিরূপে স্বশরীর প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ জীবও কর্ম্মবশে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

আরও পাই,—

"স্বপ্নং মনোরথঞ্চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্ব্বমিবাত্মানমপূর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি ॥
ইন্দ্রিয়ায়ণসৃষ্ট্যেদং ত্রৈবিধ্যং ভাতি বস্তুনি।
বহিরন্তর্ভিদাহেতুর্জ্জনোঽসজ্জনকৃদ্ যথা ॥"

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতিতে পাই,—

"মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণের যোগে বিশ্বের ভোগায়তন সৃষ্ট হয়। তৎফলে উত্তম-মধ্যম-সাধারণাদি বিচারসমূহ তাৎকালিকভাবে উদিত হয়। সৃষ্ট পুত্রাদি যেমন তাহাদের ক্রিয়া দ্বারা পিতার সহিত অপরের ভেদ উৎপাদন করায়, তদ্রূপ আত্মা বহির্জ্জগতের বিষয়-সমূহকে আত্মসাৎ করায়, অহঙ্কার-প্রণোদিত হইয়া নিজস্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং বিশ্বে বাস করে, সুখ-দুঃখাদির বিচারাধীন হইয়া ভেদ-কল্পনাজনিত উপাধিতে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ আবাহন করে। যেরূপ পুত্রের প্রণয় ও বিরোধের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সহিত পিতার বিরোধ কল্পিত হয়, তদ্রূপ অনাত্ম-প্রতীতির যোগে আত্মারও বিরূপতা পরিদৃষ্ট হয় ॥৫॥

শ্রুতিঃ—স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি, অত্রৈষ দেবঃ
স্বপ্নান্ ন পশ্যত্যথৈতস্মিঞ্ শরীর-
এতৎ সুখং ভবতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই জীব) যদা (যখন) তেজসা (পরমাত্মার তেজের দ্বারা) অভিভূতো ভবতি (অভিভূত হন অর্থাৎ সংস্কারের রোধ প্রাপ্ত হন, ইন্দ্রিয়গণের সহিত মনের বাসনাগুলিও হৃদয়ে রুদ্ধ হয়) অত্র

(এই অবস্থায়) এষঃ দেবঃ (এই জীবাত্মারূপ দেবতা) স্বপ্নান্ (স্বপ্নের বস্তু করিতুরগাদি কিছুই) ন পশ্যতি (দেখেন না) অথ তদা (এই অবস্থায় উপনীত হইলে তখন) এতস্মিন্ শরীরে (এই অধিষ্ঠিত জীব-শরীরে) এতৎ সুখং (বিজ্ঞানাত্মক সর্ব্ব শরীরব্যাপী সুষুপ্তির আনন্দ) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥৬॥

অনুবাদ—যখন সেই জীব ভগবৎসম্বন্ধী তেজের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন হৃদয় দ্বারে সংস্কারগুলি রুদ্ধ হয় সুতরাং তখন মন স্বপ্ন দর্শন করে না, এই অবস্থায় যখন মনের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন মন অবিদ্যা, কামনা ও কর্ম্মবাসনাশূন্য হওয়ায় নিরুপাধিক জীবাত্মা স্বস্বরূপে থাকে, এজন্য শান্ত, সুখময় ও প্রসন্ন হয় ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এতস্মিন্নন্তরে 'সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি তেজসা হি তদা সংপন্নো ভবতি' [ছাঃ ৬।৮।১] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা পরপ্রকাশকতয়া তেজঃশব্দিতেন পরমাত্মনাঽভিভূতো ভবতি সংপন্নো ভবতীতি। সংপরিষক্তো ভবতীতি যাবৎ। তদা স্বাপ্নান্‌পদার্থান্ন পশ্যতীত্যর্থঃ। ততশ্চ কতর এষ দেবঃ স্বপ্নান্‌পশ্যতীতি প্রশ্নস্য ব্রহ্ম-সংপত্তিবিরহদশায়াং মনোমাত্রপরিশেষসময়ে স্বাপ্নান্‌পদার্থান্‌পশ্যতীত্যু-ত্তরমুক্তং ভবতি।

কস্যৈতৎসুখং ভবতীত্যস্যোত্তরমাহ—অথ······ভবতি ॥

যৎসুখং ভবতি তদেতস্মিঞ্ছরীরে সত্যেব ভবতীত্যর্থঃ। শরীরমেব বৈষয়িকসুখহেতুরিত্যুক্তং ভবতি। 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' [ছাঃ ৮।১২।১] ইতি শ্রুতেরিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অতঃপরং সৌষুপ্তম্ আনন্দং বর্ণয়তি। ইন্দ্রিয়েষু স্ব-স্ব-ব্যাপারাৎ বিরতেষু মনস্যপি ভাগবতেন তেজসা অভিভূতে

মনসোরশ্ময়ো হৃদ্যুপরতা ভবন্তি তদৈবাত্মস্বরূপং প্রসন্নং শিবং সুখময়ং ভবতি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—গার্গ্য মুনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সুষুপ্তি সুখ কাহার অনুভব হয়? তদুত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ বলিতেছেন যে, যখন পরমাত্মার তেজের দ্বারা জীবাত্মা অভিভূত হন, তখন মন জীবাত্মার নিবাসস্থান হৃদয়ে উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায় জীবাত্মা মনের দ্বারা স্বাপ্নিক ঘটনা দর্শন করেন না। তখন তাঁহার সুষুপ্তিদশা লাভ হয় এবং সুষুপ্তি-সমুত্থিত সুখানুভব হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন জীব স্বরূপস্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"জাগ্রৎ-স্বপ্নঃ-সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥"

(ভাঃ ১১।১৩।২৭)

আরও পাই,—

"যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াৎ ত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ ॥" (ভাঃ ১১।১৩।৩২)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বীয় বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—

"জীবের তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহাবস্থিত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কালধর্ম্মবশে ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যবস্তুর সত্তার সহিত অসংযুক্ত হইয়াও তত্তদ্ভাবে অবস্থান হয়। আর সুষুপ্তি অবস্থায় নিজ-পরবোধ-জাত দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-ভাব-রাহিত্য ঘটে। জাগ্রৎ, সুপ্ত ও সুষুপ্ত থাকাকালে ইন্দ্রিয়ের গতি ও

স্তম্ভের অবস্থায় ভাবত্রয়ের উদয় হয়—উহা ভোগের অন্তর্গত দর্শন ভেদ” ॥৬॥

শ্রুতিঃ—স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] [হে] সৌম্য! (হে প্রিয়দর্শন!) যথা বয়াংসি (যেমন পক্ষিগণ) বাসোবৃক্ষং (নিজ নিবাসরূপ বৃক্ষের অভিমুখে) সম্প্রতিষ্ঠন্তে (প্রস্থান করে) এবং হ বৈ (ঠিক এইরূপেই) তৎ সর্ব্বং (বক্ষ্যমাণ সমস্তই) পরে আত্মনি (পরমাত্মাভিমুখে) সংপ্রতিষ্ঠতে (গমন করিয়া থাকে অর্থাৎ আশ্রয় প্রাপ্ত হয়) ॥৭॥

অনুবাদ—হে প্রিয়দর্শন! গার্গ্য! সায়ংকালে যেমন সমস্তপক্ষী নিজ নিবাসবৃক্ষাভিমুখে ধাবিত হয় এবং তথায় আশ্রয় লাভ করে, ঠিক এই-প্রকার সুষুপ্তি সময়েও নিম্নবর্ণিত সমস্ত তত্ত্ব বা পদার্থ অক্ষর ব্রহ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবার জন্য তদভিমুখে প্রস্থান করে ও তথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—কস্মিন্ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীত্যস্যোত্তরমাহ—

স······প্রতিষ্ঠতে॥ বয়াংসি পক্ষিণো বাসোবৃক্ষং নিবাসবৃক্ষং প্রতি সংপ্রতিষ্ঠন্তে স দৃষ্টান্তো যথৈবং পরমাত্মনি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ভবতী-ত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—কস্মিন্ সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি ইতি প্রশ্নস্যো-ত্তরমাহ—দৃষ্টান্তদ্বারা সুবিবৃতং করোতি—হে সৌম্য! প্রিয়দর্শন! সায়ং বয়াংসি পক্ষিণো বাসোবৃক্ষং বাসবৃক্ষম্ বাসার্থং বৃক্ষং নিবাসবৃক্ষং সম্প্রতি-

ষ্ঠন্তে অভিলক্ষ্য গচ্ছন্তি নিবসন্তি চ এবং যথাদৃষ্টান্তঃ, হ বৈ তদ্বৎ সুষুপ্তৌ তৎ সর্ব্বং বক্ষ্যমাণং তত্ত্বজাতং পর আত্মনি পরমাত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে প্রতিষ্ঠিতং ভবতি আশ্রয়ং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—গার্গ্য মুনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সব কিছু কাঁহাতে অবস্থিত? অর্থাৎ কাঁহার আশ্রিত? ইহার উত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, ওহে প্রিয় গার্গ্য! আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ যে প্রকার সায়ংকালে নিজ নিবাসভূত বৃক্ষে গমন পূর্ব্বক অবস্থান করে, ঠিক সেই প্রকার পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যাবৎ তত্ত্বসকল পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম-আশ্রয়ে অবস্থিতি লাভ করে, যেহেতু তিনিই সকলের পরমাশ্রয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি ॥" (ভাঃ ৩।৯।৩৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"কস্যাং দশায়াং ত্বাং প্রাপ্নুয়াদিত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা আত্মানং স্বং ভূতাদিভীরহিতং স্বরূপেণৈব ন তু স্বীয়জীবাত্মত্বং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। ময়া সেব্যেন পরমেশ্বরেণ সহ উপ সমীপ এব এতং সেবার্থং প্রাপ্তং পশ্যন্ ভবতি তদা স্বেন স্বীয়েন প্রভুণা সহ রাজত ইতি স্বরাট্ দাসস্তস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা দাস্যম্ ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি" ॥৭॥

শ্রুতিঃ—পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চাকাশমাত্রা চ, চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ, শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ, ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ, রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ, ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ, বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ, হস্তৌ চাদাতব্যঞ্চ, উপস্থশ্চানন্দয়িতব্যঞ্চ, পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়িতব্যঞ্চ, পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ, মনশ্চ মন্তব্যঞ্চ, বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ, অহঙ্কারশ্চাহংকর্ত্তব্যঞ্চ, চিত্তঞ্চ চেতয়িতব্যঞ্চ, তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ, প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ ॥৮॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্ব শ্রুতিতে দৃষ্টান্তমুখে বলা হইয়াছে যে, যেমন সন্ধ্যায় পক্ষিগণ বাসের জন্য নিবাস বৃক্ষের অভিমুখে গমন করে, সেই-প্রকার বক্ষ্যমাণ সমস্ত পৃথিব্যাদি তত্ত্ব সুষুপ্তি-অবস্থায় অক্ষর পরমাত্মাকে আশ্রয় করে, এই শ্রুতিতে সেই সমস্ত তত্ত্বের বিবৃতি করিতেছেন—] পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ (কার্য্য ক্ষিতি তাহা শব্দাদিপঞ্চগুণবিশিষ্ট ও তাহার কারণ সূক্ষ্মপৃথিবী গন্ধতন্মাত্রা) আপশ্চ আপোমাত্রা চ (পৃথিবীর কারণ কার্য্যাত্মক জল তাহা শব্দাদি চারিগুণবিশিষ্ট, রসমাত্রা তাহার সূক্ষ্ম কারণ), তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ (জলের কারণ কার্য্যাত্মক অগ্নি ও অগ্নির কারণ সূক্ষ্ম তন্মাত্রা রূপ) বায়ুশ্চ বায়ু-মাত্রা চ (কার্য্যাত্মক বায়ু অগ্নির কারণ, ইহা শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট ও বায়ুর কারণ সূক্ষ্মতন্মাত্রা স্পর্শ) আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ (কার্য্যাত্মক আকাশ বায়ুর কারণ কেবল শব্দগুণবিশিষ্ট এবং আকাশের কারণ শব্দ তন্মাত্রা) [এইরূপে স্থূলভূত ও সূক্ষ্মভূত পর-মাত্মাকে আশ্রয় করিয়া আছে। অতঃপর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের গ্রাহ্য বিষয়গুলির পরিচয় দিতেছেন—] চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যঞ্চ (চক্ষুরিন্দ্রিয় ও

তাহার গ্রাহ্যগুণ রূপ), শ্রোত্রঞ্চ শ্রোতব্যঞ্চ (শ্রবণেন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্য-গুণ শব্দ), ঘ্রাণঞ্চ ঘ্রাতব্যঞ্চ (ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্যগুণ সুরভি ও অসুরভি গন্ধ) রসশ্চ রসয়িতব্যঞ্চ (রসনেন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্য ষড়্-বিধ রস) ত্বক্ চ স্পর্শয়িতব্যঞ্চ (ত্বগিন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্য স্পর্শ)। [অতঃপর কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্যগুলি বিবৃত হইতেছে—] বাক্ চ বক্তব্যঞ্চ (বাগিন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্য বাক্যোচ্চারণ) হস্তৌ চ আদাত-ব্যঞ্চ (দুই হাত ও তাহার কার্য্য বস্তু গ্রহণ) উপস্থশ্চ আনন্দয়িতব্যঞ্চ (জননেন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্য আনন্দজনক স্ত্রীসঙ্গ) পায়ুশ্চ বিসর্জ্জয়ি-তব্যঞ্চ (গুহ্যদেশ ও তাহার কার্য্য মলত্যাগ) পাদৌ চ গন্তব্যঞ্চ (চরণদ্বয় ও তাহার কার্য্য গমন)। [জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও তাহাদের কার্য্য বলা হইল, এক্ষণে অন্তরিন্দ্রিয় ও তাহাদের কার্য্য বলিতেছেন—] মনশ্চ মন্তব্যম্ চ (মন এবং তাহার কার্য্য—সঙ্কল্প, বিকল্প) বুদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যঞ্চ (বুদ্ধি ও তাহার কার্য্য নিশ্চয়) অহঙ্কারশ্চ (অভিমানকারী অন্তঃকরণ) অহঙ্কর্ত্তব্যঞ্চ (এবং অভিমানের বিষয় যেমন দেহে আত্মাভিমান) চিত্তঞ্চ (বোধশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ) চেতয়িতব্যঞ্চ (এবং চিত্তের বিষয় জড় ইন্দ্রিয়াদি) তেজশ্চ (ত্বগিন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত প্রকাশনশক্তিবিশিষ্ট ত্বক্) বিদ্যোতয়িতব্যঞ্চ (তাহার প্রকাশ্য বস্তু) প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ (প্রাণবায়ু ও তাহার দ্বারা রক্ষণীয় সমস্ত কার্য্য-করণাত্মক সংঘাত) [যদিও এই তত্ত্বগুলি ক্রমান্বয়ে উক্ত হয় নাই, তাহা হইলেও প্রলয়কালে যেমন কার্য্যের কারণে লয়-ক্রম আছে, সেইপ্রকার সুষুপ্তিকালেও কার্য্যতত্ত্বের কারণতত্ত্বে লয় ক্রমানুসারেই, যথা—পৃথিবীর লয় তন্মাত্রা গন্ধে, গন্ধের লয় জলে, জল রস তন্মাত্রায়, তাহা অগ্নিতে, অগ্নি রূপ তন্মাত্রায়, রূপ স্থূল বায়ুতে, তাহা সূক্ষ্মবায়ু-স্পর্শ তন্মাত্রায়, স্পর্শ কার্য্যাত্মক আকাশে, তাহা সূক্ষ্ম তন্মাত্রা শব্দে, এইরূপে ভূত ও ভৌতিক গুণের লয়। দ্রষ্টব্য বিষয়ের চক্ষুতে,

শ্রোতব্য শব্দের শ্রবণেন্দ্রিয়ে, আঘ্রেয় গন্ধের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, আস্বাদ্য রসের রসনেন্দ্রিয়ে এবং ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্পর্শের ত্বগিন্দ্রিয়ে লয় হয়, এইরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের লয় হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়কার্য্যের লয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, মন্তব্য বিষয়ের মনে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারে একাদশ ইন্দ্রিয়ের, রাজসিক অহঙ্কারে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের, তামসিক অহঙ্কারে পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রার, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, বুদ্ধির প্রধানে লয় হয়—যথা ভাগবতে বর্ণিত আছে—'তদাভূমের্গন্ধ গুণং গ্রসন্ত্যাপ উপপ্লবে। গ্রস্তগন্ধাতু পৃথিবী প্রলয়ত্বায় কল্পতে'...১২।৪।১৪-১৯ দ্রষ্টব্য] ।৮।।

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—প্রপঞ্চের সমস্ত তত্ত্বই সুষুপ্তিকালে পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এক্ষণে সেই সমস্ত তত্ত্বের পরিচয় দিতেছেন—পঞ্চবিংশতি তত্ত্বময় এই প্রপঞ্চ, তন্মধ্যে পৃথিবী ও তাহার কারণ সূক্ষ্ম অংশ গন্ধ তন্মাত্র, পৃথিবীর কারণ জল ও রস তন্মাত্র, জলের কারণ তেজ ও রূপতন্মাত্র, তেজের কারণ বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্র, বায়ুর কারণ আকাশ ও শব্দতন্মাত্র। ইহাই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূত। অতঃপর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহার গ্রাহ্য বিষয় বলা যাইতেছে। চক্ষুঃ দর্শনেন্দ্রিয়, ইহার গ্রাহ্য রূপ, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার গ্রাহ্য শব্দ, নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহার গ্রাহ্যবিষয় গন্ধ, রসনা রসগ্রহণের ইন্দ্রিয়, তাহার গ্রাহ্য-বিষয় রস, ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়, স্পর্শ তাহার গ্রাহ্যবিষয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচ প্রকার, যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বাক্যোচ্চারণ, হস্তের গ্রহণ, জননেন্দ্রিয়ের আনন্দলাভ, পায়ু ইন্দ্রিয়ের মলত্যাগ, চরণের কার্য্য গমন। অতঃপর অন্তরিন্দ্রিয়ের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—মন উভয়েন্দ্রিয়, তাহার কার্য্য মনন, বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয়, বোদ্ধব্য কার্য্য তাহার বিষয়। অহঙ্কার অভিমান সম্পাদন করে, তাহার কার্য্য অহঙ্কার। চিত্তের কার্য্য,

চিন্তনীয় বিষয়। তেজঃ প্রকাশবিশিষ্ট ত্বক্‌, তাহার দ্বারা প্রকাশ্য বিষয় বিদ্যোতিত হয়। প্রাণ সমস্ত ধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে কার্য্য, করণসমূহ নাম-রূপাত্মক ॥৮॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—সর্ব্বশব্দার্থং প্রপঞ্চয়তি—পৃথিবী……চ।

অত্র পৃথিবীমাত্রাশব্দেন পুরাণেষু গন্ধতন্মাত্রাশব্দাভিলপ্যা পৃথিবী-পূর্ব্বাবস্থোচ্যতে। এবমুত্তরেষ্বপি মাত্রাশব্দেষু দ্রষ্টব্যম্‌। আপশ্চ…চ ॥৮॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তৎসর্ব্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ইত্যুক্তং তত্র কিন্তৎ সর্ব্বং তদ্‌বিব্রিয়তে—পৃথিবীচেত্যাদিনা। মীয়ন্তে আভিরিতি করণে 'ত্র' প্রত্যয়েন সিদ্ধোমাত্রাশব্দঃ, স চ সূক্ষ্মাংশঃ কারণরূপঃ, তেন পৃথিবী আপঃ তেজঃ বায়ুরাকাশশ্চস্থূলানি পঞ্চমহাভূতানি, সূক্ষ্মাংশাশ্চতেষাং গন্ধঃ, রসঃ, রূপং, স্পর্শঃ, শব্দশ্চ। উক্তঞ্চ তত্ত্বকৌমুদ্যাং 'প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি, পঞ্চতন্মাত্রেভ্যঃ, পঞ্চমহাভূতানীতি' পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-মহাভূতস্য গুণাঃ পরস্মিন্ পরস্মিন্ মহাভূতে অনুস্যূতাঃ। পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাঃ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। একাদশমুভয়েন্দ্রিয়ং মনঃ বুদ্ধিঃ মহত্তত্ত্বম্, তস্য কার্য্যমহঙ্কারঃ, চিত্তং বৃত্তিবিশেষঃ, প্রাণশ্চ সূত্রাত্মকঃ তস্য কার্য্যং ধারণমেবং কার্য্যকরণ-কর্ত্তৃসঙ্ঘাতরূপমেতদেব ॥৮॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে বলিতেছেন যে, স্থূল ও সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ও তাহার বিষয়, পঞ্চভেদযুক্ত প্রাণবায়ু—সকলই পরমাত্মার আশ্রিত। স্থূল পৃথ্বী ও উহার কারণ গন্ধ তন্মাত্রা, স্থূল জলতত্ত্ব ও উহার কারণ রস-তন্মাত্রা, স্থূল তেজস্তত্ত্ব ও উহার কারণ রূপ-তন্মাত্রা, স্থূল বায়ু-তত্ত্ব ও উহার কারণ স্পর্শ-তন্মাত্রা, স্থূল আকাশ ও উহার কারণ শব্দ-

তন্মাত্রা—এইপ্রকার নিজ কারণসহিত পঞ্চভূত তথা নেত্র-ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা দর্শনীয় বস্তু, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা শ্রবণীয় বস্তু, ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা ঘ্রাণের যোগ্য পদার্থ, রসনেন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা আস্বাদনীয় বস্তু, ত্বগিন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা স্পর্শনীয় সব পদার্থ, বাগিন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা বর্ণনীয় শব্দ, হস্তদ্বয় ও তদ্দ্বারা গ্রহণীয় বস্তু, পদদ্বয় ও তদ্দ্বারা গন্তব্য স্থান, উপস্থেন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা গ্রাহ্য মৈথুনসুখ, পায়ু-ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা মলত্যাগ, মন ও তদ্দ্বারা মননীয় সকল পদার্থ, বুদ্ধি ও তদ্দ্বারা নিশ্চেতব্য সকল বিষয়, অহঙ্কার ও তাহার বিষয়, চিত্তের ও চিত্তের দ্বারা চিন্তনীয় বিষয়, পঞ্চবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণ ও তদ্দ্বারা জীবনধারণরূপ কার্য্য ইত্যাদি সমস্ত শরীরতত্ত্ব—ইহারা কারণভূত পরমেশ্বরের আশ্রিত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্ব্রহ্ম চতুর্ভির্দশভিস্তথা।
এতচ্চতুর্ব্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিদুঃ ॥"

(ভাঃ ৩।২৬।১১) ॥৮॥

শ্রুতিঃ—এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর-আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে ॥৯॥

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর জীবদেহে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপে প্রবিষ্ট জীবাত্মস্বরূপ বর্ণিত হইতেছে—] এষঃ হি (এই জীবদেহে স্থিত আত্মা) দ্রষ্টা (স্বপ্নকালে হস্তী, অশ্বাদি দর্শন করেন), স্প্রষ্টা (তিনিই স্পর্শ করেন), শ্রোতা (শ্রবণ করেন), ঘ্রাতা (গন্ধ আঘ্রাণ করেন), রসয়িতা (রস আস্বাদন করেন), মন্তা (মনন করেন), বোদ্ধা (বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয় করিয়া থাকেন), কর্ত্তা (হস্ত পদাদি কর্ম্মে-

ন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদন করেন), বিজ্ঞানাত্মা (যাহা দ্বারা বিশেষরূপে বস্তু জ্ঞাত হয়, সেই বুদ্ধি প্রভৃতির কার্য্যকারী জীবাত্মা) পুরুষ (কার্য্য-করণসমূহে আত্মাভিমানী)। সঃ (সেই বিজ্ঞানাত্মা) পরে (সর্ব্বোত্তম, জগতের আধারস্বরূপ) অক্ষরে (অচ্যুত স্বভাব সর্ব্বদা একরূপ) আত্মনি (পরমাত্মায়) সম্প্রতিষ্ঠতে (সুষুপ্তিকালে প্রতিষ্ঠিত থাকেন) ।৯।

অনুবাদ—নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ স্ব-স্ব ব্যাপার হইতে বিরত হইলে এই বিজ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মাই অবিদ্যাবশে স্বাপ্নবস্তুসমূহ দর্শন করেন, ইনিই স্পর্শ করেন, শ্রবণ করেন, গন্ধ আঘ্রাণ করেন, রস আস্বাদন করিয়া থাকেন, ইনিই মনের কার্য্য মনন করেন, বুদ্ধির কার্য্য নিশ্চয় কর্ত্তা ইনিই। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা সেই বিজ্ঞানময় পুরুষ। সুষুপ্তিকালে এই বিজ্ঞানময় পুরুষ সেই সর্ব্বোত্তম সকলের পরিচালক পরব্রহ্মে মিলিত হন ।৯।

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এষ··· ··সংপ্রতিষ্ঠতে ।

চেতনাচেতনরূপঃ কর্ত্তৃকরণকর্ম্মরূপঃ সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চস্তদাশ্রিত ইতি ভাবঃ। অত্র বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মেতি নির্দ্দেশাদাত্মনো-জ্ঞাতৃত্বমেব ন জ্ঞানরূপত্বমিতি বদন্তস্তার্কিকাশ্চ জ্ঞানত্বমেব ন জ্ঞাতৃত্বমিতি বদন্তো মৃষাবাদিনশ্চ নিরস্তা ভবন্তি ।৯।

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষো হি জীবাত্মা, এষঃ বিজ্ঞানাত্মা, সর্ব্বেষু ইন্দ্রিয়েষু স্বাপকালে স্ব-স্ব-ব্যাপারাৎ বিরতেষু মনঃ-সাহায্যেন অবিদ্যারচিতান্ স্বাপ্নান্ করিতুরগাদীন্ পশ্যতি, স্পর্শং বেত্তি, শব্দং শৃণোতি, সৌরভাসৌরভং জিঘ্রতি, মধুরাদি-রসমাস্বাদয়তি মনঃকার্য্যং মননং নির্ব্বাহয়তি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি

পরিচালয়তি। স এব বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। সুষুপ্তিকালে পরে সর্ব্বোত্তমে সর্ব্বেষাং পরিচালকে অক্ষরে নির্ব্বিকারে আত্মনি পরমাত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে সম্পন্নো ভবতি ॥৯॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে বর্ণিত দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রস-আস্বাদনকারী, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ যে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ অর্থাৎ জীব তিনিও অক্ষরপুরুষ পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারিলেই জীবের বাস্তবিক শান্তি। অতএব জীবেরও পরমাশ্রয় পরমেশ্বর।

বেদান্তসূত্রের "জ্ঞোঽতএব" "যথা চ তক্ষোভয়থা" সূত্রদ্বয়ের (বেঃ সূঃ ২।৩।১৭ ও ২।৩।৩৮) গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ষট্-প্রশ্নী শ্রুতির এই মন্ত্রটি উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"বিলক্ষণঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥" (ভাঃ ১১।১০।৮)

অর্থাৎ দাহক ও প্রকাশক অগ্নি যেরূপ দাহ্য ও প্রকাশযোগ্য কাষ্ঠ হইতে পৃথক্, সেইরূপ দ্রষ্টা, স্বপ্রকাশশীল জীবাত্মাও স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় হইতে বিলক্ষণ এবং পৃথক্ বলিয়া জানিতে হইবে ॥৯॥

**শ্রুতিঃ—পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়-
মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরং বেদয়তে যস্তু
সৌম্য ! স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বো ভবতি। তদেষশ্লোকঃ ॥১০॥**

অন্বয়ানুবাদ—[অতঃপর পরমাত্মবিজ্ঞান-ফল বলিতেছেন—] [হে] সৌম্য! (হে প্রিয়দর্শন গার্গ্য!) সঃ (সেই পরমাত্মার সহিত বিজ্ঞানাত্মার অচিন্ত্যভেদাভেদদর্শী ব্যক্তি) পরমেব অক্ষরং (সদা

একরূপ পরম অক্ষরপুরুষ পরমাত্মাকে) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হন) [কিরূপ পরমাত্মজ্ঞানের ফলে অক্ষরপুরুষকে লাভ করেন ? তাহাই বলিতেছেন—] যো হ বৈ (যিনি ত্রিবিধ এষণা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া) অচ্ছায়ং (তমোগুণবর্জ্জিত) অশরীরম্ (প্রাকৃত দেহহীন) অলোহিতম্ (রজোগুণবিরহিত) শুভ্রম্ (শুদ্ধসত্ত্বময়) অক্ষরং (সত্য-স্বরূপ পরমাত্মাকে) বেদয়তে (জানেন) সঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন) [পূর্ব্বে অবিদ্যাবশতঃ অসর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, এক্ষণে ব্রহ্মবিদ্যা-প্রভাবে অবিদ্যার অপগমে তিনি] সর্ব্বঃ ভবতি (সর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হন) ॥১০॥

অনুবাদ—পূর্ব্ব শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—এই দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। এই শ্রুতি তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—সেই জীবাত্মা ব্রহ্মসম্পত্তির ফলে অক্ষরপুরুষকে প্রাপ্ত হন। কীদৃশ ব্যক্তি ? তাহাই বর্ণন করিতেছেন—যে বিজ্ঞানাত্মা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা—এই ত্রিবিধ এষণা ত্যাগ করিয়া এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, কিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানকারী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ? তাহাই বলিতেছেন 'তৎ' সেই ব্রহ্ম যিনি ছায়াহীন—তমোগুণবর্জ্জিত, যেহেতু প্রাকৃত শরীররহিত, তিনি রজোগুণের অতীত অতএব শুদ্ধসত্ত্বময়বপুঃ অক্ষরপুরুষকে বিদিত হয়েন। হে প্রিয়দর্শন গার্গ্য ! যিনি পরা বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নাশ করিয়াছেন তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন। তিনি অবিদ্যার অপগম হওয়ায় সর্ব্বকামযুক্ত হন। এ-বিষয়ে উক্ত অর্থে একটি মন্ত্র আছে, যথা—॥১০॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—পরমেবাক্ষরং……ভবতি।

ছায়াশব্দেন জ্ঞানসংকোচকং কর্ম্মোচ্যতে। অচ্ছায়মপাপমিত্যর্থঃ। অত এবাশরীরমলোহিতং রূপাদিশূন্যং শুভ্রং স্বপ্রকাশমক্ষরং ক্ষরণশূন্যং পরমাত্মানং বেদয়তে জানাতি স হে সৌম্য প্রিয়দর্শন পরমেবাক্ষরং

ব্রহ্ম বাসুদেবং প্রতিপদ্য সর্ব্বজ্ঞো ভবতি। সর্ব্বোভবতি সর্ব্বকামযুক্তো-ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ॥ তদ্‌ব্রহ্মাভিমুখীকৃত্যৈষ শ্লোক ইত্যর্থঃ॥১০॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স্বাপকালে যো বিজ্ঞানাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা আসীৎ স পরে ব্রহ্মণি সম্পদ্যতে তদচিন্ত্যভেদাভেদবিদঃ ফলমুচ্যতে সঃ বিজ্ঞানাত্মা পরমেবাক্ষরং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি, কোঽসৌ যঃ কিল এষণাত্রয়বিনির্মুক্তো বিজ্ঞানাত্মা পরমেব অক্ষরং পুরুষং প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি, কঃ সঃ? যঃ হ বৈ পুরুষঃ এবংবিধমক্ষরং পুরুষং বেদয়তে জানাতি। কীদৃশম্? অচ্ছায়ং ছায়ানাম তমঃ তদ্রহিতম্। অবিদ্যা-সঙ্গবর্জ্জিতমিতিভাবঃ, কথমবিদ্যাশূন্যম্ তদাহ—যদশরীরং প্রাকৃতদেহ-হীনম্। এবমলোহিতম্—রজোগুণবিনির্মুক্তম্। অতএব শুভ্রম্ শুদ্ধং শুদ্ধসত্ত্বময়মিত্যর্থঃ, অক্ষরং সত্যং পুরুষং বেদয়তে জানাতি স পরমং পুরুষং প্রতিপদ্যতে। পরমাক্ষরপুরুষবিজ্ঞানাৎ স তমেব প্রাপ্নোতি। অথ হে সৌম্য! যঃ ভগবদ্দর্শী স সর্ব্বজ্ঞো ভবতি তেনাবিদিতং কিমপি ন ভবতি, যতঃ স সর্ব্বো ভবতি—পরা বিদ্যা-প্রভাবেণ সর্ব্বময়ো-সর্ব্বকামযুক্তো ভবতি॥১০॥

তত্ত্বকণা—পরমাত্মবিজ্ঞান-ফল বলিতেছেন যে, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক বলা যায়—যে কোন মনুষ্য মায়াতীত, প্রাকৃত শরীররহিত, রজো-গুণাতীত, শুদ্ধসত্ত্বময়বপুঃ অক্ষর পরব্রহ্মকে বিদিত হন, তিনি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন, আর তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বময় হইয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বকামযুক্ত হন। তদ্বিষয়ে একটি মন্ত্রও আছে। যাহা পরে বলা হইতেছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই,—

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড়-আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কাম-চারোভবতি।" (ছাঃ ৭।২৫।২)।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"যদা মন উপাদায় যদ্ যদ্রূপং বুভূষতি।
তত্তদ্ভবেন্মনোরূপং মদ্‌যোগবলমাশ্রয়ঃ॥" (ভাঃ ১১।১৫।২২)

আরও পাই,—

"মদ্ভক্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্য যোগিনো ধারণাবিদঃ।
তস্য ত্রৈকালিকী বুদ্ধির্জন্মমৃত্যুপবৃংহিতা॥"
(ভাঃ ১১।১৫।২৮) ॥১০॥

শ্রুতিঃ—বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ,
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য!
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশ। ইতি ॥১১॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ॥

অন্বয়ানুবাদ—[সুষুপ্তিকালে] বিজ্ঞানাত্মা (জ্ঞানময় জীবাত্মা) সর্ব্বৈঃ দেবৈঃ (সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের সহিত) যত্র (যে অক্ষরপুরুষে) প্রাণাঃ (পঞ্চবিধ প্রাণ) [ও] ভূতানি (শরীরারম্ভক পঞ্চমহাভূত ইহারা) যত্র (যে অক্ষরব্রহ্মে সুষুপ্তির সময়) সংপ্রতিষ্ঠন্তি (প্রবেশ করে অর্থাৎ মিলিত হয়) হে সৌম্য! (প্রিয়দর্শন গার্গ্য!) যঃ (যে ব্রহ্মবিদ্) তদক্ষরং (সেই অক্ষরব্রহ্ম) বেদয়তে (জানেন) স সর্ব্বজ্ঞঃ (সেই সর্ব্ববিদ্ ব্যক্তি) সর্ব্বমেব আবিবেশ (সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করেন অর্থাৎ তদাত্মকভাব প্রাপ্ত হন) ॥১১॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থপ্রশ্নস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়দর্শন গার্গ্য! সুষুপ্তিকালে যে পরব্রহ্মে বিজ্ঞান-স্বরূপ জীবাত্মা, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চমহাভূত ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রবেশ করে, সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে যিনি সর্ব্বাত্মরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই সর্ব্বজ্ঞ হন ও সর্ব্বাত্মক ভগবানেই সম্পন্ন হইয়া থাকেন ॥১১॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের চতুর্থ প্রশ্নের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—বিজ্ঞানা······বিবেশেতি । ইত্যথর্ব্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥

সর্ব্বৈর্দেবৈর্বাগাদীন্দ্রিয়ৈঃ সহ মুখ্যপ্রাণা ভূতানি চ মহাভূতানি চ জীবাত্মা চ যত্র প্রতিতিষ্ঠন্তি তাদৃশং শুভ্রমক্ষরং নির্ব্বিকারং পরমাত্মানং যো জানাতি স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমপি কামজাতমাবিশতি। 'সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি' [ছাঃ ৭।২৫।২] ইতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা কাম্যমানসর্ব্বলোকসঞ্চারী ভবতীত্যর্থঃ ॥১১॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থপ্রশ্নস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বশ্রুত্যৈব ব্যাখ্যাতার্থেয়ম্ ॥১১॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থপ্রশ্নস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে বলিতেছেন,—হে সৌম্য! সর্ব্বকারণ-স্বরূপ পরমেশ্বরে বিজ্ঞানাত্মা জীব, সমস্ত প্রাণ, পঞ্চ মহাভূত তথা সমস্ত

ইন্দ্রিয়ও অন্তঃকরণের সহিত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সর্ব্বাশ্রয় সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন তথা সর্ব্বরূপ পরমেশ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন অর্থাৎ সংযুক্ত হইয়া থাকেন কিন্তু লয় প্রাপ্ত হন না। গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব তদীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"পুরং প্রবিশতীত্যত্র পুরসংযোগ এব প্রতীয়তে।"

পূর্ব্ববর্ণিত শ্রীমদ্ভাগবতের 'স্বরূপেণ ময়োপেতং' শ্লোকের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্য বলেন—

"স্বরূপেণ ময়োপেতং (ভাঃ ৩।৯।৩৩)
হৃদিস্থং জীবরূপং হি পরমেশ্বরসহিতং ভবতি।
ত্যক্ত্বা দেহাত্মাত্মভাবং জীবরূপে হৃদিস্থিতে।
দৃষ্ট্বাত্মভাবং তং চাপি হরিপাদাব্জসংস্থিতম্।
যদাপশ্যত্যাপরোক্ষ্যাৎ তদা মুক্তিং ব্রজত্যসৌ॥
ইতি দত্তাত্রেয়যোগে।"

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—

"আত্মা" অর্থে "জীব" "স্বরূপ" অর্থে জীবশক্তির আশ্রয়স্বরূপ শক্তিমান্ ভগবান্; "উপেত" অর্থে যুক্ত, "স্বরাজ্য" অর্থে সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি মোক্ষ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কেবলাদ্বৈতবাদিগণ জীবের শুদ্ধসত্তা ও তদবস্থায় তাহার ভগবদধীনত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন সুষুপ্তিতে মনোবৃত্তির লয় হইলেই জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়॥১১॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের চতুর্থ প্রশ্নের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ

শ্রুতিঃ—অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ—
স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কার-
মভিধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি ?
ইতি। তস্মৈ স হোবাচ ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (গার্গ্যের প্রশ্ন সমাধানান্তে) হ (প্রসিদ্ধ আছে) শৈব্যঃ (শিবি-পুত্র) সত্যকামঃ (সত্যকামনামা মুনি) এনং (আচার্য্য পিপ্পলাদকে) পপ্রচ্ছ (প্রশ্ন করিলেন) [চতুর্থ প্রশ্নে ব্রহ্ম ও বিজ্ঞানাত্মার অচিন্ত্যভেদাভেদজ্ঞান মুক্তির কারণ বলা হইয়াছে, এক্ষণে পরাপর ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধনরূপে ওঙ্কারের উপাসনার্থ এই প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে। মুনি সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিলেন—] ভগবন্ ! (ভগবদভিন্ন গুরুদেব !) যঃ হ বৈ (যিনি না কি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) প্রায়ণান্তং (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) তৎ (সেই প্রসিদ্ধ) ওঙ্কারম্ (প্রণবকে) অভিধ্যায়ীত (ঈশ্বরের উপাসনাস্বরূপে সর্ব্বতোভাবে ধ্যান করেন), সঃ (সেই যাবজ্জীবন প্রণবোপাসক) তেন (সেই ওঙ্কারধ্যান দ্বারা) কতমং লোকং (বহুবিধ লোকের মধ্যে কোন্ লোক) বাব (নিশ্চিত) জয়তি (জয় করেন ?—প্রাপ্ত হয়েন ?) ইতি (ইহা)। তস্মৈ (শৈব্য মুনিকে) সঃ (মহর্ষি পিপ্পলাদ) উবাচ হ (বলিলেন) ॥১॥

অনুবাদ—অতঃপর পরাপর ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায়রূপে প্রণবমন্ত্রের উপাসনা বর্ণনাভিপ্রায়ে এই পঞ্চম প্রশ্ন আরব্ধ হইতেছে। গার্গ্যের

প্রশ্নের পর শিবিপুত্র সত্যকাম আচার্য্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহামহিমশালিন্ গুরুদেব! মনুষ্যগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুপর্য্যন্ত যাবজ্জীবন প্রণবমন্ত্রকে ঈশ্বর-প্রাপ্তির নিমিত্ত ধ্যান করিয়া থাকে, তাদৃশ উপাসনাকারীর কোন্ লোক প্রাপ্য হইয়া থাকে? অভিপ্রায় এই—জ্ঞানোপাসক ও কর্ম্মোপাসকগণ সাধনার ফলে বহুপ্রকার লোক অর্জ্জন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রণবো-পাসক কোন্ লোক প্রাপ্ত হন? ইহাতে মহর্ষি পিপ্পলাদ শৈব্য মুনিকে বলিলেন ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ……পপ্রচ্ছ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

স……জয়তীতি। হ বা ইতি প্রসিদ্ধ্যতিশয়ে। তদব্যয়ম্। স ইত্যেতদধিকারিসামান্যপরম্। অয়মর্থঃ—হে ভগবন্পূজার্হ যোঽধি-কারী মনুষ্যাণাং মধ্যে মরণান্তমোংকারমভিধ্যায়তি স কতমং লোকং তেনোংকারেণ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। বাবশব্দোঽবধারণে প্রসিদ্ধৌ বা।

তস্মৈ স হোবাচ। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—পূর্ব্বপ্রশ্নে পরাপর-ব্রহ্মবিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞতালাভ-ফলকমুক্তম্, অথেদানীং তৎ প্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন প্রণবোপাসনা বিধীয়তে —অথেত্যাদিনা। অথ গার্গ্যস্য প্রশ্নসমাধানান্তে শৈব্যঃ সত্যকামঃ শিবিপুত্রঃ সত্যকামনামা মুনিঃ এনমাচার্য্যং পিপ্পলাদং পপ্রচ্ছ—হে ভগবন্! হে ব্রহ্মবিদ্বত্তম! গুরো! ভবতা সর্ব্বং জ্ঞায়তে, দৃশ্যন্তে হি অনেকে উপাসকা যাবজ্জীবং প্রণবমেব ব্রহ্ম-প্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনোপাসতে, জ্ঞান-কর্ম্মভির্লভ্যা বহবোহিলোকাঃ সন্তীতি শ্রূয়তে চ তেষু মধ্যে যো-মনুষ্যো যাবজ্জীবং প্রণবমেব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থম্ অভিধ্যায়েৎ তস্য কতমো-লোকঃ প্রাপ্যো ভবতীতি প্রষ্টুরাশয়ঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমানে শিবিপুত্র সত্যকাম মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! মনুষ্যগণের মধ্যে যিনি আজীবন ওঁকারের অভিধ্যান করেন, তিনি তৎফলে কোন্ লোক প্রাপ্ত হয়েন? অর্থাৎ উহার কি ফল লাভ হয়? ।১।

শ্রুতিঃ—এতদ্বৈ সত্যকাম! পরং
চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। তস্মাদ্
বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—সত্যকাম! (ওহে সত্যকাম!) যদ্ এতৎ পরং চ অপরং চ ব্রহ্ম বৈ (এই যে পরব্রহ্ম অর্থাৎ অক্ষরপুরুষ শ্রীনারায়ণ ও অপরব্রহ্ম তাঁহা হইতে আবির্ভূত বিরাট্‌স্বরূপ, ইঁহারা উভয়ই) [তৎ] ওঁঙ্কারঃ [এব] (ওঙ্কারস্বরূপ) [অর্থাৎ প্রাকৃতিক ধর্ম্মদ্বারা অবিশেষিত, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগম্য, অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরকে একমাত্র ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়, সেই ভক্তিও আলম্বন ব্যতিরেকে প্রযুক্ত হয় না, সেজন্য ওঁঙ্কারকে বিষ্ণুস্বরূপ ধারণা করিয়া ধ্যান করিলে, ভক্তিবশ্য ভগবান্ সেই উপাসকের অভীষ্ট পূরণ করেন, এইজন্য ওঙ্কারকে পরাপর ব্রহ্ম বলা হইয়াছে] তস্মাৎ (যেহেতু ওঁঙ্কার শ্রীহরির স্বরূপ এই কারণ) বিদ্বান্ (এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ উপাসক) এতেনৈব (ঈশ্বর-প্রাপ্তি-সাধনীভূত এই) আয়তনেন (ওঙ্কারধ্যানরূপ আলম্বন দ্বারাই) একতরম্ (পরব্রহ্ম অথবা তাঁহা হইতে প্রকটিত অপরব্রহ্ম চতুর্ম্মুখ—যে কোনটি) অন্বেতি (অনুসরণ করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়) [ঈশ্বর প্রাপ্তির যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে অতি নিকটতম উপায় ওঁঙ্কার-উপাসনা] ।২।

অনুবাদ—আচার্য্য পিপ্পলাদ এইরূপ প্রশ্নকারী সত্যকামকে বলিলেন বৎস! উপাসনার পথ যাহা আছে, তন্মধ্যে ওঙ্কারকে

ঈশ্বরের স্বরূপ মনে করিয়া যে উপাসনা করে, সে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অথবা তাঁহা হইতে আবির্ভূত অপরব্রহ্ম বিরাট্‌রূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হয়, যেহেতু ওঁকার উভয়েরই বাচক, সেই ওঁকারকে ব্রহ্মবোধে অবলম্বন করিয়া উপাসনায়ই ভাবনানুরূপ একতর ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—এত······মন্বেতি ॥

হে সত্যকামৈতদেব পরং চাপরং চ ব্রহ্মোভয়বাচকমিত্যর্থঃ। বাচ্যবাচকভাবনিবন্ধনং সামানাধিকরণ্যং তথৈব ব্যাসার্যৈরীক্ষতিকর্ম্মাধিকরণে ব্যাখ্যাতত্বাৎ। কিং তদিত্যত্রাহ—যদোংকারস্তস্মাদুপাসক-এতেনৈবোংকাররূপেণ মার্গেণৈকতরং পরমপরং বা ব্রহ্মান্বেত্যুপাস্ত ইত্যর্থঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—এবং পৃষ্টবতে সত্যকামায় মুনিঃ পিপ্পলাদ-উক্তবান্, বৎস! সত্যকাম! ওঙ্কার এব পরংব্রহ্ম পরমেশ্বরঃ চতুর্মুখশ্চ অপরংব্রহ্ম, এতদ্ বিদ্বান্ এতেন ওঙ্কারাত্মকেন আলম্বনেন উপাসকো যতিরেকতরমেব প্রাপ্নোতি ॥২॥

তত্ত্বকণা—পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি পিপ্পলাদ 'ওঁ' এই অক্ষরকে উহার লক্ষ্যভূত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের সহিত একতাৎপর্য্য-পর বিচার পূর্ব্বক বলিতেছেন—হে সত্যকাম! ওঙ্কার পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, সেইজন্য পরব্রহ্ম ও সেই পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বিরাট্ স্বরূপ—অপরব্রহ্মও ওঙ্কার। কেবল এই এক ওঁকারের জপ, স্মরণ ও চিন্তন দ্বারা নিজ ইষ্টের অভিলাষী বিজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য অভিলাষানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। ভাবার্থ এই যে,—যে মনুষ্য পরমেশ্বরের বিরাট্‌স্বরূপ—এই জগতের ঐশ্বর্য্যময় কোন অঙ্গের প্রাপ্তির ইচ্ছাতে

ওঙ্কারের উপাসনা করে, সে ব্যক্তি নিজের শ্রদ্ধা ও ভাবনানুসারে পরমেশ্বরের অঙ্গস্বরূপ বিরাট্ পুরুষ ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হয় ; আর যে ব্যক্তি ইহারও অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পূর্ণব্রহ্ম, পুরুষোত্তমকে পাইবার জন্য নিষ্কামভাবে ইঁহার উপাসনা করেন, তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥" (গীঃ ৮।১৩)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—

"আনখশিখ-মন্মূর্ত্তি-ভাবনাম্ আশ্রিতঃ সন্ ওমিত্যেকমেবাক্ষরং ব্রহ্মস্বরূপং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ন্ ; তদ্বাচ্যং মামনুস্মরন্ননুধ্যায়ন্ পরমাং গতিং মৎসালোক্যম্"।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।" (ভাঃ ২।১।১৭)

শ্রীশুকবাক্যে আরও পাই,—

"জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া॥
বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ॥"

(ভাঃ ২।১।২৩-২৪)

এই শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—

"যত্র সংযতা" ইত্যস্যোত্তরং বদন্ পূর্ব্বোক্তস্যান্তর্য্যামিণশ্চিদ্ঘন-স্বরূপে ধারণায়ামসমর্থানামশুদ্ধচিত্তানাং যোগিনাং রাগদ্বেষাদিমালিন্য-নিবৃত্ত্যর্থং বৈরাজধারণামাহ—স্থূল ইতি।" বিশেষঃ সমষ্টিবিরাট্।

যত্রেদং দৃশ্যতে ইত্যনেন দৃশ্যশ্রব্যাদিবস্তমাত্রাণাং ভগবদ্বিভূতিত্বা-ভগবদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ত্বে সতি শর্দ্ধাসূয়াদয়ো ন কাপি ভবেয়ুরিত্যতঃ শর্দ্ধাদ্যভাবে চিত্তশুদ্ধিঃ, চিত্তশুদ্ধৌ চ চিদ্ঘনাত্মক-শ্রীনারায়ণমূর্ত্তৌ ধারণা অতিসুকরা স্যাদিতি দ্যোতিতম্" ॥২॥

শ্রুতিঃ—স যদ্যেকমাত্রমভিধ্যায়ীত, স তেনৈব সংবেদিতস্তূর্ণমেব জগত্যামভিসম্পদ্যতে। তমৃচো মনুষ্যলোকমুপনয়ন্তে। স তত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনু-ভবতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[সমগ্র অকারাদি মাত্রার সহিত ওঙ্কারকে তদর্থ-ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা সকলের পক্ষে সম্ভব না হইলে ওঙ্কারের একমাত্রাকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান কর্ত্তব্য] সঃ (সেই প্রণবোপাসক) যদি (অসামর্থ্যবশতঃ অন্ততঃ) একমাত্রম্ (ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট প্রণবের একমাত্রাকেও) অভিধ্যায়ীত (ব্রহ্মভাবে ধ্যান করে) সঃ (সেই ওঙ্কারের একমাত্রার উপাসক) তেনৈব (তাহার দ্বারাই অর্থাৎ একমাত্রা-ধ্যানদ্বারাই) সংবেদিতঃ (সম্যক্‌বোধ প্রাপ্ত হইয়া) তূর্ণমেব (অল্পকালমধ্যেই) জগত্যাম্ (এই পৃথিবীতে) অভিসম্পদ্যতে (জন্মলাভ করে অর্থাৎ মৃত্যুর পর অল্পকাল মধ্যেই মনুষ্যলোকে তাহার জন্ম হয়) [ইহা একটি প্রণবের এক অবয়বোপাসকের মহাফল যে, অল্পকালমধ্যেই মনুষ্যলোকে সে উপনীত হয়, কারণ] তং ঋচঃ মনুষ্যলোকম্ উপনয়ন্তে (ঋগ্‌বেদস্বরূপিণী প্রণবের প্রথম একমাত্রা ধ্যাত হইয়া তাহাকে মনুষ্যলোকে উপনীত করায়) [শুধু ইহাই নহে, মনুষ্যলোকে তিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হন এবং) সঃ (তিনি) তত্র (সেই মনুষ্যজন্মে) তপসা (কৃচ্ছ্র তপস্যায়) ব্রহ্মচর্য্যেণ (স্ত্রীসঙ্গবর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্যে) শ্রদ্ধয়া (গুরূপদেশ ও শাস্ত্রার্থে

দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা) সম্পন্নঃ (যুক্ত হইয়া) মহিমানং (মাহাত্ম্য—সর্ব্বোৎকর্ষ) অনুভবাতি (অনুভব করেন) [অর্থাৎ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির মত যথেচ্ছাচারী হন না এবং যোগভ্রষ্ট হইয়া কখনও দুর্গতি ভোগ করেন না] ॥৩॥

অনুবাদ—সেই প্রণবোপাসক যদি সমগ্র প্রণবের অর্থবোধে অসামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ প্রণবের সকলমাত্রার বিভাগবিদ্ না হয়, তবে প্রণবের একদেশের উপাসনায়ও বিশিষ্টগতি লাভ করে, ইহাই বলিতেছেন। সেই সাধক যদি প্রণবের একমাত্রাও ধ্যানপূর্ব্বক উপাসনা করে, তবে তাহার ফলে সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ও মৃত্যুর পর অল্পকালমধ্যেই এই পৃথিবীতে আসে, প্রণবের আদিভূত একমাত্রা সমগ্র ঋগ্‌বেদের সারস্বরূপ, তাহার উপাসনাহেতু ঋক্ তাহাকে মনুষ্যলোকে আনেন। মনুষ্যলোকে জন্মলাভ করিয়া পৃথিবীতে সে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয় এবং তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উৎকর্ষ বা বিভূতি লাভ করে ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স······সম্পদ্যতে।

স উপাসকো যদ্যেকমাত্রং হ্রস্বপ্রণবমপরব্রহ্মবাচকমভিধ্যায়ীত। অপরব্রহ্মবাচকেন হ্রস্বেন প্রণবেন যোঽক্ষরং ব্রহ্মোপাস্তে স তেনৈবৈ-কমাত্রোংকারকরণকাপরব্রহ্মধ্যানেনৈব সংবেদিতো লব্ধসত্তাকো জগত্যাং ভুব্যভিসম্পদ্যতে। অত্যভ্যর্হিতশ্রেষ্ঠঃ সম্পদ্যতে।

তমৃচো······নয়ন্তে। তমৃঙ্‌মন্ত্রা মনুষ্যলোকং প্রাপয়ন্তি।

স······ভবতি॥ স মনুষ্যলোকং নীতস্তপসাঽনশনাদিনা ব্রহ্মচর্য্যেণ মৈথুনবর্জ্জনেন শ্রদ্ধাস্তিক্যবুদ্ধ্যা যদি সংপন্নো ভবতি তদা মহিমানং শ্রেয়ঃসাধকং ব্রহ্মোপাসনমনুতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ন চৈচো হ্রস্বাভাবাৎকথ-মোংকারস্য হ্রস্বত্বমিতি শঙ্কনীয়ম্। লোকে হ্রস্বস্যোংকারস্য দর্শনাৎ ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী——প্রণবস্যৈকদেশ-বিজ্ঞানমপি মহাফলায় কিং পুনঃ সমগ্রস্যেত্যাহ—স যদীতি—ওঙ্কারাভিধ্যানপ্রভাবাৎ বিশিষ্টামেব গতিং স লভতে তথাহি স যদি অস্ততঃ একমাত্রং প্রণবম্ একা মাত্রা যস্য তাদৃশম্ ওঙ্কারবাচ্যং পরমাত্মানম্ অভি-প্রবণতয়া ধ্যায়ীত ধ্যান-পূর্ব্বকমুপাসীত স ধ্যানকারী তেনৈব একমাত্রাবিশিষ্টোঙ্কারধ্যানপূর্ব্বকোপাসনেনৈব অন্যনিরপেক্ষেণেত্যেবকারার্থঃ, সংবেদিতঃ সম্যগ্ ব্রহ্মজ্ঞানমাপাদিতঃ সন্ তূর্ণং ক্ষিপ্রমেব অর্থাৎ মৃত্যোঃ পরম্ অচিরেণ লোকভোগাবসানকালেন জগত্যাম্ পৃথিব্যাম্ অভিসম্পদ্যতে জন্ম লভতে, কীদৃশং লোকম্? মনুষ্যলোকং সৎস্বপি বহুষু জগত্যাং জন্মসু মনুষ্য-জন্ম স প্রাপ্নোতি, কথং? তমৃচ ইতি ঋচঃ ঋগ্‌বেদরূপাঃ প্রণবস্য প্রথমা মাত্রাস্তং সাধকং মনুষ্যলোকম্ পরিবর্জ্জ্যেতরাণি পশুপক্ষ্যাদি-জন্মানি মনুষ্যজন্মৈব, উপনয়ন্তে প্রাপয়ন্তি। এতেন ওঙ্কারস্য প্রথমৈক-মাত্রায়া ঋগ্‌বেদরূপত্বমায়াতম্। স তাদৃশধ্যানকারী তত্র মনুষ্যজন্মনি বিশিষ্টো দ্বিজো ভবতি, তথা তপসা সম্পন্নঃ ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়াচ সম্পন্নো-ভবতি তেন স মহিমানং বিভূতিমুৎকর্ষমনুভবতি অর্থাৎ বীতশ্রদ্ধত্বান্ন যথেচ্ছাচারী ন বা যোগভ্রষ্টোভবতি কিন্তু শ্রদ্ধাবশাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানং লভতে ॥৩॥

তত্ত্বকণা—ওঙ্কারের ধ্যানকারী সাধক যদি ওঙ্কারের সকল মাত্রা না জানিয়া কেবল একমাত্রা বিশিষ্ট প্রণবের ধ্যান করেন, তবে তিনি তদ্দ্বারা সম্যক্ বোধ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম লাভ করেন।

ওঙ্কারের প্রথমমাত্রা ঋগ্‌বেদস্বরূপা, উহার পৃথ্বীলোকের সহিত সম্বন্ধ। অতএব উহার চিন্তা হইতে সাধককে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র তাঁহাকে পুনরায় মনুষ্য-শরীরে প্রবিষ্ট করায়। এই জন্মে সাধক তপঃ,

ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উত্তম আচরণকারী শ্রেষ্ঠ মনুষ্যরূপে উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে পাই,—"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" (গীঃ ৬।৪০)। এ-বিষয়ে আমাদের পরমারাধ্যতম পরাৎপর শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—

"মূলকথা এই যে, মানবসকল দুই ভাগে বিভক্ত—'অবৈধ' ও 'বৈধ'। যে-সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ করে, কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বলই হউক বা বলবান্ই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ—সর্ব্বদা পশুতুল্য, তাহাদের কার্য্যে কোন প্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে 'কর্ম্মী', 'জ্ঞানী' ও 'ভক্ত'—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, কর্ম্মিগণকে 'সকাম কর্ম্মী' ও 'নিষ্কাম কর্ম্মী' এই দুইভাগে বিভাগ করা যায়; 'সকাম কর্ম্মিসকল'—অত্যন্ত ক্ষুদ্র সুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদি লাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে 'কল্যাণ' বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-মোচনানন্তর নিত্যানন্দ-লাভই 'কল্যাণ'। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে পর্ব্বে নাই, সেই পর্ব্বই নিরর্থক। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ-লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে 'কর্ম্মযোগ' বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যানযোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ-স্বীকারের বিধান আছে, তাহা দ্বারা

কর্ম্মীকেও 'তপস্বী' বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে-সকলের অবধি—ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নহে। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফল লাভকরতঃ ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি (সীমা) অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণ-উদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী অধিকতর কল্যাণকারী। সকামকর্ম্ম দ্বারা জীবের যাহা কিছু লভ্য হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গ-যোগীর সকল অবস্থার ফলই ভাল" ॥৩॥

শ্রুতিঃ—অথ যদি দ্বিমাত্রেণ মনসি সম্পদ্যতে। সোঽন্তরিক্ষং যজুর্ভিরুন্নীয়তে সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভূতি-মনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—অথ (আর) যদি (দ্বিমাত্র বিভাগ জানিয়া) দ্বিমাত্রেণ (অকার ও উকার এই দুই মাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিয়া উপাসনা করে) [তবে] মনসি (স্বপ্নাত্মক যজুর্ব্বেদময় ও সোমদেবতাক মনে) সম্পদ্যতে (আত্মভাব প্রাপ্ত হয়); সঃ (সেই দ্বিমাত্রোপাসককে) যজুর্ভিঃ (যজুর্ব্বেদসমূহ) অন্তরিক্ষং (অন্তরীক্ষে স্থিত) সোমলোকম্ (সোমলোকে) উন্নীয়তে (লইয়া যায় অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাহার সোমলোকে গমন [সৌম্য-জন্ম] হইয়া থাকে) সঃ সোমলোকে (সেই সাধক সেই সোম-লোকে) বিভূতিম্ (নানা ঐশ্বর্য্য) অনুভূয় (ভোগ করিয়া) পুনঃ আবর্ত্ততে (আবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে) ॥৪॥

অনুবাদ—আর যে সাধক প্রণবের দ্বিমাত্রা বিভাগ জানিয়া দ্বিমাত্রবিশিষ্ট ওঙ্কারকে ব্রহ্মভাবে ধ্যান করে, সে সোমদেবতাক

যজুর্ময় মনে আত্মভাব প্রাপ্ত হয়। যজুর্ব্বেদগুলি সেই সাধককে মৃত্যুর পর সোমদেবতার আধার অন্তরিক্ষলোকে লইয়া যায়, সে তথায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পুণ্যাবসানে মনুষ্যলোকে পুনরায় আগমন করে ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ……সম্পদ্যতে ॥ দ্বিমাত্রেণাপরব্রহ্মবাচকেন প্রণবেন যস্য মনস্তপরব্রহ্মধ্যানং সম্পদ্যতে। সো……লোকম্ ॥

অন্তরিক্ষাশ্রিতসোমলোকং দ্বিমাত্রোপাসকঃ পুমান্‌যজুর্ম্মন্ত্রৈরুন্নীয়তে। অত্রান্তরিক্ষসোমলোকশব্দ উর্ধ্বমাত্রোপলক্ষক আমুষ্মিকমাত্রপরঃ। অত-ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণভাষ্যে যদপরং কার্য্যং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদৈহিকামু-ষ্মিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্যৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকমনুষ্যলোক-প্রাপ্তিফলমভিধায় দ্বিমাত্রমুপাসীনানামামুষ্মিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং ফলং চাভিধায়েতেত্যুক্তম্। স……পুনরাবর্ত্ততে ॥

অমুষ্মিন্নৈশ্বর্য্যমনুভূয় তৎপুণ্যাবসানে পুনরাবর্ত্ততে ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ পুনর্যদি সাধকঃ প্রণবস্য দ্বিমাত্রবিভাগজ্ঞো-দ্বিমাত্রেণ মাত্রাদ্বয়েন বিশিষ্টমোঙ্কারং ব্রহ্মধিয়োপাসীত তর্হি স মনসি যজুর্ব্বেদময়ে সোমদৈবত্যে সম্পদ্যতে একাগ্রতয়া অপরব্রহ্মভাবঃ সম্পদ্যতে স উপাসকো মৃতঃ সন্ সোমলোকং গচ্ছতি তত্র চ ঐশ্বর্য্যমনু-ভূয় তৎপুণ্যাবসানে পুনর্ম্মর্ত্ত্যলোকমাগচ্ছতি। উপাসিতানি যজূংষি তং সাধকম্ অন্তরিক্ষং সোমাধারভূতম্ সৌম্যং জন্ম ইত্যর্থঃ প্রাপয়ন্তি তথাচ শ্রুতিঃ 'ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনোযজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং প্রপদ্য' ইতি মনসো যজুষ্ট্বমাহ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—যদি ওঙ্কার-ধ্যানকারী সাধক ত্রিমাত্রার জ্ঞানের অভাবে দুইমাত্রাবিশিষ্ট অকার ও উকারস্বরূপ ওঁকারের চিন্তা করেন, তিনি

যজুর্ব্বেদ দ্বারা অন্তরীক্ষস্থিত সোমলোকে নীত হন। বিনাশশীল সেই লোকে নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্য উপভোগ করতঃ পুণ্যক্ষয়ে অর্থাৎ পুণ্যের ফলভোগাবসানে পুনরায় মনুষ্যলোকে আগমন করিয়া থাকেন ॥৪॥

শ্রুতিঃ—যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ, স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং, স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে। তদেতৌ শ্লোকৌ ভবতঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—যঃ পুনঃ (আর যে উপাসক) এতং (এই ওঙ্কারকে) ত্রিমাত্রেণ (ত্রিমাত্রাবিষয়কবিজ্ঞানবিশিষ্ট জানিয়া তাহার প্রতীকস্বরূপ) 'ওম্' ইত্যেতেনৈব অক্ষরেণ ('ওম্' এই মন্ত্রস্বরূপ) [এতং] পরং পুরুষং (সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরব্রহ্মকে) অভিধ্যায়ীত (উপাসনা করে অর্থাৎ ত্রিমাত্রা ওঙ্কারকেই আলম্বন করিয়া আছে মনে করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করে) সঃ (সেই উপাসক) তেজসি সূর্য্যে (তৃতীয় মাত্রাস্বরূপ সূর্য্যে) সম্পন্নঃ (সঙ্গত হয়) [এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—] যথা পাদোদরঃ (যেমন সর্প) ত্বচা (চর্ম্মদ্বারা—খোলোশদ্বারা) বিনির্ম্মুচ্যতে (পরিত্যক্ত হয়) এবং হ বৈ (ঠিক এইপ্রকার) সঃ (সেই ত্রিমাত্রোপাসক) পাপ্মনা (পাপ হইতে) বিনির্ম্মুক্তঃ (মুক্ত হইয়া যায়) সঃ (তিনি) সামভিঃ (তৃতীয় মাত্রারূপ সামমন্ত্রসমূহের দ্বারা) ব্রহ্মলোকম্ (ব্রহ্মলোকে, বৈকুণ্ঠে) উন্নীয়তে (উন্নীত হন, নীত হন), সঃ (সেই উপাসক) জীবঘনাৎ (সর্ব্বজীবাভিমানী) এতস্মাৎ (এই চতুর্ম্মুখ হইতে) পরাৎপরং (পরাৎ-পরতত্ত্ব) পুরিশয়ং (নবদ্বারযুক্ত জীবদেহমাত্রে অনুপ্রবিষ্ট) পুরুষম্

(পরমপুরুষকে) ঈক্ষতে (দর্শন করে অর্থাৎ ওঙ্কারকে পরব্রহ্মরূপে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ দর্শন করে), তৎ (সেই বিষয়ে) এতৌ (বক্ষ্যমাণ এই দুইটি) শ্লোকৌ (মন্ত্র) ভবতঃ (আছে) ॥৫॥

অনুবাদ—যে সাধক সেই ওঙ্কারকে ত্রিমাত্রার বিষয় জ্ঞান করিয়া সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পরমাত্মাই প্রণব এই বোধে উপাসনা করে, সেই ধ্যানকারী মৃত্যুর পর তৃতীয় মাত্রাস্বরূপ সৌরমণ্ডলে সম্পন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, আর তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, যেহেতু সে অর্জ্জিত সমস্ত পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন সর্প তাহার পুরাতন চর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে, সেইপ্রকার সেই ত্রিমাত্রোপাসকও অর্জ্জিত সমস্ত পাপ ও পুণ্য নির্ম্মুক্ত হইয়া নূতন তেজোময় চিন্ময় মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। সামবেদস্বরূপ ত্রিমাত্রার ধ্যানহেতু সে ব্রহ্মলোকে উন্নীত হয়, পরে সর্ব্বজীবাভিমানী চতুর্ম্মুখ হইতে পরাৎপর সর্ব্বজীব-দেহান্তর্ব্বর্ত্তী পরমব্যোমস্থিত পুরুষোত্তমকে সাক্ষাৎ করে। এ বিষয়ে দুইটি মন্ত্রও কথিত আছে ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—যঃ······পুরুষমভিধ্যায়ীত।

যস্তেকমাত্রদ্বিমাত্রত্বদশায়ামর্ব্বাচীনফলসাধনেনৈতেনৈবাক্ষরেণ—পরমাত্মানমভিধ্যায়তি (য়ীত)। আভিমুখ্যেন ধ্যায়তি নিরন্তরং ধ্যায়তীত্যর্থঃ। স······ব্রহ্মলোকম্।

স উপাসকস্তেজোমণ্ডলে সূর্য্যে সংগতঃ সন্নুদরমেব পাদো যস্য স পাদোদরঃ সর্প ইতি যাবৎ। যথা সর্পো জীর্ণয়া ত্বচা বিনির্ম্মুক্তো-ভবত্যেবং পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ সন্‌ভগবল্লোকং বৈকুণ্ঠং সামভির্গীতি-প্রধানৈর্ম্মন্ত্রৈরুন্নীয়তে। অত্র ব্যাসার্য্যৈঃ—স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্ত ইতি

তচ্ছব্দানন্তরশ্রবণাৎসসামভিরিত্যেকপদমাশ্রিত্য সামগানসহিতৈরিতি বা সান্ত্বচনসহিতৈঃ পুরুষৈরিতিবাঽর্থ ইতি বর্ণিতম্।

এতস্মাৎ......ঈক্ষতে ॥ ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণে যস্য হি কর্ম্মনিমিত্তং দেহিত্বং স জীবঘন ইত্যুচ্যতে। চতুর্ম্মুখস্যাপি তচ্ছ্রূয়তে। যো-ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বমিতি ভাষ্যোক্তেঃ। জীবঘনশব্দেন সংসার-মণ্ডলমুচ্যতে। 'মূর্ত্তৌ ঘনঃ' [পাঃ ৩।৩।৭৭] ইতি কাঠিন্যশব্দিতমূর্ত্তৌ ঘনশব্দস্য নিপাতিতত্বাৎ। দেহদ্বারত্বাদাত্মনি কাঠিন্যস্য। ঘনশব্দো-দেহিপর এব। তস্মাৎপরঃ পরিশুদ্ধাত্মা তস্মাদপি পরভূতং পুরিশয়ং পূঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বগুহাশয়স্যেতি সর্ব্বেষু প্রাণিষন্তরাত্মতয়া শয়ানম্—

ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
নিরুপাধী চ বর্ত্তেতে বাসুদেবে সনাতনে ॥

ইতি নিরুপাধিকপুরুষশব্দবাচ্যং ভগবন্তং বাসুদেবমক্ষিত ইত্যর্থঃ। অত এব স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকশব্দস্য চতুর্ম্মুখলোকপরত্বশঙ্কা-ব্যুদস্তা। চতুর্ম্মুখগতানাং পরবাসুদেবেক্ষণাসংভবাদিতি দ্রষ্টব্যম্।

তদেতৌ......ভবতঃ ॥ তদোংকারধ্যানমধিকৃত্য বক্ষ্যমাণৌ শ্লোকৌ প্রবৃত্তাবিত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অথ ত্রিমাত্রাবিষয়জ্ঞানপূর্ব্বকমুপাসকস্য গতি-মাহ—যঃ পুনঃ (অথ যঃ উপাসকঃ) এতমোঙ্কারং ত্রিমাত্রেণ অকারো-কারমকারাত্মক-ত্রিমাত্রাযুক্তেন প্রণবেন পরং পুরুষং পরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়ীত ত্রিমাত্রোপলক্ষিতঃ প্রণবোহি পরমেশ্বরস্য বাচকঃ স সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী এবং ধ্যায়ন্নুপাসীত ওঙ্কারমেব পরং ব্রহ্ম উপাসীত, স তৃতীয়মাত্রারূপে সৌরমণ্ডলে সম্পন্নো ভবতি প্রতিষ্ঠিতো ভবতি বিশেষেণ তিষ্ঠতি মৃত্যোঃ পরং ন স পুনরাবর্ত্ততে। এবং হ বৈ এষ-হি অত্র দৃষ্টান্তঃ, কীদৃশঃ? যথা পাদোদরঃ উদরমেব পাদা যস্য স সর্প ইতি যাবৎ ত্বচা জীর্ণেন চর্ম্মণা বিনির্ম্মুক্তঃ পরিহৃতো ভবতি, এব-

মসৌ অর্জ্জিতেন পাপ্মনা পাপেন বিনির্ম্মুক্তঃ পাপহীনো ভবতি তেন-তস্য ইহ পুনরাগমনশঙ্কা নাস্তি ইতি সূচিতম্, সামভিঃ প্রাণরূপৈঃ পরব্রহ্মরূপেণ ধ্যাতৈঃ ত্রিমাত্রারূপৈঃ উর্দ্ধং ব্রহ্মলোকম্ উন্নীয়তে প্রাপ্যতে, ব্রহ্মণশ্চতুর্ম্মুখস্য লোকোহি জীবঘনঃ জীবৈঃ পূর্ণঃ যতশ্চতুর্ম্মুখঃ সর্ব্বজীবাভিমানী। তস্মাৎ পরাৎ ব্রহ্মণ-ইন্দ্রাদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠাৎ পরং শ্রেষ্ঠং পরমেশ্বরাখ্যং নারায়ণং, কীদৃশং ? পুরিশয়ং পুরি জীবশরীরে অনুপ্রবিষ্টং পশ্যতি ত্রিমাত্রমোঙ্কারং ধ্যায়ন্ ভগবৎস্বরূপমীক্ষতে। এতস্মিন্নর্থে অনন্তরংবক্ষ্যমাণৌ মন্ত্রৌ বর্ত্তেতে ॥৫॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, যিনি ওঙ্কারকে ত্রিমাত্রাযুক্ত পরমেশ্বরের প্রতিনিধিরূপ বাচক নাম বিচার পূর্ব্বক এই অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যমণ্ডলে সম্পন্ন হন অর্থাৎ উপনীত হন। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, সর্প যেরূপ ত্বক্—খোলস হইতে মুক্ত হয়, পরমপুরুষ ধ্যানকারী তিনি সেইরূপ পাপ হইতে মুক্ত হন। তৃতীয়মাত্রারূপ সামবেদ দ্বারা তিনি সূর্য্যলোক হইতে ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া থাকেন। তিনি তথায় এই জীবঘন অর্থাৎ সর্ব্বজীবাভিমানী চতুর্ম্মুখ হইতে পরাৎপর সর্ব্বান্তর্যামী পরব্যোমপুরস্থ শ্রীনারায়ণকে দর্শন করেন অর্থাৎ লাভ করেন। তদ্বিষয়ে এই দুইটি মন্ত্র কথিত হয়, যাহা পরে উক্ত হইতেছে ॥৫॥

শ্রুতিঃ—তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্তা-
অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।
ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু
সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—তিস্রঃ (অকার, উকার ও মকার লইয়া তিন সংখ্যক) মাত্রাঃ (ওঙ্কারের মাত্রা পৃথক্ পৃথক্ গ্রহণ করিলে)

মৃত্যুমত্যঃ (তাহারা মৃত্যুর গ্রাস হইতে অব্যাহতি দেয় না, অর্থাৎ মৃত্যুযুক্ত করে) [কিরূপ ? কোন্ মাত্রাগুলি ?] প্রযুক্তাঃ (যেগুলি ধ্যানক্রিয়ায় বিনিযুক্ত হইয়াছে) [এবং] অন্যোঽন্যসক্তাঃ (পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট) [কিন্তু] অনবিপ্রযুক্তাঃ (অত্যন্ত দ্রুত উচ্চারণহেতু, পরস্পর সংশ্লিষ্টরূপে এবং অত্যন্তকাল-ব্যবধানে কিংবা অত্যন্ত বিযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইয়াছে, তাহারা মৃত্যুর কারণ হয়) বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু ক্রিয়াসু (ধ্যানকালে বাহ্য, আভ্যন্তর ও মধ্যমাত্মক জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অনুভবকারী পুরুষের ধ্যানরূপ যোগক্রিয়াতে) সম্যক্-প্রযুক্তাসু (যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে) জ্ঞঃ (ওঙ্কারের যথোক্ত জ্ঞানসম্পন্ন যোগী) ন কম্পতে (ফল হইতে ভ্রষ্ট হয় না) [ইহার কারণ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিস্থান-অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামী ও পুরুষধ্যানকারী ব্যক্তি ওঙ্কারের সহিত অভিন্ন পরমাত্মদর্শনকারী হইয়া থাকে] ॥৬॥

অনুবাদ—ওঙ্কারের অকার, উকার ও মকার তিনটি মাত্রা আছে,—তাহারা পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণকারীকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করে না, ইহারা আত্মধ্যানে প্রযুক্ত হইয়া যদি পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় এবং বিশেষতঃঃ এক এক বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আশ্রয়ভূত পুরুষের অনুভবকারীর ওঙ্কাররূপে ধ্যানরূপ যোগক্রিয়া সমূহ যথাযথভাবে ধ্যানকালে প্রযোজিত হইলে যোগী বিচলিত হন না অর্থাৎ সেই পুরুষ সর্ব্বাত্মভূত পরমেশ্বর ও ওঙ্কারময় পরমাত্মদর্শন হইতে বিচ্যুত হন না ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তিস্রো······যুক্তাঃ ।

অবিপ্রযুক্তা ন ভবন্তীত্যনবিপ্রযুক্তাঃ। বিপ্রযুক্তা অত্যন্তদ্রুতোচ্চারণেনান্যোন্যসক্ততয়াঽতিবিপ্রকৃষ্টকালতয়াঽত্যন্তবিপ্রযুক্ততয়া বা প্রযুক্তা-

স্তিস্রো মাত্রা মৃত্যুমত্যো মৃত্যুপ্রদা অনর্থাবহা ইতি যাবৎ। মৃত্যু-মত্য (?) ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। ক্রিয়া……জ্ঞঃ।

যজ্ঞাদিকা বাহ্যাঃ ক্রিয়া আন্তরা মানসক্রিয়া মধ্যমা বাচিকজপ-রূপাঃ। আসু ক্রিয়াসু তিসৃষু মাত্রাসু সম্যগত্যন্তসংযোগবিয়োগমন্তরেণ প্রযুক্তাসু সতীষু সুজ্ঞস্তস্য যোগাভিজ্ঞঃ পুমান্ন কম্পতে। ফলান্ন চ্যবত-ইত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—ওঙ্কারধ্যানে বিশেষমাহ—ধ্যেয়স্য ওঙ্কারস্য তিস্রো মাত্রাঃ অকারোকারমকারাত্মিকাস্তিস্রঃ, মাত্রা অংশা ইতি যাবৎ, তাঃ খলু প্রযুক্তাঃ আত্মনোধ্যানক্রিয়াসু প্রযুক্তাঃ পৃথক্ত্বেন গৃহীতাঃ ধ্যাতাঃ মৃত্যুমত্যঃ মরণবিশিষ্টা মৃত্যুগোচরা ভবন্তি, কীদৃশ্যঃ ? অন্যোঽন্য-সক্তাঃ—পরস্পরং সম্বদ্ধাঃ, তথা অনবিপ্রযুক্তাঃ বিপ্রযুক্তাঃ বিচ্ছিন্নাঃ পরস্পরসম্বন্ধরহিতাঃ তা যদি ন ভবন্তি তর্হি অবিপ্রযুক্তা ভবন্তি, ন অবিপ্রযুক্তাঃ অর্থাৎ বিশেষেণৈকৈকস্মিন্ বিষয় এব প্রযুক্তাঃ যদি ভবন্তি তর্হি মৃত্যুগোচরা এব। তর্হি কিং কর্ত্তব্যম্? বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু বাহ্যক্রিয়া জাগ্রদ্দশা, আভ্যন্তরক্রিয়া স্বপ্নাবস্থা, মধ্যমা সুষুপ্ত্যাখ্যা তাসাং স্থানপুরুষাভিধ্যানরূপাসু, ক্রিয়াসু যোগক্রিয়াসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু যথাবিধি অনুষ্ঠিতাসু সতীষু, জ্ঞঃ তত্ত্বজ্ঞঃ, তাদৃশধ্যানকারীত্যর্থঃ, ন কম্পতে ন বিচলতি, যস্মাৎ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তপুরুষাঃ সহ স্থানৈর্মাত্রা-ত্রয়রূপেণ ওঙ্কারাত্মনা তা মাত্রা দৃষ্টা অতো বিচলনং ন সম্ভবেৎ ॥৬॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে বলিতেছেন যে, ওঙ্কারের তিনটি মাত্রা অর্থাৎ অকার, উকার ও মকার—এই মাত্রাত্রয় মৃত্যুগোচর। অর্থাৎ এই তিন মাত্রার কোনটিই পৃথক্ পৃথক্ ধ্যানকারীর মৃত্যু বারণ করিতে পারে না। কিন্তু উহারা যদি সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আশ্রয়ভূত পুরুষের ধ্যানরূপ ক্রিয়া-

সমূহে পরস্পর সম্বদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রযুক্ত হয়। তাহা হইলে ওঙ্কারতত্ত্বজ্ঞ সাধক বিচলিত হন না।

যজ্ঞাদি বাহ্যক্রিয়াতে, আন্তর মানসক্রিয়াতে এবং বাচিক জপরূপ মধ্যমাক্রিয়াতে তিন মাত্রা যদি সম্যগনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ অত্যন্ত সংযোগবিয়োগরহিতভাবেই যদি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে যোগাভিজ্ঞ পুরুষের ফল হইতে চ্যুতি ঘটে না ॥৬॥

শ্রুতিঃ—ঋগ্‌ভিরেতং যজুর্ভিরন্তরিক্ষং
সামভির্যত্তৎ কবয়ো বেদয়ন্তে।
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্
যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি ॥৭॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই মন্ত্রে প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের সমস্ত বক্তব্য কথিত হইতেছে—] ঋগ্‌ভিঃ (ঋগ্‌বেদময় প্রণবের প্রথম মাত্রা দ্বারা) এতং [লোকং] (এই মনুষ্যলোক) [প্রাপ্ত হয়] যজুর্ভিঃ (যজুর্ব্বেদময় প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রার উপাসনায়) অন্তরিক্ষং (সোমাধিষ্ঠিত লোক) [চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়] সামভিঃ—(সামবেদস্বরূপ প্রণবের তিন মাত্রার ধ্যানে) যৎ (যাহা—ব্রহ্মলোক) তৎ (তাহা) কবয়ঃ (তত্ত্বজ্ঞগণ) বেদয়ন্তে (অধিগত হন) তম্ (সেই তিন প্রকার লোক) ওঙ্কারেণ (এক ত্রিমাত্র-ওঙ্কাররূপ) আয়তনেন এব (সাধনদ্বারাই) বিদ্বান্ (বিবেকী সাধক) অন্বেতি (প্রাপ্ত হন); [কীদৃশ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন?] যৎ তৎ (যাহা সর্ব্বোত্তম অক্ষর ব্রহ্ম) [যাহা] শান্তম্ (জাগ্রৎ প্রভৃতি তিনদশারহিত) [অতএব] অজরং (জরাবর্জ্জিত)

অমৃতম্ (মৃত্যুহীন) [এইজন্য] অভয়ং (ভয়রহিত) [সেজন্য] পরম্ চ (সর্ব্বোত্তম সেই ব্রহ্মকে) [বিদ্বান্—ওঙ্কার-উপাসনাভিজ্ঞ] অন্বেতি (প্রাপ্ত হন) ॥৭॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমপ্রশ্নস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—ঋগ্‌বেদস্বরূপ প্রণবের প্রথমমাত্রার উপাসক এই মনুষ্যলোকে অচিরকাল মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মাত্রাত্মক যজুর্ব্বেদের উপাসনায় সোমাধিষ্ঠিত অন্তরিক্ষলোকে যাইয়া বিভূতি অনুভব করে। সামবেদস্বরূপ প্রণবের উপাসক তত্ত্বজ্ঞবেদ্য সেই পরমধাম প্রাপ্ত হন, যাহা জাগ্রৎ প্রভৃতি দশারহিত, জরা প্রভৃতি বিকারবর্জ্জিত এবং পরমানন্দৈকরস, অতএব নিরতিশয়। ইহা ওঙ্কার সাধনাদ্বারাই পাওয়া যায় ॥৭॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ঋগ্‌ভি······চেতি। ইত্যথর্ব্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ।

কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ, তং 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' ইত্যুক্তরীত্যা সূরয়ো যং লোকং পশ্যন্তি তমোংকারেণৈব মার্গেণান্বেতি। গত্বা চ শান্তিমূর্ত্তিষট্‌করহিতং জরামরণশূন্যমকুতোভয়ং সর্ব্বকারণত্বেন সর্ব্বোৎকৃষ্টং ব্রহ্ম চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অস্য সন্দর্ভস্য পরমাত্মপরত্বং 'ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎসঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।৩।১৩) ইতি সূত্রকারৈঃ প্রত্যপাদি। তদর্থস্তু তদ্ভাষ্য ইত্থমুক্তঃ—আথর্ব্বণিকাঃ সত্যকামপ্রশ্নেঽধীয়তে—'যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেবাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত স তেজসি সূর্য্যে সংপন্নো যথা পাদোদরস্ত্বচা

বিনির্ম্মুচ্যতে। এবং হ বৈ স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ সন্ সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্। স (?) এতস্মাজ্জীবঘনাৎপরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে' ইতি। অত্র ধ্যায়তীক্ষতিশব্দাবেকবিষয়ৌ। ধ্যানফলত্বাদীক্ষণস্য। যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষ ইতি ন্যায়েন ধ্যানবিষয়স্যৈব প্রাপ্যত্বাৎপরমপুরুষমিত্যুভয়ত্র কর্ম্মভূতস্যার্থস্য প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ। তত্র সংশয্যতে কিমিহ পরমপুরুষমিতি নির্দ্দিষ্টো জীবসমষ্টিরূপোঽণ্ডাধিপতিশ্চতুর্ম্মুখ উত সর্ব্বেশ্বরঃ পুরুষোত্তম ইতি। কিং যুক্তম্। সমষ্টিক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। কুতঃ? 'স যো হ বৈতদ্ভগবন্মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোংকারমভিধ্যায়ীত' 'কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি প্রক্রম্যৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্য মনুষ্যলোকপ্রাপ্তিমভিধায় দ্বিমাত্রমুপাসীনস্যান্তরিক্ষলোকপ্রাপ্তিমভিধায় ত্রিমাত্রমুপাসীনস্য প্রাপ্যতয়াঽভিধীয়মানো ব্রহ্মলোকোঽন্তরিক্ষাৎপরো জীবসমষ্টিরূপস্য চতুর্ম্মুখস্য লোক ইতি বিজ্ঞায়তে। তদ্গতেন বীক্ষ্যমাণস্তল্লোকাধিপশ্চতুর্ম্মুখ এব। এতস্মাজ্জীবঘনাৎপরাৎপরমিতি চ দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরাদ্দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ ঘনীভূতজীবব্যষ্টিপুরুষাদ্ব্রহ্মলোকবাসিনঃ সমষ্টিপুরুষস্য চতুর্ম্মুখস্য পরত্বেনোপপদ্যতে। অতোঽত্র নির্দ্দিশ্যমানঃ পরঃ পুরুষঃ সমষ্টিপুরুষশ্চতুর্ম্মুখ এব। এবং চতুর্ম্মুখত্বে নিশ্চিতেঽজরত্বাদয়ো যথাকথংচিন্নেয়া ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ স ইতি। ঈক্ষতিকর্ম্ম পরমাত্মা। কুতো? ব্যপদেশাৎ। ব্যপদিশ্যতে হীক্ষতিকর্ম্ম পরমাত্মত্বেন। তথা হীক্ষতিকর্ম্মবিষয়তয়োদাহৃতে শ্লোকে তমোংকারেণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্যত্তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি। পরং শান্তমজরমভয়মমৃতমিতি পরমাত্মন এবৈতদ্রূপম্। এতদভয়মেতদমৃতমেতদ্ব্রহ্মেত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। এতস্মাজ্জীবঘনাৎপরাৎপরমিতি চ পরমাত্মন এব ব্যপদেশো ন চতুর্ম্মুখস্য। তস্যাপি জীবঘনশব্দগৃহীতত্বাৎ। যস্য হি কর্ম্মনিমিত্তং দেহিত্বং স জীবঘন ইত্যুচ্যতে। চতুর্ম্মুখস্যাপি তচ্ছ্রূয়তে।

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বমিত্যাদৌ। যৎপুনরুক্তমন্তরিক্ষলোকস্থো-পরিনির্দ্দিশ্যমানো ব্রহ্মলোকচতুর্ম্মুখলোক ইতি প্রতীয়ত ইতি। তত্র-স্থশ্চতুর্ম্মুখ ইতি। তদযুক্তম্। যত্তচ্ছান্তমজরমভয়মিত্যাদিনা ঈক্ষতি-কর্ম্মণঃ পরমাত্মত্বে নিশ্চিতে সতীক্ষিতুঃ স্থানতয়া নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো-ন ক্ষয়িষ্ণুশ্চতুর্ম্মুখলোকো ভবিতুমর্হতি। কিঞ্চ যথা পাদোদরস্ত্বচা বিনির্ম্মুচ্যত এবং ব্রহ্মৈব স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকমিতি সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তস্য প্রাপ্যতয়োচ্যমানং ন চতুর্ম্মুখ-স্থানম্। অত এব চোদাহরণশ্লোক ইমমেব ব্রহ্মলোকমধিকৃত্য শ্রূয়তে —'যত্তৎকবয়ো বেদয়ন্ত' ইতি। কবয়ঃ সূরয়ঃ। সূরিভির্দৃশ্যং চ বৈষ্ণবং পদমেব 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' ইত্যেবমাদিভ্যঃ। ন চান্তরিক্ষাৎপরশ্চতুর্ম্মুখলোকো মধ্যে স্বর্গলোকা-দীনাং সম্ভাবাৎ। অত এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোংকারস্তস্মাদ্বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমন্বেতীতি প্রতিবচনে যদ-পরং কার্য্যং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং তদৈহিকামুষ্মিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্যৈক-মাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকং মনুষ্যলোকাবাপ্তিরূপং ফলমভিধায় দ্বিমাত্রমুপাসীনানামামুষ্মিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং দ্বিতীয়মাত্রবিজ্ঞানফলং চাভিধায়ত্রিমাত্রেণপরব্রহ্মবাচিনা প্রণবেন পরমপুরুষং ধ্যায়তাং পরমেব ব্রহ্ম প্রাপ্যতয়োপদিশতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্। অত ঈক্ষতিকর্ম্ম পরমাত্মেতি ॥৭॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমপ্রশ্নস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—মন্ত্রোঽয়ং সঙ্ক্ষেপেণ শ্রুত্যর্থং প্রতিপাদয়তি —ঋগ্ভিঃ—প্রণবস্য প্রথমমাত্রাখলু ঋঙ্মন্ত্রস্বরূপা, তদ্ধ্যানস্য ফলং

মনুষ্যলোক-প্রাপ্তিঃ, কীদৃশঃ মনুষ্যলোকঃ ? যত্র তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়াচ সম্পন্নোভূত্বা উপাসকো মহিমানমনুভবতি। যজুর্ভিঃ যজুর্ব্বেদস্বরূপৈঃ প্রণবস্য দ্বিমাত্রোপাসকঃ, অন্তরিক্ষমন্তরিক্ষাশ্রিতং সোমলোকং প্রপদ্যতে। স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ইত্যুক্তম্। অথ সামরূপেণ প্রণবস্য ত্রিমাত্রেণ পরং পুরুষং ধ্যায়ন্ কবিভির্ব্বেদ্যং ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি অত ওঙ্কারেণায়তনেনাবলম্বনেন পরব্রহ্মলক্ষণং পদমন্বেতি অনুগচ্ছতি। কীদৃশং তৎ ? যৎ পরং শ্রেষ্ঠং, অক্ষরং ব্রহ্ম, নেদং চতুর্ম্মুখরূপং কিন্তু পরব্রহ্মাত্মকং, কুতঃ ? যস্তৎকবয়ো বেদয়ন্তে, কবয়ঃ ওঙ্কার-তত্ত্বজ্ঞাঃ তেষামেব দৃশ্যং বৈষ্ণবংধাম তথাচ শ্রুতিঃ 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' ইতি, তদেতৎ শান্তম্ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদিবিশেষ-প্রপঞ্চরহিতম্, অতএবাজরং জরা ইত্যুপলক্ষণম্ প্রাকৃত-দেহবিকারবর্জ্জিতম্। অমৃতমানন্দৈকরসম্ মরণশূন্যং বা অতএবাভয়ম-দ্বিতীয়ং 'ভয়ং বৈ দ্বিতীয়াদ্ভবতী'তি শ্রুতেঃ। অতএব পরং নিরতিশয়ম্ পরাৎপরম্ এতদেব ত্রিমাত্রেণোঙ্কারেণ সাধনেনান্বেতি ॥৭॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমপ্রশ্নস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী'-নাম্নী টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান শ্রুতিমন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রের ভাব সংক্ষেপে বর্ণন পূর্ব্বক শিবিপুত্র সত্যকাম মুনির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। শিবিপুত্র মহর্ষি পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ওঙ্কারের উপাসনা দ্বারা মনুষ্য কোন্ লোক প্রাপ্ত হন ? তদুত্তরে মহর্ষি বলিয়াছিলেন যে, ওঙ্কার পর ও অপর ব্রহ্ম—উভয় স্বরূপ, সুতরাং ওঙ্কারের ভাববিশেষের উপাসনা দ্বারা তদুভয়ের একতরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারই সারার্থ

এইরূপ বর্ণিত হইতেছে যে, ওঙ্কারের একমাত্রা অর্থাৎ অকার মাত্রায় বিজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনার দ্বারা ঋঙ্‌মন্ত্র দ্বারা প্রাপ্য মনুষ্যলোক সত্বর প্রাপ্ত হন, যেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা-সমন্বিত হইয়া মহিমানুভব করেন। আর দ্বিমাত্রা অর্থাৎ অকার ও উকার মাত্রাদ্বয়বিশিষ্ট ওঙ্কারের বিজ্ঞানপূর্ব্বক উপাসনার দ্বারা যজুর্ব্বেদমন্ত্র-প্রাপ্য অন্তরীক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সোমলোক বা চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্যলোকে প্রত্যাগমন করেন, আর যিনি ওঙ্কারের ত্রিমাত্রা অর্থাৎ, অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কারের বিজ্ঞানপূর্ব্বক অক্ষর পুরুষের উপাসনা সহকারে পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি সামবেদদ্বারা প্রাপ্য ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন। তথায় পরব্রহ্ম শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ এস্থলে 'ব্রহ্মলোক' বলিতে সর্ব্বজীবাভিমানী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক বুঝিতে পারেন কিন্তু তাহা যে হইবে না, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্যই সেই ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ বর্ণনে ষষ্ঠমন্ত্র বলিতেছেন যে, সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শান্ত, অজর, অমৃত, অভয় ও পরম। যাহা একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিশেষণ হইতে পারে, কার্য্যব্রহ্ম বা অপর-ব্রহ্মে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় অবতরণিকা-গোবিন্দভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন যে, প্রশ্নোপনিষদের এই মন্ত্রের এই ধ্যান ও দর্শন ক্রিয়ার কর্ম্ম অর্থাৎ যাঁহাকে ধ্যান করে, যাঁহাকে দর্শন করে, এই ধ্যান ও দর্শনের বিষয়ীভূত তিনি কে? চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা? না, পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণ? তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী বলেন—ঐ পুরুষ-শব্দবাচ্য চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই বলিব, কারণ প্রশ্নোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, একমাত্রাসম্পন্ন প্রণবকে উপাসনা করিলে মনুষ্যলোক, দ্বিমাত্র প্রণবের উপাসনাকারীর অন্তরীক্ষলোক-

লাভরূপ ফল বলিয়া শেষে ত্রিমাত্র প্রণবের উপাসকের ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। সেই যে লোক—উহা লোকক্রম-হিসাবে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোকই মনে করিতে হইবে। যুক্তি এই—সেইখানে থাকিয়া যাঁহাকে দর্শন করে, তিনি তাঁহাই হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মার লোকে গিয়া দর্শনকারী দর্শনীয় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই হইবেন। এই পূর্ব্বপক্ষীয় যুক্তি নিরসন পূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রকার ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন—"ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ" (বেঃ সূঃ ১।৩।১৩)। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন—"স পুরুষোত্তম-এব ঈক্ষতিকর্ম্ম দর্শনবিষয়ঃ। কুতঃ? ব্যপদেশাৎ। "তমোঙ্কারে-ণৈবায়তনেনান্বেতি বিদ্বান্ যৎ তচ্ছান্তমজরমমৃতমভয়ং পরং পরায়ণং চ" (প্রশ্নঃ উঃ ৫।৭) ইতি ব্রহ্মধর্ম্মনির্দ্দেশাৎ। তদেবং নির্ণীতে ব্রহ্ম-লোকশব্দোঽপি নিষাদস্থপত্যধিকরণন্যায়েন শ্রীবিষ্ণুলোকস্য বাচকঃ সিদ্ধ্যতি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"অভ্যাসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥" (ভাঃ ২।১।১৭)

অর্থাৎ অকার, উকার, মকার এই তিন অক্ষর গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে অভ্যাস করিবেন।

আরও পাই,—

"তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি॥" (ভাঃ ২।১।১৯)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"
(গীঃ ৮।১৩)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যেও পাই,—

" 'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতের উৎপত্তি॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ৬।১৭৪)

" 'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর-স্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২৮)

প্রণবের অর্থেও পাই,—

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকনায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥"

(ভক্তিসন্দর্ভ) শ্রুতৌ—"ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদু-চ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইতি।"

(ভগবৎসন্দর্ভে)—"অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারো-হয়মিতি তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব।"

মাণ্ডুক্যে—"ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বং ওমিতেতদক্ষরমিদং সর্ব্বম্"
"সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।"
"ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জনঃ।"

শ্রীভগবান্ যেরূপ সর্ব্বময় ও সর্ব্বাত্মক, ভগবদভিন্ন-মূর্ত্তি ওঙ্কারও সর্ব্বময় ও সর্ব্বাত্মক। সুতরাং সাধক যে ভাব লইয়া ওঙ্কারের উপাসনা করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ তাঁহাকে তাহাই দিয়া থাকেন। এজন্যই ওঙ্কারোপাসনার বিভিন্ন ফল শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু মুখ্যফল ভগবৎপ্রাপ্তি ॥৭॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নের 'তত্ত্বকণা'-
নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রশ্নোপনিষৎ

ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ

শ্রুতিঃ—অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্!
হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো রাজপুত্রো মামুপেত্যৈতং
প্রশ্নমপৃচ্ছত—"ষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং বেত্থ?"
তমহং কুমারমব্রুবম্—"নাহমিমং বেদ, যদ্যহমিমম-
বেদিষং কথং তে নাবক্ষ্যম্?" ইতি। "সমূলো বা এষ
পরিশুষ্যতি যোহনৃতমভিবদতি, তস্মান্নার্হাম্যনৃতং
বক্তুম্"। স তূষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ।
তং ত্বা পৃচ্ছামি—"ক্বাসৌ পুরুষ?" ইতি ॥১॥

অন্বয়ানুবাদ—[পূর্ব্বে চতুর্থ প্রশ্নে বলা হইয়াছে,—এই কার্য্য-কারণাত্মক জগৎ বিজ্ঞানাত্মার সহিত সুষুপ্তিকালে পরব্রহ্মে লীন হয়, সুতরাং ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রলয়কালে সেই কারণ-কারণেই জগৎ লীন থাকে, পরে সৃষ্টিদশায় তাহা হইতেই অভিব্যক্ত হয়। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'আত্মন এব প্রাণো জায়তে' পরমাত্মা হইতে এই প্রাণ জন্মায়, অতএব পরমাত্মাই প্রাণের কারণ, তাহা না হইলে কারণ ভিন্নে কার্য্যের সম্প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। আবার ইহাও সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধান্ত যে, জগতের যাহা মূল তাঁহার পরিজ্ঞান মুক্তির কারণ, সেই অক্ষর পুরুষের জ্ঞানের জন্য এই প্রশ্নাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে, এ-বিষয়ে আখ্যায়িকাও একটি আছে, তাহা বলিয়া প্রশ্নটি

আরব্ধ হইবে। অতীত ঘটনার পুনরুল্লেখ দ্বারা বিজ্ঞানের দুর্লভত্ব প্রতিপাদিত হয়, এইজন্য আখ্যায়িকা বলিতেছেন,—] অথ (অনন্তর) হ (প্রসিদ্ধ) এনম্ (আচার্য্য মহর্ষি পিপ্পলাদকে) ভারদ্বাজঃ সুকেশা পপ্রচ্ছ (ভরদ্বাজ-গোত্রসম্ভূত সুকেশানামক একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিলেন) ভগবন্! (হে সর্ব্ববিদ্ গুরুদেব!) কৌসল্যো-হিরণ্যনাভঃ (কোসলদেশীয় হিরণ্যনাভনামা) রাজপুত্রঃ (এক রাজপুত্র) মাম্ উপেত্য (আমার কাছে আসিয়া) এতং প্রশ্নং (বক্ষ্যমাণ অর্থাৎ আপনাকে আমি যে প্রশ্ন করিব, ইহা) অপৃচ্ছত (জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) [তাহা কিরূপ? হে ভরদ্বাজ!] ষোড়শ-কলং পুরুষং (ষোলটি অবয়বযুক্ত অর্থাৎ যাহাতে ষোলটি অবয়ব আরোপিত আছে, সেই পুরুষকে) বেত্থ? (জান?) অহম্ তম্ (আমি সেই) কুমারং (রাজপুত্রকে) অব্রুবম্ (উত্তর করিলাম), অহম্ ইমম্ ন বেদ (আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানি না), যদি অহম্ ইমম্ অবেদিষম্ (যদি আমি ইহা জানিতাম) কথং তে (কেন আপনাকে) ন অবক্ষ্যম্? ইতি (না বলিব?) [জানিয়া না বলিলে দোষ এই—] যঃ অনৃতম্ অভিবদতি (যে ব্যক্তি মিথ্যাভূত কথা বলে) এষঃ বৈ (এই ষোড়শকল যেভাবে যাহাতে আছে, তাহার অন্যথাবাদী) সমূলঃ (মূলীভূত পুণ্যের সহিত ও সদ্ বাসনার সহিত) পরিশুষ্যতি (ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্র বিনষ্ট হয়) তস্মাৎ (সে-কারণে) অনৃতং (অসৎ-স্বরূপ, সঠিকভাবে অজ্ঞাততত্ত্ব) বক্তুম্ (বলিতে) ন অর্হামি (আমি পারিব না) সঃ (সেই কৌসল্য রাজপুত্র) তূষ্ণীং (নির্ব্বাক্ হইয়া—মৌনিভাবে) রথম্ আরুহ্য (রথে আরোহণ করিয়া) প্রবব্রাজ (প্রস্থান করিলেন)। [অহং—আমি] ত্বা (আপনাকে) তং (সেই ষোড়শকল পুরুষ-বিষয়ে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) অসৌ পুরুষঃ (ঐ ষোড়শকল পুরুষ) ক (কোথায় থাকেন?) ॥১॥

অনুবাদ—অতঃপর ভরদ্বাজ-গোত্রসম্ভূত সুকেশানামক মুনি আচার্য্য পিপ্পলাদকে বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার কাছে যে প্রশ্ন করিতেছি—এই প্রশ্নই কোসলদেশাধিপতি ক্ষত্রিয় জাতীয় হিরণ্যনাভ-নামক এক রাজকুমার আমার নিকট আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ওহে ভারদ্বাজ! ষোড়শ অবয়ব-সমন্বিত পুরুষকে কি তুমি জান্? আমি তদুত্তরে তাঁহাকে বলিলাম, না যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি তাহা জানি না। সে-বিষয়ে অজ্ঞান অসম্ভব মনে করায় আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম, ওহে রাজপুত্র! যদি কিছুও আপনার প্রষ্টব্য বিষয় জানিতাম তবে কি বলিতাম না? ইহাতে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বুঝিয়া বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য বলিলাম—যে একরকম বিষয়কে অন্যরূপে বুঝায় সে অযথার্থবাদী, এই অযথার্থ বলিলে মূলের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়, সেইজন্য আমি মূঢ়ের মত আপনাকে এই আত্মতত্ত্ব বলিতে পারি না। রাজপুত্রকে এইরূপ বুঝাইয়া দিলে তিনি লজ্জিতভাবে নির্ব্বাক্ হইয়া রথারোহণপূর্ব্বক যেখান হইতে আসিয়াছিলেন তথায় চলিয়া গেলেন। ভগবন! আমি আপনাকে সেই প্রশ্ন করিতেছি। ঐ ষোড়শ-কলাসম্পন্ন আত্মপুরুষ কোথায় অনুসন্ধেয়? ॥১॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ......পপ্রচ্ছ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

ভগব......পৃচ্ছত। হে ভগবন্! হিরণ্যনাভনামা কোসলদেশাধিপতী-রাজপুত্রো মৎসমীপমাগত্যেমং বক্ষ্যমাণং প্রশ্নং কৃতবান্।

কিমিতি—ষোড়শ......ইতি।

হে ভারদ্বাজেতি মাং সংবোধ্য প্রাণাদ্যা নামান্তাঃ ষোড়শ কলাযস্য স ষোড়শকলস্তং পুরুষং জানাসি কিমিত্যর্থঃ।

তমহং······মিতি। তং রাজকুমারমেবমুক্তবান্। ত্বদুক্তং পুরুষমহং ন জানামি। যদ্যহং জানীয়াং কেন হেতুনা রাজকুমারায় যোগ্যায় শিষ্যায় ন কথয়িষ্যামীতি। সমূলো······বক্তুম্।

যোঽনৃতং ব্রূতে স মূলেন সহ সর্ব্বতঃ শুষ্যতি। শ্রেয়োহেতুভূতং পুণ্যং সবাসনং নশ্যতীত্যর্থঃ। অতো মদুক্তে ত্বয়াঽনৃতশঙ্কা ন কার্য্যেতি ভাবঃ। স······ব্রাজ।

প্রকর্ষেণ গতঃ। অনেন স্বল্পলজ্জা সূচিতা। রথেন প্রবব্রাজেত্যনেন তস্য প্রভুত্বং সূচিতং ভবতি। তং······ইতি।

তমেব ষোড়শকলং পুরুষং পৃচ্ছামি—কাসাবিতি। ক্ব প্রদেশে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অত্রাধারভূতদেশপ্রশ্নদ্বারা জীবো বা পরমাত্মা বেতি নির্ণয়ার্থোঽয়ং প্রশ্ন ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তত্ত্বজ্ঞানং হি মুক্তেঃ কারণমিতি সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তঃ। সুষুপ্তিকালে স চ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর এব জাগর্ত্তি অন্যে প্রাণাদয়ো বিজ্ঞানাত্মনা সহ তত্র সম্প্রতিষ্ঠন্তে, সৃষ্ট্যাদৌ জগৎ তত এব অভিব্যজ্যতে ইত্যেতজ্জ্ঞানার্থময়ং প্রশ্ন আরভ্যতে, আখ্যায়িকামুখেন তদ্বিব্রিয়তে। অথ পঞ্চমপ্রশ্নসমাধানাৎ পরং সুকেশানামা ভারদ্বাজঃ ভরদ্বাজ গোত্রাপত্যম্ এনং পিপ্পলাদমৃষিং পৃষ্টবান্ ভগবন্! কৌসল্যঃ কোসলায়াং ভবঃ, হিরণ্যনাভনামা রাজপুত্রঃ জাতিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ, স মাম্ উপেত্য সমুপস্থত্য এতং বক্ষ্যমাণং প্রশ্নম্ অপৃচ্ছত যদহং ভবন্তং পৃচ্ছামি তমেব মাং স পৃষ্টবান্। কঃ স প্রশ্ন? ইত্যুচ্যতে ষোড়শকলং ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলা অবয়বা অবিদ্যাধ্যারোপিতা যস্মিন্ তং, হে ভারদ্বাজ! ত্বং বেত্থ জানাসি? অহমেবং পৃষ্টস্তং কুমারমব্রুবম্ প্রত্যুত্তরীকৃতবান্ নাহমেতং জানামি, যদি অহম্ ইমমবেদিষম্ অজ্ঞাস্যম্ 'ক্রিয়াতিপত্তৌ লৃঙ্'। তর্হি কথং কেন হেতুনা তে তুভ্যং নাবক্ষ্যম্ ন

ব্রূয়াম্? যথা জানাসি তথা ব্রূহি ইতি চেৎ ময়া যজ্জ্ঞাতং তন্ন যথার্থম্ অযথাবদ্বস্তুকথনমনৃতমেব, অনৃতকথনে দোষমাহ—সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি এষঃ অনৃতবাদী বৈ নিশ্চিতং সমূলঃ মূলেন পুণ্যেন তৎসংস্কারেণ চ সহ, পরিশুষ্যতি বিনশ্যতি তস্মাদ্ধেতোঃ অনৃতং অজ্ঞাতত্বাৎ মিথ্যাভূতং তত্ত্বং বক্তুং নার্হামি ন উৎসহে মূঢ়বৎ। স রাজপুত্রঃ এবং বোধিতঃ তূষ্ণীং লজ্জয়া নির্ব্বাক্সন্ রথমারুহ্য প্রবব্রাজ প্রস্থিতবান্ যথাগতং গতঃ। অতো ন্যায়ত উপসন্নায় শিষ্যায় তত্ত্বং জানতা গুরুণা বক্তব্যমেব ইতি সূচ্যতে। তং পুরুষং ত্বা ত্বামহং পৃচ্ছামি। কাসৌ পুরুষঃ, অসৌ ষোড়শকলঃ পুরুষঃ কুত্র বিজ্ঞেয়ঃ ইতি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥১॥

তত্ত্বকণা—মুক্তিতেও প্রাণাদির পরমেশ্বরাধীনত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ষষ্ঠ প্রশ্ন আরম্ভ হইতেছে। এই মন্ত্রে সুকেশা মুনি নিজের অল্পজ্ঞতা এবং সত্যভাষণের মহত্ত্ব প্রকট করিয়াই ষোলকলাবিশিষ্ট পুরুষের বিষয় প্রশ্ন করিতেছেন।

ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা মুনি আচার্য্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! কোসলদেশীয় হিরণ্যনাভ নামে এক রাজপুত্র এক সময়ে আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ভারদ্বাজ! তুমি ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষকে জান? তাহাতে আমি সেই রাজকুমারকে উত্তর দিয়াছিলাম যে, আমি সেই পুরুষকে জানি না। যদি আমি তাঁহাকে জানিতাম, তাহা হইলে কেন আপনাকে বলিব না? কিন্তু না জানিয়া যে মিথ্যা কথা বলে, সে ব্যক্তি সমূলে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ নিজ পুণ্যের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার ইহকাল ও পরকাল সব নষ্ট হয়। আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার লজ্জায় নীরবে রথারোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন।

আমি আপনাকে তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত সেই পুরুষের বিষয় প্রশ্ন করিতেছি, সেই পুরুষ কোথায় অবস্থিত ?

আমরা সাধারণতঃ নিজেদের অজ্ঞতার বিষয় গোপন রাখিয়া অপরকে উপদেশ দিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করি কিন্তু স্থকেশা মুনির আচরণ হইতে ইহাই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যিনি যাহা জানেন না, তাঁহার সে বিষয় কাহাকেও উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। এই জন্য শ্রুতিসমূহ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই অপরকে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ দিবেন এবং জিজ্ঞাসুর তত্ত্ববিদের নিকট হইতেই তত্ত্বজ্ঞান সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রশ্নের দ্বিতীয় মন্ত্রেও দেখিতে পাই যে, মহর্ষি পিপ্পলাদ স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দৈন্য সহকারে মুনিগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় যদি আমার জানা থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে সমস্তই বলিব।

এতৎবিষয়ে মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশমন্ত্র আলোচ্য।

শ্রীগীতায় পাই,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥" (গীঃ ৪।৩৪)

শ্রীমদ্ভাগবতেও পাই,—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।" (ভাঃ ১১।৩।২১)

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন,—

"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

আজকাল সকলেই গুরু হইবার জন্য সচেষ্ট। তাহাদের কিন্তু সুকেশা মুনির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রাজপুত্র-শিষ্য পাইয়াও তিনি অজ্ঞাত-বিষয় বলিবার ধৃষ্টতাকে মিথ্যাবাদ বলিয়া বিচার করিলেন এবং উপদেশ-দানে বিরত থাকিলেন ॥১॥

শ্রুতিঃ—তস্মৈ স হোবাচ—ইহৈবান্তঃশরীরে সোম্য ! স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি ॥২॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ হ (শ্রুত আছে—আচার্য্য সেই পিপ্পলাদ ঋষি) তস্মৈ (সেই কৌসল্য সুকেশা মুনিকে) উবাচ (বলিয়াছিলেন)। ইহৈব অন্তঃশরীরে (এই হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ আকাশমধ্যে) [হে] সোম্য ! (হে প্রিয়দর্শন !) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষকে) [ষোড়শকলাবিশিষ্ট আত্মাকে অন্বেষণ কর] যস্মিন্ (যে আত্মায় অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া) এতাঃ ষোড়শ-কলাঃ (উচ্যমান এই প্রাণাদি ষোড়শ অবয়ব) প্রভবন্তি ইতি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥২॥

অনুবাদ—আচার্য্য পিপ্পলাদ কৌসল্য ভারদ্বাজকে বলিলেন,—ওহে প্রিয়দর্শন ! এই শরীরে-হৃৎপুণ্ডরীকাকাশমধ্যেই সেই আত্ম-পুরুষ বিজ্ঞেয়, যাঁহা হইতে এই প্রাণাদি ষোড়শকলা উৎপন্ন হইতেছে ॥২॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তস্মৈ……হোবাচ। স্পষ্টোঽর্থঃ।

ইহৈবান্ত…প্রভবন্তি। যস্মিন্পুরুষ এতা বক্ষ্যমাণ ইহৈবান্তঃশরীরে বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ। অনেন শরীরপরিচ্ছিন্নপ্রদেশমাত্রাধারত্বোক্ত্যা জীব ইত্যুত্তরমুক্তং ভবতি। নম্বু জীবস্যৈব কথং ষোড়শকলত্বং ষোড়শকলাধারত্বতৎকার্ত্তৃত্বয়োঃ পরমাত্মন্যেব পুষ্কলত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি। যস্মিন্-পুরুষ এতা বক্ষ্যমাণাঃ প্রাণাদ্যা নামান্তাঃ ষোড়শ কলাঃ স্বসংসর্গপ্রযুক্তসুখদুঃখাদিভোগাধ্যমুপকারং কর্ত্তুং প্রভবন্তি। সমর্থা ভবন্তীত্যর্থঃ। ততশ্চ `ষোড়শকলা-ভোক্তৃত্বমেব ষোড়শকলত্বং তচ্চ জীবস্যেবেতি ভাবঃ ॥২॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—অয়ি ভোঃ! অন্যত্রাসৌ ন অনুসন্ধেয়ঃ, ইহৈব জীবস্যাধারভূতে অন্তঃশরীরে হৃৎপুণ্ডরীকাবচ্ছিন্নাকাশমধ্যে স ষোড়শ-কলঃ পুরুষ আত্মা অনুসন্ধেয়ঃ, ন দেশান্তরে ইত্যেবকারার্থঃ, যস্মিন্ পুরুষে জীবাত্মনি এতা বক্ষ্যমাণাঃ ষোড়শপ্রাণাদিনামান্তাঃ ষোড়শ-সংখ্যাকাঃ কলাঃ উপাধ.ঃ প্রভবন্তি জায়ন্তে। অস্মিন্নাত্মতত্ত্বে বহ্ব্যো-বিপ্রতিপত্তয়ঃ সন্তি। তথাহি নাস্তিকাশ্চার্ব্বাকা আহুঃ যৎশরীরমেব চৈতন্যম্, চৈতন্যমেব প্রতিক্ষণং জায়তে নশ্যতীতি বৈনাশিকা বৌদ্ধাঃ! অনপায়োপজনধর্ম্মকচৈতন্যমাত্মেতি শঙ্করাচার্য্যপাদাঃ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ, স্বরূপব্যভি-চারিষু পদার্থেষু চৈতন্যস্যাব্যভিচারাৎ যথা যথা যো যঃ পদার্থো জ্ঞায়তে তথা তথা জ্ঞায়মানত্বাদেব তস্য তস্য চৈতন্যাব্যভিচারঃ। জ্ঞেয়ং ব্যভিচরতি জ্ঞানন্তু ন ব্যভিচরতি জ্ঞেয়াভাবেঽপি জ্ঞেয়ান্তরে ভাবাৎজ্ঞানস্য। উক্তঞ্চ শ্রীরামানুজপাদৈঃ 'ষোড়শকলাভোক্তৃত্বমেব-ষোড়শকলত্বং তচ্চ জীবস্যে'তি। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদে 'জীব-পরয়োঃ সিদ্ধান্তঃ সঙ্গচ্ছতে' ইতি ধ্যেয়ম্ ॥২॥

তত্ত্বকণা—এই মন্ত্রে ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষের সংকেতমাত্র করিয়াছেন। মহর্ষি পিপ্পলাদ কহিলেন,—হে প্রিয় সুকেশা! যে পরমেশ্বর হইতে ষোড়শকলাসমুদয় সম্পূর্ণ জগৎরূপ উহার বিরাট্-শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তিনিই সেই পুরুষ। উহাকে অনু-সন্ধান করিবার নিমিত্ত অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই। তিনি

আমাদের এই শরীরের ভিতর বিরাজমান আছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে,—যখনই মনুষ্যের পরমাত্মাকে পাইবার নিমিত্ত উৎকট অভিলাষ হয়, তখনই তাঁহাকে স্বীয় হৃদয়মধ্যে পাওয়া যায় ॥২॥

শ্রুতিঃ—স ঈক্ষাঞ্চক্রে—কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো-
ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥৩॥

অন্বয়ানুবাদ—[এই জগৎ-সৃষ্টি চেতনকর্ত্তা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, যিনি তাদৃশ চেতন তিনি কি ভাবে সৃষ্টি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—] সঃ (যিনি ষোড়শকলপুরুষ বলিয়া জিজ্ঞাসিত তিনি) ঈক্ষাঞ্চক্রে (ঈক্ষণ করিলেন, চিন্তা করিলেন) কস্মিন্ নু (কোন কর্ত্তৃ-পুরুষ) দেহাৎ (অধিষ্ঠিত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে) উৎক্রান্তে (বহির্গত হইলে) উৎক্রান্তঃ ভবিষ্যামি (আমি বহির্গত হইব) কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে (আর কে শরীর মধ্যে থাকিলে) অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি (আমিও স্থিতিলাভ করিব) ইতি (ইহা পর্য্যালোচনা করিলেন) ॥৩॥

অনুবাদ—সেই পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, কোন পুরুষ এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমিও তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইব, আর কে স্থিতি লাভ করিলে আমিও স্থিতিমান্ হইব। অর্থাৎ সেই ষোড়শকল ভোক্তা পুরুষ কে? ॥৩॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—ননু ষোড়শকলাসংসর্গহেতুত্বে জীবপরমাত্মনোর-বিশিষ্টে তদ্ভোক্তৃত্বং জীবস্যৈব ন পরমাত্মন ইত্যত্র কিং নিয়ামক-মিত্যত্রাহ—স······মীতি।

'সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ' [ব্রঃ সূঃ ৪।২।৪] ইতি ভাষ্যে প্রতিষ্ঠা চ জীবেন সহ শ্রূয়তে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি

কস্মিন্বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীত্যুক্তত্বাৎ। ইদং বাক্যং জীবাভিসন্ধি-প্রকারপ্রদর্শনপরম্। মদুৎক্রান্তিপ্রতিষ্ঠাসহভূতোৎক্রান্তিপ্রতিষ্ঠঃ কো-বেতি পর্য্যালোচিতবানিত্যর্থঃ। ততশ্চ স্বোপকারাভিসন্ধিপূর্ব্বকং জীবস্য প্রাণাদিস্রষ্টৃত্বাত্তদ্ভোক্তৃত্বং সম্ভবতি। পরমাত্মনস্তু—

"ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু॥" (গীঃ ৯।৯)
"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা" (গীঃ ৪।১৪)

ইত্যুক্তরীত্যা স্বোপকারাভিসন্ধিপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্বাভাবান্ন তস্য ষোড়শ-কলাভোক্তৃত্বমিতি ভাবঃ॥৩॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স পরমাত্মা সৃষ্ট্যাদৌ ঈক্ষাঞ্চক্রে দৃষ্টবান্। কিমিতি? নু ভোঃ! কস্মিন্ পুরুষে উৎক্রান্তে দেহান্নিষ্ক্রান্তে সতি অহম্ এব উৎক্রান্তঃ নির্গতো ভবিষ্যামি, কস্মিন্ বা ষোড়শকলে পুরুষে ইহ শরীরে প্রতিষ্ঠিতে স্থিতিমাপ্তবতি সতি অহং প্রতিষ্ঠাস্যামি প্রতিষ্ঠিতঃ স্যাম্ ইত্যালোচিতবান্॥৩॥

তত্ত্বকণা—মহাসর্গের আদিতে জগতের রচনাকারী পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিচার করিলেন যে, আমি যে ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, উহাতে এক এরূপ কোন্ তত্ত্ব আছে, যাহা না থাকিলে আমি স্বয়ং উহাতে থাকিতে পারি না অর্থাৎ আমার সত্তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত থাকে না, আর যে তত্ত্ব থাকিলে আমার সত্তা স্পষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স এব বিশ্বং সৃজতি, স এবাবতি, হন্তি চ।
তথাপি হ্যনহঙ্কারো নাজ্যতে গুণকর্ম্মভিঃ॥" (ভাঃ ৪।১১।২৫)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

"প্রকৃতি-সহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শ গন্ধ॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৫।৮৬)

শ্রীগীতাতেও পাই,—

"ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।" (গীঃ ৯।৯)

আরও পাই,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" (গীঃ ৯।১০)

এতৎপ্রসঙ্গে "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐতরেয় ১।১।১) এবং "অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ" (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯) এবং "শ্রীমদ্ভাগবতের নিমিত্তমাত্রং তত্রাসীন্নির্গুণঃ পুরুষর্ষভঃ" (ভাঃ ৪।১১।১৭) দ্রষ্টব্য ॥৩॥

শ্রুতিঃ—স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ, পৃথিবীন্দ্রিয়ং মনঃ। অন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্ম লোকাঃ, লোকেষু চ নাম চ ॥৪॥

অন্বয়ানুবাদ—সঃ (সেই ঈক্ষণকারী পরমেশ্বর) প্রাণম্ (সর্ব্বাধিকারী হিরণ্যগর্ভাখ্য মুখ্যপ্রাণকে) অসৃজত (সৃষ্টি করিলেন) প্রাণাৎ (সেই প্রাণ হইতে) শ্রদ্ধাম্ (শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করিলেন) ততঃ (তাহা হইতে কর্ম্মফলের ভোগসাধনের অধিষ্ঠান পঞ্চমহাভূত যথা) খম্ (শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশ) বায়ুঃ (স্পর্শ ও শব্দগুণবিশিষ্ট বায়ু) জ্যোতিঃ (শব্দ-স্পর্শ ও রূপগুণবিশিষ্ট অগ্নি) আপঃ (শব্দ-স্পর্শ-রূপ ও রসগুণবিশিষ্ট জল) পৃথিবী (পূর্ব্ব চতুর্গুণ ও স্বীয় গন্ধ গুণ-সমন্বিত পৃথিবী) ইন্দ্রিয়ং (তাহাদের দ্বারা সৃষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়) মনঃ (সেই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয়ের পরিচালক অন্তরিন্দ্রিয় মনঃ) [এইরূপে কার্য্য ও কারণগুলি সৃষ্ট

হইল] অন্নম্ (জীবের দেহধারণার্থ খাদ্য ব্রীহি-যবাদি) অন্নাৎ (সেই অন্ন হইতে) বীর্য্যং (সর্ব্বকর্ম্ম-নির্ব্বাহক বল), তপঃ (বিশুদ্ধি-সাধন তপস্যা) মন্ত্রাঃ (কর্ম্মসাধনভূত বেদাদি মন্ত্র) কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) লোকাঃ (কর্ম্মের ফলভূত স্বর্গাদি লোক) লোকেষু চ (এবং সেইসব লোকে) নাম চ (দেবদত্ত, ঘটপটাদি নামও) [এই সব পদার্থ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল আবার তাহাতেই প্রলীন হইল] ॥৪॥

অনুবাদ—তিনি এইরূপ আলোচনান্তে প্রাণ অর্থাৎ সমষ্টিজীবাভিমানী হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিলেন। প্রাণ হইতে অর্থাৎ প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন সৃষ্ট হইল। অনন্তর অন্ন হইতে অর্থাৎ অন্নকে নিমিত্ত করিয়া বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোকসমূহ এবং লোকসমূহের নামের সৃষ্টি হইল ॥৪॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—স……নাম চ।

স জীব এবং পর্য্যালোচ্য প্রথমতঃ স্বোৎক্রান্তিপ্রতিষ্ঠাসহভূতোৎক্রান্তিপ্রতিষ্ঠং মুখ্যপ্রাণং সৃষ্টবাংস্তস্মাদূর্ধ্বমাস্তিক্যবুদ্ধিঃ পঞ্চ মহাভূতানি বাগাদীন্দ্রিয়ং মনো ব্রীহ্যাদিরূপমন্নং তদায়ত্তং শরীরেন্দ্রিয়সামর্থ্যং শরীরশোষণাদিলক্ষণং তপ ঋগ্‌যজুঃসামাদীন্মন্ত্রাঞ্জ্যোতিষ্টোমাদীনি কর্ম্মাণি কর্ম্মফলভূতান্স্বর্গাদীল্লোঁকাংস্তেষু লোকেষু স্বর্গাদীনি নামানি সৃষ্টবানিত্যর্থঃ। যদ্যপি ষোড়শকলাস্রষ্টৃত্বং পরমাত্মন এব তথাঽপি তদ্ধেতুভূতাদৃষ্টারম্ভককর্ম্মকর্ত্তৃত্বেনায়ং স্রষ্টৃত্ববাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। ততশ্চ স্বভোগোপকারিকাঃ ষোড়শাপি কলাস্তদ্ধেতুভূতাদৃষ্টারম্ভককর্ম্মাণি কৃত্বা সৃষ্টবান্। অতস্তদ্ভোক্তৃতয়া ষোড়শকলত্বং জীবস্যেতি যাবৎ ॥৪॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—স সৃষ্ট্যাদৌ সমীক্ষণকারী পরমঃপুরুষ আদৌ প্রাণম্ হিরণ্যগর্ভাখ্যং সর্ব্বাধিকারিণং মুখ্যং প্রাণবায়ুমসৃজত সৃষ্ট-

বান্। ততঃ তস্মাৎ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং শুভাশুভকর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুভূতাম্ শ্রদ্ধাম্ শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ম্, অসৃজতেত্যন্বয়ঃ। ক্রমেণ তেন খম্ আকাশম্ বায়ুঃ জ্যোতিরগ্নিঃ আপঃ জলম্, পৃথিবী ইতি পঞ্চমহাভূতানি, ইন্দ্রিয়ং জ্ঞানেন্দ্রিয়ং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতি দশকম্, একাদশমন্তরিন্দ্রিয়ং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মনঃ, অন্নম্ কার্য্যকারণাত্মকশরীরস্থিত্যর্থমন্নং ভোজ্যং ব্রীহিযবাদিশস্যম্, অন্নাৎ ভক্ষিতাৎ শস্যাৎ বীর্য্যং কর্ম্মপ্রবৃত্তিসাধনং বলং, ততঃ বীর্য্যবতাং প্রাণিনাং তপঃ বিশুদ্ধিসাধনং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকং কর্ম্ম, সৃষ্টম্, অথ মন্ত্রাঃ বৈদিকাঃ কর্ম্মসাধনভূতা মন্ত্রাঃ, ততঃ কর্ম্ম অগ্নিহোত্রাদিকম্, লোকাঃ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং সৃষ্টম্, লোকেষু অন্তঃ নামচ দেবদত্তাদি সংজ্ঞাঃ সৃষ্টাঃ। এবমেতাঃ কলাঃ সৃষ্টাঃ ॥৪॥

তত্ত্বকণা—পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বপ্রথম সকলের প্রাণরূপ সর্ব্বাত্মা হিরণ্যগর্ভকে সৃজন করিলেন। উহার পরে শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তিকারিণী শ্রদ্ধা অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধিকে সৃজন করিয়া ক্রমশঃ তাহা হইতে শরীরের উপাদানভূত আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথ্বী—এই পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি করিলেন। এই পঞ্চমহাভূতের কার্য্য দৃশ্যমান সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড। এই পঞ্চ মহাভূত সৃজনের পর পরমেশ্বর মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চারিপ্রকার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় বিষয়ের জ্ঞান এবং কর্ম্মের নিমিত্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন করিলেন। তৎপরে প্রাণীর শরীরের স্থিতির জন্য অন্ন এবং অন্নের পরিপাকে বল সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের সংযমরূপ তপস্যার প্রাদুর্ভাব করিলেন। উপাসনার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বেদমন্ত্র রচনা করিলেন। অন্তঃকরণের সংযোগে ইন্দ্রিয় দ্বারা করণীয় কর্ম্ম নির্ম্মাণ করিলেন। উহার ভিন্ন ভিন্ন ফলরূপ লোকসমূহ সৃষ্টি করতঃ লোকসমূহের নাম-রূপাদি রচনা করিলেন। এই প্রকার

ষোড়শকলাযুক্ত এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করতঃ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মা স্বয়ং ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এইজন্য ষোড়শকলাবিশিষ্ট পুরুষ বলা হয়। আমাদের মনুষ্যশরীরও ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্র নমুনা। অতএব পরমেশ্বর যে প্রকার এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, সেইপ্রকার আমাদের এই শরীরের মধ্যেও অবস্থিত এবং এই শরীরে ঐ ষোল-কলাও বর্ত্তমান। এই হৃদয়স্থ পরমদেব পুরুষোত্তমকে জানিলেই ঐ ষোলকলাবিশিষ্ট পুরুষকেও জানা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা ॥
এষ হ্যশেষসত্ত্বানামাত্মাংশঃ পরমাত্মনঃ।
আদ্যোঽবতারো যত্রাসৌ ভূতগ্রামো বিভাব্যতে ॥
সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা।
বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥"

(ভাঃ ৩।৬।৭-৯) ॥৪॥

শ্রুতিঃ—স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ, সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে, সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি, ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে, পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে। স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি। তদেষ শ্লোকঃ ॥৫॥

অন্বয়ানুবাদ—ইমাঃ (এই প্রসিদ্ধ) নদ্যঃ (গঙ্গাযমুনাদি নদীগুলি) স্যন্দমানাঃ (প্রবাহিত হইয়া) সমুদ্রায়ণাঃ (সমুদ্রাভিমুখে গমন করে)

সমুদ্রং প্রাপ্য (সমুদ্রে মিলিয়া) অস্তং গচ্ছন্তি (তিরোহিত হয়) [তখন] তাসাং (তাহাদিগের) নামরূপে (নাম ও রূপ দুইই) ভিদ্যেতে (বিনষ্ট হয়) [ও] সমুদ্র ইত্যেবং (কেবল সমুদ্র এই নামেই) প্রোচ্যতে (প্রথিত হয়) স যথা (এই দৃষ্টান্ত যেমন) এবমেব (সেইপ্রকার) পরি-দ্রষ্টুঃ (দ্রষ্টা—অনুভবকারী) অস্য (এই পুরুষের) ইমাঃ (অভিহিত এই) ষোড়শকলাঃ (প্রাণ প্রভৃতি—প্রাণ, শ্রদ্ধা, পঞ্চমহাভূত, ইন্দ্রিয়-নিচয়, মনঃ, অন্ন, বীর্য্য, তপস্যা, সংজ্ঞা, কর্ম্ম, লোক ও সংজ্ঞা এই ষোলটি কলা) [ইহারা] পুরুষায়ণাঃ (পুরুষ—আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে) [এবং] পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি (পুরুষকে প্রাপ্ত হইলে তিরোহিত হয়) [এবং] চাসাং (সেই কলাদিগের) নামরূপে (নাম ও রূপ) ভিদ্যেতে (পৃথক্‌ভূত হয়, সরিয়া যায়) [তখন] পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে (ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহাকে পুরুষ—আত্মা এই নামেই ব্যবহার করে) সঃ এষঃ (পূর্ব্বোক্ত কলাবিশিষ্ট) অকলঃ (কলারহিত) অমৃতঃ (অমৃতস্বরূপ) ভবতি (হন) তৎ (সে-বিষয়ে) এষঃ শ্লোকঃ (এই মন্ত্র আছে) ॥৫॥

অনুবাদ—প্রাণাদি ষোড়শকলার সম্পর্কে পুরুষের লৌকিক ব্যবহারে, তাহাদের অপগমে নিষ্কল পুরুষ যে কেবল পুরুষই থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেমন এই সব গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয় এবং সমুদ্রে পড়িয়া তিরোহিত হয়, তখন তাহাদের পূর্ব্ব নাম ও রূপ লয় প্রাপ্ত হয়, সমুদ্রনামেই অভিহিত হইয়া থাকে, ঠিক সেইপ্রকার এই ষোড়শকলা আত্মাতে লয়প্রাপ্তির পূর্ব্বে কার্য্য করিতে থাকে কিন্তু তাহাদের আত্মভাবে মিলনই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, যখন তাহারা আত্মাতে মিলিত হয় অর্থাৎ তদাশ্রয় প্রাপ্ত হয় তখন তাহাদের আর পূর্ব্ব নাম, রূপ থাকে না, আত্মা বলিয়াই পরিচিত হয়, কলার আত্মভাবপ্রাপ্তি ঘটিলে আত্মা অকল অর্থাৎ নিষ্কল

হইয়া থাকে, সে অমৃত হয়। এ-বিষয়ে একটি অনুরূপ মন্ত্রও আছে ॥৫॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অথ পরমাত্মন ঈদৃক্কান্তাবাদকলত্বং তদ্দ্বারা মুমুক্ষুবেদ্যত্বং চোপপাদয়তি—স……প্রোচ্যতে ॥ স এষোঽকলোঽমৃতোভবতি ॥

যথা প্রস্রবন্ত্যো গঙ্গাদ্যা নদ্যঃ সমুদ্রায়ণা অত্রায়নশব্দেনাধারত্বমুখেনাত্মত্বমুচ্যতে। সমুদ্রাত্মিকাঃ সমুদ্রাৎপৃথক্‌স্থিতিপ্রতিপত্তিকাভূত্বা সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্ত্যদর্শনং যান্তি ন তু সমুদ্রে বৃদ্ধ্যাদিলক্ষণং বিকারমৎপাদয়িতুং প্রভবন্তি। তাসাং চ গঙ্গাযমুনাদিনামানি যানি শুক্লকৃষ্ণাদীনি চ রূপাণি প্রাক্তনানি তানি ভিদ্যন্তে। তৎপ্রবেশানন্তরং চ ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তদেব দর্শয়তি—সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যত ইতি। তত্র প্রবিষ্টং নদীজাতং সর্ব্বং সমুদ্র ইত্যেব প্রোচ্যতে ন তু গঙ্গাযমুনেতি। স যথা স দৃষ্টান্তো যথেত্যর্থঃ। এবমে……ভবতি ॥

অস্য পরিদ্রষ্টুরনুভবিতুর্ভোক্তুর্জীবস্য ভোগোপকরণভূতা ইমাঃ ষোড়শাপি কলা নিরুপাধিকপুরুষশব্দবাচ্যং পুরুষং বাসুদেবং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি। যথা শিলাতলং প্রাপ্য ক্ষুরধারাঃ কুণ্ঠীভবন্তি তথা ভোগাধায়কা ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—পুরুষায়ণা ইতি। পুরুষসংকল্পাধীনস্বরূপস্থিতিপ্রবৃত্তিকা ইত্যর্থঃ। তাসাং কলানাং জীববিষয়ে ভোগভোগ্যস্থানভোগোপকরণত্বাদিনামরূপভেদবৎপরমাত্মবিষয়ে ভোগস্থানত্বাদিনামরূপে ন স্তঃ। তদেব দর্শয়তি—পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যত ইতি। পুরুষঃ পৃথক্‌স্থিতিপ্রতিপত্তিকতয়া পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে ন তু তস্মিন্নপে [ন] তদ্ভোগ্যভোগস্থানত্বাদিনা তৎকলাদিত্বেন প্রোচ্যতে। তস্মাৎপরমাত্মনঃ কলাভোক্তৃত্বাভাবাদকল ইত্যেবোচ্যতে। অত এবামৃতশ্চ মরণস্য ভোক্তৃত্বরূপকলাসম্বন্ধাধীনত্বাদিতি ভাবঃ।

তদেষ শ্লোকঃ ॥ তৎপরমাত্মস্বরূপমধিকৃত্য বক্ষ্যমাণঃ শ্লোকঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥৫॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সুষুপ্তৌ ষোড়শকলস্য পুরুষস্য কলানাম্ অক্ষরে পুরুষে লয়ো ভবতীতি দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়তি—স যথেতি সঃ দৃষ্টান্তো যথা, ইমাঃ প্রসিদ্ধা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ প্রবাহিণ্যঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিগামিন্যঃ সমুদ্রং প্রাপ্য সমুদ্রং গত্বা অস্তম্ অদর্শনং গচ্ছন্তি তদা তাসাং নদীনাং নামরূপে গঙ্গেত্যাদি সংজ্ঞা, রূপমাকৃতিশ্চ ভিদ্যেতে লুপ্যেতে সমুদ্রেণ সহাভেদেন সমুদ্র ইত্যেবম্ প্রোচ্যতে গঙ্গাদিনদী সমুদ্রনাম্না তদা ব্যবহ্রিয়তে, এবমেব অয়ং দৃষ্টান্ত ইব অস্য ষোড়শকলস্য পরিদ্রষ্টুঃ ভোক্তুঃ জীবাত্মনঃ ইমাঃ উপাধিভূতাঃ ষোড়শসংখ্যাকাঃ কলাঃ অবয়বাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষঃ সুষুপ্তিকালীনঃ পুরুষঃ অয়নং আত্মভাবগমনং যাসাং তাঃ কলাঃ পুরুষমাত্মভাবং প্রাপ্য উপগম্য অস্তং গচ্ছন্তি তিরোভবন্তীত্যর্থঃ, আসাং কলানাং নামরূপে প্রাণাদি সংজ্ঞারূপং স্বরূপং কার্য্যমিতি যাবৎ ভিদ্যেতে বিচ্ছিদ্যেতে, নামরূপভেদে সতি—পুরুষস্যাবিনষ্টং তত্ত্বমেব যদবশিষ্যতে তদেব পুরুষ আত্মা ইতি প্রোচ্যতে কথ্যতে তত্ত্ববিদ্ভিঃ, স এষঃ যো গুরুণা প্রদর্শিতকলাপ্রলয়প্রকারঃ সঃ বিদ্যয়া কলাসু লয়ং প্রাপিতাসু সতীষু অকলঃ কলারহিতোনিরুপাধিরিতি যাবৎ, অতএব অমৃতো মরণরহিতো ভবতি, কলানাং সংশ্লেষরাহিত্যং হি মৃত্যুঃ তদপগমাৎ অমৃতোভবতীত্যুক্তম্। তৎ তস্মিন্ বিষয়ে এষঃ শ্লোকঃ মন্ত্রোঽস্তি ॥৫॥

তত্ত্বকণা—সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমাত্মা হইতে ষোড়শকলা উৎপন্ন হইয়া আবার প্রলয়কালে পরমাত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন।

যে-প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপধারী বহু নদী নিজ উদ্ভবস্থান হইতে সমুদ্রের অভিমুখে গতিবিশিষ্ট হয় এবং সমুদ্রে পৌঁছিবার পর তাহাতে বিলীন হয় তখন উহার আর সমুদ্র হইতে পৃথক্ কোন নাম ও রূপ থাকে না ; উহা সমুদ্র-নামেই আখ্যাত হয়। সেইপ্রকার সর্ব্বসাক্ষী সকলের আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া ষোড়শ-কলা (যাহা সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড) প্রলয়কালে স্বীয় পরমাধার পরমপুরুষ পরমেশ্বরের নিকট গিয়া উঁহাতে বিলীন হয়। তদবস্থায় আর উহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম ও রূপ থাকে না। তখন উহাকে পুরুষ-মাত্রই বলা হয়। বস্তুতঃ সেই পুরুষ কলারহিত। পরম মুক্ত।

এ-বিষয়ে বেদান্তসূত্রের গোবিন্দভাষ্যের মীমাংসা আলোচ্য।

বেদান্তসূত্রের "অবিভাগো বচনাৎ" (বেঃ সূঃ ৪।২।১৬) সূত্রের গোবিন্দভাষ্যে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্মে পাই,—

"অচিচ্ছক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মায় প্রাণ প্রভৃতির অবিভাগ অর্থাৎ লয়রূপ তাদাত্ম্যাপত্তি, ইহাই সম্পত্তি শব্দের অর্থ। প্রমাণ কি ? 'বচনাৎ'—যেহেতু সেইরূপ উক্তি আছে। ষট্‌প্রশ্নীতে ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে পাওয়া যায়,—"এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি" ইহার অর্থ—অস্য পরিদ্রষ্টুঃ অর্থাৎ এই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী পুরুষের, 'ইমাঃ'—এই সকল নিজ অনুভব-বিষয়ভূত, 'ষোড়শকলাঃ' অর্থাৎ সূক্ষ্মপঞ্চমহাভূতের (পঞ্চতন্মাত্রার) সহিত একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ) 'পুরুষায়ণাঃ' অর্থাৎ পরমাত্মাতে আশ্রিত, 'পুরুষং প্রাপ্য'—পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, 'অস্তং গচ্ছন্তি' তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে প্রাণাদি কলার (বিকারের) পরমাত্মাতে লয় বলিয়া পরে আবার বলিলেন—সেই সব কলার লয়ের পর ঐ কলাগুলির নাম

ও রূপও পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার পরে সেই ব্রহ্মবিৎ জীবাত্মা কলাহীন হইয়া অমৃত হয়। এইরূপে কলাগুলির নাম-রূপ লয় বলিয়াছেন, এইজন্য তাদাত্ম্যাপত্তি হইতেছে। ভাবার্থ এই,—ব্রহ্মবিৎ পুরুষ স্থূল শরীর হইতে নির্গত হইলে তাহার সূক্ষ্মশরীর বিদ্যা দ্বারা দগ্ধ হইয়া দগ্ধ করীষপিণ্ডের (গোময় পিণ্ডের) মত ভস্মীভূত হইয়া সেই জীবের অনুসরণ করে। অনন্তর ব্রহ্মাণ্ড হইতে নির্গত সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের অষ্টম আবরণস্বরূপ প্রকৃতিতে বিকার-ভূত সেই সূক্ষ্মশরীর বিলীন হয়। কিন্তু সে বিরজা নদীতে স্নাত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতি-সম্পর্কশূন্য হইয়া ভগবানের সংকল্পে সিদ্ধ পার্ষদ-দেহ প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বথা প্রকৃতির সম্বন্ধহীন সেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়।"

এই সূত্রের শ্রীরামানুজের ভাষ্যের মর্ম্মেও পাই,—"ব্রহ্মজ্ঞের মুক্তি-কালে ব্রহ্মের সহিত তিনি এক হইয়া যান না। কিন্তু অবিভাগ অর্থে অপৃথগ্ভাবে অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য সম্বন্ধ-বিশেষ লাভ হয়, এইমাত্র"।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়,—

"নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ॥" (ভাঃ ২।১০।৬) ॥৫॥

শ্রুতিঃ—অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো
মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥৬॥

অন্বয়ানুবাদ—রথনাভৌ (রথচক্রের মধ্যদেশে) অরা ইব (অর-নামক কাষ্ঠগুলি রথচক্রের পরিবারগুলি যেমন) [প্রবেশিত হইয়া

আছে, অর্থাৎ নাভিকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেইরূপ] কলাঃ (প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শসংখ্যক কলাগুলি) যস্মিন্ (যে অক্ষর পুরুষে) প্রতিষ্ঠিতাঃ (আবদ্ধ আছে) তং (সেই কলার আত্মভূত) বেদ্যং (জ্ঞেয়—উপাস্য) পুরুষং (এই দেহপুরীতে স্থিত প্রাণাদির পরিচালককে) বেদ (জানিবে) যথা (যাহাতে) [হে শিষ্যগণ !] মৃত্যুঃ (অবিদ্যা) বঃ (তোমাদিগকে) মা পরিব্যথাঃ (দুঃখ না দিউক), [অবিদ্যা হইতেই জীবের ক্লেশ, এই আত্মবিদ্যা লাভ করিলে অবিদ্যা নষ্ট হইবে এবং আর সংসারদুঃখ ভোগ করিতে হইবে না] ॥৬॥

অনুবাদ—রথচক্রের মধ্যদেশে যেমন চক্রাধার কাষ্ঠগুলি সংলগ্ন আছে সেইপ্রকার প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শকলা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই জীবের জ্ঞেয় পুরুষ ও উপাস্য জানিবে, ইঁহার তত্ত্বজ্ঞানে হে শিষ্যগণ ! অবিদ্যা তোমাদিগকে বাধা দিবে না ॥৬॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—অরা ইব······প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥

যদাত্মিকা যদুপাদানিকা ইত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টম্।

তং······বেদ ॥ যথা তমেব পুরুষং মুমুক্ষুবেদ্যমবগচ্ছতো ব্রহ্মজ্ঞান-ফলমাহ—মা······ব্যথাঃ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানাৎ যুষ্মাকং পরিতো ব্যথাং মৃত্যুর্মা কার্ষীদিত্যর্থঃ ॥৬॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—সঙ্‌ক্ষেপেণাত্মবিদ্যাম্ উপদিশতি অত্র লৌকিকো দৃষ্টান্তো যথা রথনাভৌ রথচক্রস্য মধ্যদেশে যত্র অরকাষ্ঠানি চক্রধারানিয়ামকানি সংসক্তানি, অরাঃ কাষ্ঠানীব, প্রবেশিতাঃ এবং যস্মিন্ অক্ষরে পুরুষে কলাঃ প্রাণাদ্যাঃ ষোড়শ অবয়বাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ আশ্রিতরূপেণাশ্রিতাঃ, তং ষোড়শকলাশ্রয়ীভূতং বেদ্যং জ্ঞেয়মুপাস্যং পুরুষং পুরিশয়মধিষ্ঠানভূতং তথা বেদ—জানীয়াৎ যথা এবং সতি হে

শিষ্যাঃ ! মৃত্যুঃ অবিদ্যা বঃ যুষ্মান্ মা পরিব্যথাঃ ন ব্যথয়তু। বিদ্যয়া অবিদ্যানাশে ন সংসারদুঃখং ভবিষ্যতীতি ॥৬॥

তত্ত্বকণা—বর্ত্তমান মন্ত্রে সর্ব্বাধার পরমেশ্বরকে জানিবার জন্য প্রেরণা প্রদান পূর্ব্বক উহার ফলস্বরূপে জন্ম-মৃত্যু বা সংসার-যাতনা রহিত হয়, ইহাই বলিতেছেন। মহর্ষি পিপ্পলাদ শিষ্যগণকে বলিলেন, —যে প্রকার রথচক্রের নাভিতে অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশে চক্রশলাকাসমূহ থাকে, সেইপ্রকার প্রাণাদি যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কলাসমূহের যিনি আধার, কলাসমূহ যাঁহার আশ্রিত, যাঁহা হইতে উৎপন্ন এবং যাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরই জীবের জ্ঞেয় ও উপাস্য। হে শিষ্যগণ ! তোমরা সেই জ্ঞেয় পরমেশ্বরকে তত্ত্বজ্ঞানে উপাসনা কর, তাহা হইলে অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইবে এবং সংসার-যাতনা রহিত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে।"

(ভাঃ ১০।৮০।৩১) ॥৬॥

শ্রুতিঃ—তান্ হোবাচ—এতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রহ্ম বেদ। নাতঃ পরমস্তীতি ॥৭॥

অন্বয়ানুবাদ—[আচার্য্য পিপ্পলাদ] তান্ উবাচ হ (অতঃপর শিষ্যগণকে বলিলেন) [হে বৎসগণ !] অহম্ এতাবদেব (আমি এই পর্য্যন্তই) এতৎ পরং ব্রহ্ম (এই পরব্রহ্মকে) বেদ (জানি), অতঃ পরং (ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর) ন অস্তি (আর বেদ্য নাই), ইতি (ইহা বলিলেন)। [ইহা বলিবার উদ্দেশ্য—শিষ্যগণের আরও জ্ঞাতব্য-শেষের আশঙ্কা নিবৃত্তি, এবং কৃতার্থতা-বুদ্ধির উৎপাদন] ॥৭॥

অনুবাদ—আচার্য্য পিপ্পলাদ শিষ্যগণকে বলিলেন,—হে বৎসগণ! আমি পরব্রহ্মকে এইমাত্র জানি যে, ইনিই পরম জ্ঞেয় পুরুষ, তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বা শ্রেষ্ঠতর বেদ্য আর কিছু নাই; অতএব তোমাদের কোন অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য-বিষয়ে আশঙ্কা করণীয় নহে। ইহা জানিয়াই কৃতার্থ হও ॥৭॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তান্……স্তীতি।

তান্ সুকেশাদীন্ ষড়পি শিষ্যান্ প্রত্যোতদুবাচ। অহমেতাবদেব পরং ব্রহ্ম জানানি। পরব্রহ্মবিষয়ে মমৈতাবদেব জ্ঞানমিতোঽধিকং নাস্তী-ত্যর্থঃ ॥৭॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—শিষ্যাণাং কৃতার্থতাজননার্থম্ অবিদিতশেষা-স্তিত্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঞ্চ শিষ্যেভ্যো বক্তব্যং ব্রবীতি—তান্ শিষ্যান্ হ ততঃ উবাচ আচার্য্যঃ পিপ্পলাদঃ, অহম্ এতাবদেব এতৎস্বরূপমেব নাতোঽধিকং, বেদ্যং জ্ঞেয়ং পরং ব্রহ্ম, বেদ জানামি, অতঃ বর্ণিতাৎ পুরুষাৎ পরং শ্রেষ্ঠতরং বেদ্যং নাস্তি ইতি এতদুক্তবান্ ॥৭॥

তত্ত্বকণা—এই সকল উপদেশ প্রদানানন্তর মহর্ষি পিপ্পলাদ পরম ভাগ্যবান্ সুকেশাদি ছয় জন মুনিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে মুনিগণ! আমি এই পর্য্যন্তই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে জানি। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর বা অধিক জ্ঞাতব্য অন্য কিছু নাই। এ-বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা কিছু বলিবার তাহা সকলই বলিলাম। তোমরা এই পরব্রহ্মের উপাসনা করিলেই কৃতার্থ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

> "অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
> স্বতো ন সম্ভবেদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥"
>
> (ভাঃ ১১।২২।১০) ॥৭॥

শ্রুতিঃ—তে তমর্চ্চয়ন্তঃ, ত্বং হি নঃ পিতা, যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি। নমঃ পরম-ঋষিভ্যো-নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ ॥৮॥

অথ শান্তিসূক্তপাঠঃ।

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ"।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। (অর্থ গ্রন্থের প্রথমে দ্রষ্টব্য) ॥৮॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ ॥

অন্বয়ানুবাদ—তে (তাহারা—শিষ্যবর্গ) [গুরুর উপদেশে উপদিষ্ট হইল এবং বিদ্যার অন্য প্রতিদান না দেখিয়া] তম্ অর্চ্চয়ন্তঃ (পুষ্পাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক প্রণিপাতসহকারে বলিল) [হে গুরুদেব!] ত্বং হি নঃ পিতা (আপনিই আমাদের ব্রহ্ম-জ্ঞানদাতা পিতা), যঃ (যে আপনি) অস্মাকং (আমাদিগকে) অবিদ্যায়াঃ (অবিদ্যার) পরং পারং তারয়সি (পরপার—মোক্ষ নামক অনাবৃত্তিস্বরূপ গতি পাওয়াইলেন) পরম-ঋষিভ্যো নমঃ (ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্ত্তক-পরম-ঋষিগণকে প্রণাম) নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ (পরম-ঋষিগণকে প্রণাম) দুইবার প্রণাম ভক্ত্যতিশয়-প্রদর্শনার্থ এবং গ্রন্থ-সমাপ্তিদ্যোতনার্থ ॥৮॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠপ্রশ্নস্য অন্বয়ানুবাদঃ সমাপ্তঃ ॥

অনুবাদ—তাহার পর শিষ্যগণ গুরুকর্ত্তৃক এইরূপ অনুশিষ্ট হইয়া কৃতার্থ হইল এবং গুরুদক্ষিণার অন্য কিছু না পাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দান ও প্রণিপাতদ্বারা তাঁহাকে পূজা করতঃ বলিল, গুরুদেব! আপনি

আমাদের পিতা, যেহেতু আমাদিগকে দুস্তর অবিদ্যা-সাগরের পরপারে যাইতে পথ দেখাইলেন। সুতরাং আপনি ব্রহ্মবিদ্যাদাতা পিতা। ব্রহ্মবিদ্যা-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক মহর্ষিগণকে প্রণাম, এই মহর্ষিগণকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম। ইহা ভক্ত্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য এবং গ্রন্থসমাপ্তি-সূচনার্থ দুইবার পাঠ। ওঁ তৎ সৎ ॥৮॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

শ্রীরঙ্গরামানুজ—তে······তারয়সীতি ॥

তে ষড়পি শিষ্যাস্তং পিপ্পলাদং ত্বমস্মাকং সংসারাকূপারতীর-প্রাপকতয়া পিতাঽসি। তস্মাত্ত্বত্তো জন্মৈব শ্রেষ্ঠং জন্ম। স হি বিদ্যাতস্তং জনয়তি তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্মেতি শ্রবণাদিত্যর্চ্চয়ন্তঃ পূজয়ন্তো-বভূবুঃ ॥ নমঃ······ঋষিভ্যঃ ॥ ইত্যথর্ব্ববেদীয়প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ ॥

উত্তরশান্তিস্থান ইদং বাচ্যম্। অভ্যাস উপনিষৎসমাপ্ত্যর্থঃ। নচৈতাবদেবাহং পরং ব্রহ্ম বেদ নাতঃ পরমস্তীতি ষোড়শকলজীবাতি-রিক্তপরব্রহ্মনিষেধঃ কিং ন স্যাদিতি বাচ্যম্। 'অধিকং তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।১।২২] ইত্যাদিভির্ব্বিরোধপ্রসঙ্গাৎ। তত্র হি জীবাভেদাদ্‌ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বে হিতাকরণাদিদোষমাশঙ্ক্য জীব-ভেদাদ্দোষাভাবঃ সিদ্ধান্তিতঃ। তথা হি তদধিকরণভাষ্যম্—জগতো-ব্রহ্মানন্যত্বং প্রতিপাদয়দ্ভিঃ 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদিভির্জীব-স্যাপি ব্রহ্মানন্যত্বং ব্যপদিশ্যত ইত্যুক্তম্। তত্রেদং চোদ্যতে—যদী-তরস্য জীবস্য ব্রহ্মভাবোঽমীভির্বাক্যৈর্ব্যপদিশ্যতে তদা ব্রহ্মণঃ সার্ব্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পাদিযুক্তস্যাত্মনো হিতরূপজগদকরণমহিতরূপজগৎকরণমিত্যা-দয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্ত-

দুঃখাকরং চেদং জগৎ। ন চেদৃশে স্বানর্থে স্বাধীনো বুদ্ধিমান্‌প্রবর্ত্ততে। জীবাদ্‌ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো জগদ্‌ব্রহ্মণোরনন্যত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ। ভেদে সত্যনন্যত্বাসিদ্ধেঃ। ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ স্বাভাবিকাভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয় ইতি চেত্তত্রেদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিমনুপহিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা ন বা। ন জানাতি চেৎসর্ব্বজ্ঞত্বহানিঃ। জানাতি চেৎস্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখম্। স্বদুঃখমেব জানতো ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিরনিবার্য্যা। জীবব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদস্তদ্বিষয়া ভেদশ্রুতিরিতি চেত্তত্রাপি জীবাজ্ঞানপক্ষে পূর্ব্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলং চ তদবস্থম্। ব্রহ্মাজ্ঞানপক্ষে স্বপ্রকাশস্বরূপস্য ব্রহ্মণোঽজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি। অজ্ঞানেন প্রকাশস্তিরোহিতশ্চেত্তিরোধানস্য প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন প্রকাশস্যৈব স্বরূপত্বাৎস্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং প্রাগেবোদীরিতম্। অত ইদমসংগতম্—ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বমিতি। 'ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ' [ব্রঃ সূঃ ২।১।২১] ইতি সূত্রেণ পূর্ব্বপক্ষং প্রাপয্য সিদ্ধান্তোঽভিধীয়তে—'অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ' [ব্রঃ সূঃ ২।১।২২] ইতি। তু শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। আধ্যাত্মিকাদিদুঃখযোগাৎ প্রত্যগাত্মনোঽধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম কুতো ভেদনির্দ্দেশাৎ। প্রত্যগাত্মনো হি ভেদেন নির্দ্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম—'য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুষ্টং ততস্তেনামৃতত্বমেতি' [শ্বেঃ ১।৬] 'স কারণং করণাধিপাধিপঃ' [শ্বেঃ ৬।৯] 'তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি' [শ্বেঃ ৪।৬] 'জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ' [শ্বেঃ ১।৯] 'প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ' [বৃঃ ৪।৩।২১] 'প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ' [বৃঃ ৪।৩।৩৫] 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো

মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ' [শ্বেঃ ৪।৯] 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুর্ণেশঃ' [শ্বেঃ ৬।১৬) 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্' (শ্বেঃ ৬।১৩) 'যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্যস্যাব্যক্তং শরীরম্' 'যমব্যক্তং ন বেদ যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ' ইত্যাদিভিঃ। 'অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৩) ইতি। অশ্মকাষ্ঠলোষ্ট্রতৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সততবিকারাস্পদানামচিদ্বিশেষাণাং নিরবদ্যনির্ব্বিকারনিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানস্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপনানাবিধানন্তমহাবিভূতিব্রহ্মস্বরূপৈক্যং যথা নোপপদ্যতে তথা চেতনস্যাপ্যনন্তদুঃখার্হস্য খদ্যোতকল্পস্য 'অপহতপাপ্মা' ইত্যাদিবাক্যাবগতসকলহেয়প্রত্যনীকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণাকরব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ। সামানাধিকরণ্যনির্দ্দেশো যস্যাত্মা শরীরমিত্যাদিশ্রুতের্জীবস্য ব্রহ্মশরীরত্বাদ্ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদাত্মত্বেনাবস্থিতের্জীবপ্রকারকব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চেত্তদবিরোধী প্রত্যুতৈতস্যার্থস্যোপপাদকশ্চেতি অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্ন ইত্যাদিভিরসকৃদুপপাদিতম্। অতঃ সর্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তুশরীরমিতি সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কারণং তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তুশরীরং জগদাখ্যং কার্য্যমিতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ। জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বং ব্রহ্মণোঽনন্যত্বমচিদ্বস্তুনো জীবস্য ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্বদুঃখিত্বকল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসংকরঃ সর্ব্বশ্রুত্যবিরোধশ্চ ভবতি 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' 'একমেবে'ত্যবিভাগাবস্থায়ামপ্যচিদ্যুক্তজীবস্য ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানমবশ্যাভ্যুপগন্তব্যম্। 'বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ···। ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৪-৩৫) 'উপপদ্যতে চাভ্যুপলভ্যতে চ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৬) ইতি সূত্রদ্বয়োদিতত্বাত্তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানস্য। অবিভাগস্তু নামরূপবিভাগাভাবাদু-

পপদ্যতে। অতো ব্রহ্মকারণত্বং সংভবত্যেবেতি। এবম্—'অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ' (ব্রঃ সূঃ ৩।৪।৮) 'ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।২১) 'সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন' (ব্রঃ সূঃ ১।৩।৪২) 'শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে' (ব্রঃ সূঃ ১।২।২০) ইত্যাদিন্যায়াঃ প্রকৃত্যেয়ুরিত্যলং প্রপঞ্চেন ।৮।

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠপ্রশ্নস্য শ্রীরঙ্গরামানুজ-মুনীন্দ্রকৃত-প্রকাশিকাখ্য-ভাষ্যং সমাপ্তম্ ॥

শ্রুত্যর্থবোধিনী—তে এবমনুশিষ্টা শিষ্যাস্তং গুরুমর্চয়ন্তঃ পূজয়ন্তঃ প্রণিপাতাদিনা উচুঃ হে ভগবন্! ত্বং হি নঃ অস্মাকং পিতা ব্রহ্মদঃ-পিতা, যত্ত্বম্ অস্মাকম্ অবিদ্যায়া অজ্ঞানাৎ জন্মজরামৃত্যুরোগাদিজনকাৎ অসীমঃ মহাসাগরাৎ পরং পারম্ অপুনরাবৃত্তিলক্ষণং মোক্ষং তারয়সি প্রাপয়সি। উক্তঞ্চ মনুনা 'উৎপাদক-ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা'। তথাহি জনকঃ শরীরমাত্রং জনয়তি ইত্যতঃ সর্ব্বেভ্যঃ পূজ্যতমঃ কিম্ বক্তব্যং ব্রহ্মবিদ্যোপদেশেন অবিদ্যানাশদ্বারা আত্যন্তিকাভয়দাতেতি। নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রবর্ত্তকেভ্যঃ ব্রহ্মবিদ্‌ভ্যঃ আদরার্থা গ্রন্থসমাপ্তিসূচনায় চ দ্বিরুক্তিঃ ।৮।

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠপ্রশ্নস্য 'শ্রুত্যর্থবোধিনী' নাম্নী-টীকা সমাপ্তা ॥

তত্ত্বকণা—এই প্রকারে আচার্য্য পিপ্পলাদের নিকট হইতে পরব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় জন মুনি পাদ্যার্ঘ্যের দ্বারা পূজা বিধান পূর্ব্বক বলিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাদের বাস্তবিক পিতা যেহেতু আপনি আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রের পরপারে পৌছাইয়া দিলেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান-দাতা ও সংসার-উদ্ধার-

কর্ত্তা তিনিই প্রকৃত পিতা ও বন্ধু। আপনি পরম ঋষি, আপনাকে নমস্কার। পরম ঋষিগণকে নমস্কার। দ্বিরুক্তি অধ্যায়-সমাপ্তির সূচনার্থ এবং অতিশয় আদরার্থ।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে পাই,—

"সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতা-মাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা॥" (চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড)
"সকল জন্মে সবে পিতা-মাতা পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই,—

"গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে।" (ভাঃ ১০।৮০।৪৩)

আরও পাই,—

"এতদেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥"
(ভাঃ ১০।৮০।৪১) ॥৮॥

রহস্যং যৎ প্রশ্নোপনিষদধিগং সারসুভগং
যদি ব্যক্তং ব্যাখ্যাবিশদিতমিদং তত্ত্বকণয়া।
শ্রমং শ্লাঘ্যং মন্যে তমপি গুরু-গোবিন্দকৃপয়া
লভন্তাং তে প্রীতের্বমিহ ততো বৈষ্ণবগণাঃ॥

ইতি বৈষ্ণবকরুণার্থী সম্পাদকঃ
শ্রীভক্তি শ্রীরূপসিদ্ধান্তী

ইতি—প্রশ্নোপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নের 'তত্ত্বকণা' নাম্নী-অনুব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি—প্রশ্নোপনিষদি ষষ্ঠঃ প্রশ্নঃ সমাপ্তঃ॥

পরিনিষ্ঠিতৈতৎ প্রশ্নোপনিষৎ॥

"নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

(শ্রীল রূপগোস্বামি-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-নামাষ্টক)

অর্থাৎ নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নীরাজিত হইতেছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।